উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 7 December 2023 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in APD

পাঁচের পাতায়

সাতের পাতায়

ভরা মরশুমে ডুয়ার্সে বিপাকে হোটেল-রিসর্ট মালিকরা

ট্রেন বাতিলে ক্ষতি পর্যটনে

প্রণব সূত্রধর ও শুভদীপ শর্মা

আলিপুরদুয়ার ও লাটাগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর : বড়দিনের আগে অশনিসংকেত উত্তরের পর্যটনে।

হাওড়া ডিভিশনে নন ইন্টারলকিং কাজের জন্য চলতি মাসে একগুচ্ছ ট্রেন বাতিল ও কিছু ট্রেনের পথ পরিবর্তন করেছে রেল। আর তাতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

কলকাতা থেকে ডুয়ার্সে আসার একমাত্র ট্রেন কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস আগামী ১০ ডিসেম্বর থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাতিল থাকায় সবচেয়ে ক্ষতির মুখে পড়তে চলেছেন গরুমারা, লাটাগুড়ি, জলপাড়া, চিলাপাতা, বক্সার হোটেল-রিসর্ট মালিক ও গাড়িচালকরা। পদাতিক ও উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের মতো ট্রেনও হয় আংশিক বাতিল হয়েছে নয়তো ঘুরপথে চলবে। ফলে তারও একটা প্রভাব পড়বে পর্যটনে।

আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট টুরিজম অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মানব বকসি বলছেন, 'পর্যটন মরশুমের আগে কাঞ্চনকন্যার মতো ট্রেন বাতিল হলে পর্যটকদের একটা অংশের উপর প্রভাব পড়বে। এমনিতেই অন্যবারের মতো ব্যবসা নেই। ফলে বড়দিনের আগে ট্রেন বাতিল নিঃসন্দেহে পর্যটনের জন্য বড় ধাক্কা।'

শুধু পর্যটনই নয়, ট্রেনগুলি বাতিল বা আংশিক বাতিল হওয়ায় তার প্রভাব পড়বে বাণিজ্য ক্ষেত্রেও। এমনিতেই কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী ট্রেনগুলির চাহিদা প্রচুর। ছাত্রছাত্রী, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে অনেকেই ট্রেনে কলকাতা যাতায়াতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। ছুটির মরশুমে ট্রেন বাতিলে নিশ্চিত বিপদের মুখে তাঁরাও। আলিপুরদুয়ার চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক প্রসেনজিৎ দে'র বক্তব্য, 'ব্যবসায়ী ও পর্যটকদের সঙ্গে সঙ্গে আমজনতার উপর ব্যাপক প্রভাব পড়বে। রেলের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ট্রেন বাতিল হলে বিকল্প ট্রেনের ব্যবস্থা করা উচিত।'

রেলকর্তারা অবশ্য বিকল্প ট্রেন থাকছে বলে আশ্বাস দিচ্ছেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিসিএম অঙ্কিত গুপ্তা বলছেন, 'রেলের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য কিছু ট্রেন বাতিল হয়েছে। তবে স্পেশাল ট্রেন রয়েছে। এছাড়া বিকল্প রুটেও ট্রেন চালানো হচ্ছে।'

ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকেই শুরু হয়ে যায় উত্তরের পর্যটনের ভরা মরশুম। বড়দিন, নববর্ষে টানা 'বড়' ছুটি থাকায় অনেকেই সেই সময়টায় বেড়াতে আসেন উত্তরবঙ্গে। বিশেষ করে সরকারি স্কুলে পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ায় এই সময়টায় বিশেষ চাহিদা থাকে হোটেল-রিসর্টগুলিতে। ট্রেন-বিমানের টিকিটের আকাল শুরু হয়ে যায়। এবারও ঠিক তাই হয়েছিল। কিন্তু ট্রেন বাতিলের খবরে অনেকেই হোটেল-রিসর্টের বুকিং বাতিল করতে শুরু করেছেন।

কলকাতার ১৬ জনের একটি দল ১৫ ডিসেম্বর থেকে তিনদিনের জন্য মাদারিহাট ও লাটাগুড়িতে বেড়াতে আসবে বলে ঠিক ছিল। সেইমতো টিকিটও করা ছিল কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে। বুক করা ছিল রিসর্টও। কিন্তু ট্রেনটিই বাতিল হয়ে যাওয়ায় তারা পুরো সফর বাতিল করেছে। পর্যটকদলটির তরফে সতীশ শর্মা বলছেন, 'ট্রেন বাতিল হওয়ায় বিকল্প কোনও বুদ্ধি পাইনি। তাই ঘোরার পরিকল্পনাই বাতিল করতে হল।'

অশনিসংকেত

- ১০ থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাতিল কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস
- পদাতিক ও উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস কয়েকদিন বাতিল নয়তো ঘুরপথে চলবে
- গরুমারা, লাটাগুড়ি, জলদাপাড়া, চিলাপাতা ও বক্সায় পর্যটকদের আসা নিয়ে চিন্তা
- আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে কলকাতা যাতায়াতে সমস্যা
- কোচবিহারেও প্রভাব পড়বে

কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে চেপে লাটাগুড়িতে ঘুরতে আসার কথা ছিল হাওড়ার ৬০ জনের একটি দলের। ট্রেন বাতিল হওয়ায় শেষমেশ তাঁরা আস্ত বাস ভাড়া করে বেড়াতে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। দলটির তরফে বেসরকারি সংস্থার কর্মী অয়ন কর্মকারের কথায়, 'ট্রেন, রিসর্ট সবকিছুর বুকিং হয়ে গিয়েছিল। তীরে এসে কি আর তরী ডোবানো যায়! তাই বাসে করেই আসব ঠিক করেছি। পকেটে টান পড়ছে ঠিকই, কিন্তু আনন্দ মাটি করতে চাই না।'

অয়নদের মতো সামর্থ্য বা সুযোগ সবার আসে না। তাই বাধ্য হয়েই তাঁরা বেছে নিচ্ছেন বুকিং বাতিলের পথ। পর্যটন ব্যবসায়ীরা যা হিসেব দিচ্ছেন, তাতে বড়দিনে খাঁখাঁ করতে পারে ডুয়ার্সের প্রায় সবক'টি রিসর্টই। ক্ষতির অঙ্কটা কত হতে পারে? জবাব অবশ্য দিতে পারছেন না কেউই। প্রত্যেকেই বলছেন, বুকিং বাতিল হতে হতে কোথায় গিয়ে ঠেকে, আগে সেটা দেখা জরুরি। নইলে হিসেব কষা কঠিন।

ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরাম-এর যুগ্ম সম্পাদক বিপ্লব দে'র কথায়, 'রেলের এই সিদ্ধান্তের জেরে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে আমাদের। ইতিমধ্যেই বহু পর্যটক বুকিং বাতিল করেছেন। এই সংখ্যাটা কোথায় দাঁড়ায়, সেটাই দেখার।'

বড়সড়ো আর্থিক ক্ষতি থেকে বাঁচতে বৃহস্পতিবার রেলের দ্বারস্থ হয়েছে লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের তরফে এদিন লাটাগুড়ির স্টেশন মাস্টারের মাধ্যমে আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম-কে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

আলোয় কালো কারবার রাসমেলায়

আলোর মালায় ঝলমল করছে নাগরদোলা। বুধবার কোচবিহারে রাসমেলায়।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

কোচবিহার, ৬ ডিসেম্বর : কোচবিহার রাসমেলায় আলো জ্বালাতেও দুর্নীতির আভাস। ব্যবসায়ীদের দোকানে দোকানে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ে বড়সড়ো কেলেঙ্কারি। লক্ষ-লক্ষ টাকা কারচুপির অভিযোগ। আইন ভেঙে টাকার অঙ্ক সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের কলাম ফাঁকা রেখেই একটি বেসরকারি সংস্থাকে অস্থায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে দিয়েছেন পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। ওয়ার্ক অর্ডারের ফাঁকা ফর্মে চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর করা নিয়ে হইচই পড়েছে প্রশাসনিক মহলে। অভিযোগ, সেই সুযোগে এলইডি বালব, টিউবলাইট, হ্যালোজেন সহ বিভিন্ন ধরনের আলো এবং বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য পুরসভায় জমা দেওয়া কোটেশনে উল্লিখিত অর্থের চাইতে নিয়ম ভেঙে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অনেক বেশি অর্থ আদায় করছে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা। ফাঁকা ওয়ার্ক অর্ডারে স্বাক্ষর করে দুর্নীতির ছাড়পত্র দিয়েছেন চেয়ারম্যান, অভিযোগ বিরোধীদের।

পুরসভার তথ্য বলছে, রাসমেলায় ছোট-বড় মিলিয়ে হাজার তিনেক দোকান আছে। এছাড়াও নাগরদোলা, সার্কাসের তাঁবু সহ বেশ কিছু প্রশাসনিক স্টলও আছে। সেইসব দোকানে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য কোটেশনের মাধ্যমে কোচবিহার শহর লাগোয়া খাগড়াবাড়ির একটি সংস্থাকে বরাত দিয়েছে পুরসভা। সেই কোটেশনে মোট এগারো ধরনের আলোর জন্য বিদ্যুৎ খরচের রকমফের অনুসারে কত টাকা দিতে হবে সেটা উল্লেখ করা আছে। কোটেশন মেনেই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিদ্যুৎ পরিষেবার জন্য অর্থ আদায় করার কথা সংশ্লিষ্ট সংস্থার। বাস্তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত অর্থ আদায় হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন ব্যবসায়ীরা।

কোটেশন অনুসারে চোক, স্টার্টার, বিদ্যুৎ মাশুল সহ একটি টিউবলাইটের ভাড়া (১৫ দিনের) ১৮৫ টাকা। যদি ব্যবসায়ী নিজে চোক, স্টার্টার, টিউবলাইট দেন সেক্ষেত্রে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা শুধুমাত্র বিদ্যুৎ মাশুলের জন্য আদায় করতে পারবে ১৩০ টাকা। মেলার এক কোণে চারাগাছ বিক্রি করছেন ব্যবসায়ী জামিরুজ্জামান। তিনি দুটি টিউবলাইট লাগিয়েছেন। সব ব্যবস্থাই বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা করেছে। সেক্ষেত্রে হিসেব অনুসারে জামিরুজ্জামানের দেওয়ার কথা ৩৭০ টাকা। অথচ তাঁর কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে ৭৪০ টাকা। অর্থাৎ কোটেশনের দ্বিগুণ অর্থ নিয়েছে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা। জামিরুজ্জামানের কথা, 'সামান্য ফুলের গাছ বিক্রি করে দু'পয়সা উপার্জন করি। এবার সেটাও বন্ধ হবে। হঠাৎ বিদ্যুতের টাকা বেশি কেন জিজ্ঞাসা করায় ওরা (যাঁরা টাকা তুলতে এসেছিলেন) বলল আলো জ্বালালে ৭৪০ টাকাই দিতে হবে।' কাপড়ের ব্যবসায়ী নিতাই সূত্রধরের বক্তব্য, 'চার বছর হল ব্যবসা করছি। বিদ্যুতের জন্য এবারই সবথেকে বেশি টাকা দিতে হচ্ছে। ৫০ ওয়াটের এক একটি এলইডি বালবের জন্য ৯০০ টাকা করে নেওয়া হয়েছে। আমি হতভম্ভ হয়ে গিয়েছি।'

রাসমেলায় বিভিন্ন ধরনের লক্ষাধিক আলো জ্বলে। কার্যত দ্বিগুণ টাকা আদায় হলে কেলেঙ্কারির অর্থ কোটি টাকা ছুঁতে পারে বলেই ধারণা ব্যবসায়ীদের। কেন বাড়তি অর্থ আদায় করা হচ্ছে? বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার মালিক প্রতীক দত্ত বলেন, 'আসলে ১৫ দিনের জন্য কোটেশন হলেও মেলা হবে ২০ দিন। তাই আমরা ২০ দিনের হিসেবেই টাকা নিচ্ছি।

এরপর দশের পাতায়

তাহাদের কথা

চিমটি দিলে চোখ খোলে মমতার প্রশাসনের

অনুপ দত্ত

কিছুদিন আগে রাজ্যের এক মন্ত্রী গনতকারের ভূমিকা নিয়েছিলেন। হাসপাতালে যাওয়ার পথে এক মহিলার মৃত্যু হলে ওই গনতকার থুড়ি মন্ত্রী হাসি হাসি মুখে বলেছিলেন, রাস্তা খারাপের জন্য ওই মহিলার মৃত্যু হয়নি। মৃত্যু হয়েছিল, মৃত্যু তাঁর ভাগ্যে লেখা ছিল বলে। মন্ত্রী এও বলেছিলেন যে, 'রাস্তা খারাপ থাকলে আমাদের বললেই ঠিক করে দেব। এ নিয়ে অহেতুক জলঘোলা করা হচ্ছে কেন?' সত্যি তো, আমরা সবাই এমনকি মৃতের পরিবার মিছিমিছি প্রশাসন, স্থানীয় পঞ্চায়েতকে দোষারোপ করছিলাম।

মন্ত্রীর কথা অনুযায়ী আমরা নিজেদের ভাগ্যের দিকে তাকাইনি! বরং চলাচলের অযোগ্য রাস্তায় বেরোনোটা যেন আপনার দায়িত্ব। পথবাতি না থাকলে ঘুটঘুটে অন্ধকারে কোনও গাড়ি এসে আপনাকে পিষে দিলে পুলিশ, প্রশাসন, পঞ্চায়েত, পুরসভা, কর্পোরেশন বা সরকার কেন দায়ী হবে? দায়ী তো আপনার ভাগ্য? কারণ ভাগ্যে আপনার মৃত্যু লেখা আছে! সে কারণে আপনি কোনও অভিযোগ করতে পারবেন না!

ঘটনাটি কয়েকদিন আগের। বেহাল রাস্তাটি মালদার বামনগোলায় গোবিন্দপুর-মহেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মালডাঙ্গা থেকে আইগনতারা পর্যন্ত। স্থানীয় ২৪ বছরের এক গৃহবধূ জ্বরে আক্রান্ত হলে তাঁকে হাসপাতালে নিতে অ্যাম্বুল্যান্স পাওয়া যায়নি, রাস্তা খারাপের কারণ দেখিয়ে কোনও চালক যেতে চাননি বলে। শেষমেশ পরিবারের লোকজন খাটিয়ায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে রোগীর মৃত্যু হয়। বাসিন্দারা এর আগে ওই রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে চারবার পথ অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু কারও কানে সেই আওয়াজ পৌঁছায়নি।

গৃহবধূর মৃত্যুর ঘটনাটির ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই শোরগোল পড়লেও প্রশাসনের কোনও হেলদোল হয়নি। এরপর দশের পাতায়

পলাশবাড়ির এই পাম্পহাউস থেকে জল সরবরাহ বন্ধ রয়েছে।

পাইপ ফেটে ৩ দিন নির্জলা ১০ হাজার

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ৬ ডিসেম্বর : একাধিক জায়গায় পাইপ ফেটে গিয়েছে। তাই গত তিনদিন ধরে জল পাচ্ছেন না আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দাবি, এজন্য গোটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় দশ হাজার মানুষ নির্জলা। কবে সমাধান হবে সমস্যার, সেটাও বুঝতে পারছেন না ভুক্তভোগীরা। কারণ, সরকারি আধিকারিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে গেলেও বুধবার পর্যন্ত কোনও কাজ শুরু হয়নি।

সমস্যার কারণ মূলত দ্বিমুখী। কোথাও কোথাও পুরোনো হয়ে যাওয়ায় জলের পাইপ ফেটেছে। আবার নির্মীয়মাণ মহাসড়কের কারণেও কোনও কোনও জায়গায় পাইপলাইনে সমস্যা দেখা দিয়েছে। পিএইচই'র কর্মীরাও পাইপলাইনের পরিস্থিতি দেখে গিয়েছেন। কিন্তু বুধবারও পাইপলাইন মেরামতির কোনও কাজ শুরু হয়নি। যদিও দ্রুত পরিষেবা স্বাভাবিক করার আশ্বাস দিয়েছে পিএইচই। এই পরিস্থিতিতে পাম্পহাউস চালালেই পাইপের ফাটা অংশ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে। জলের অপচয় হচ্ছে। তাই যন্ত্র চালানো বন্ধ রেখেছেন পাম্প অপারেটররা। স্থানীয় এক পাম্প অপারেটরের কথায়, 'জল পরিষেবা বন্ধ হতেই বিষয়টি দপ্তরের উপরমহলে জানানো হয়। অনেক জায়গায় পাইপ ফেটে যাওয়ায় এখন পাম্প চালানো যাচ্ছে না। কেননা পাম্প চালালেই রোজ পানীয় জলের অপচয় হচ্ছে।'

গোটা বিষয়টি শোনার পর পিএইচইর আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ধীরাজ মণ্ডলের আশ্বাস, 'ঠিক আছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকেও বিষয়টি জানিয়ে দিচ্ছি।'

পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুপর্ণা বর্মন অবশ্য বললেন, 'গত মঙ্গলবারই ওই দপ্তরের লোকজন এসে সব দেখে গিয়েছেন। আমি নিজেও ওঁদের সঙ্গে আবার ফোনে কথা বলব।' আর এজন্য তিনদিন ধরে প্রায় দশ হাজার মানুষ জল না পাওয়ায় যে ভীষণ সমস্যা হচ্ছে সেকথা জানিয়েছেন পশ্চিম কাঁঠালবাড়ির পঞ্চায়েত সদস্য জীবন সরকার।

পলাশবাড়িতে দুটি পাম্পহাউসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে নলবাহিত জল পরিষেবা চালু রয়েছে। পলাশবাড়ি বাসস্ট্যান্ড, শিলবাড়িহাট বাজার, মরিচঝাঁপি, কলোনিপাড়া, কদমতলা, শালকুমার মোড়, কানাঘাই, নিউ পলাশবাড়ি, পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি, পুঁটিমারি মোড়, মেজবিল, শিমুলতলা, নিউ রোড সহ নানা বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ সকাল, দুপুর ও বিকেলে এই জল সংগ্রহ করেন। চলতি বছরের শুরুতে, গত জানুয়ারি মাসেও পলাশবাড়িতে জলের মূল পাইপ ফেটে গিয়েছিল। তখনও পাঁচদিন জল বন্ধ ছিল। তারপর নির্মীয়মাণ মহাসড়কের ধার বরাবর নতুন করে মূল পাইপ বসানো হয়। কিন্তু ওই নতুন পাইপের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য এলাকার পুরোনো পাইপ তখন আর বদলানো হয়নি। এখন সেই পুরোনো পাইপের নানা জায়গায় ফাটল ধরেছে। আবার পাম্পহাউসের পাশে এক জায়গায় নতুন পাইপের জোড়াতেও ফাটল ধরেছে।

ক্ষোভ বাড়ছে

- পাইপলাইনের একাধিক জায়গায় ফাটল
- সেই ফাটা অংশ দিয়ে বেরিয়ে আসছে জল
- কোথাও পাইপ পুরোনো বলে ফেটেছে
- কোথাও আবার মহাসড়কের কাজের জন্যও ফেটেছে

এরপর দশের পাতায়

চাইনিজ লাইনে দ্বিতীয় টার্মিনাল

জয়গাঁ, ৬ ডিসেম্বর : চাপ কমাতে 'পারাপারের' জায়গা ভাগ করে দিচ্ছে ভুটান। এমনিতেই তো এখন দ্বিতীয় ভুটানগেট দিয়ে কেবল পণ্যবাহী গাড়ি যাতায়াত করে। আর লিঙ্ক রোডের ভুটানগেট দিয়ে যাতায়াত করেন পর্যটকদের পাশাপাশি নিত্যযাত্রীরাও। এতদিন যাবৎ সেটাই ছিল একমাত্র পেডেস্ট্রিয়ান টার্মিনাল। এবার সেটাও আলাদা করে দিচ্ছে সেদেশের প্রশাসন। নিত্যযাত্রীদের যাতায়াত করার জন্য হচ্ছে আলাদা ব্যবস্থা। সেই আলাদা পেডেস্ট্রিয়ান টার্মিনাল হচ্ছে চাইনিজ লাইনের বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রবেশপথে। সূত্রের খবর, এবছরের শেষের দিকেই সেই দ্বিতীয় টার্মিনালটি খুলে দেওয়া হবে।

জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদের আধিকারিক ভূষণ শেরপা বলেছেন, 'চাইনিজ লাইনে দ্বিতীয় পেডেস্ট্রিয়ান টার্মিনাল খোলার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। এখানে এসএসবি'র শিবির তৈরি হচ্ছে। যাঁরা ভুটানে কাজ করেন, তাঁরাই এই টার্মিনাল দিয়ে যাতায়াত করতে পারবেন। ভুটানের নাগরিকরা এটি ব্যবহার করতে পারবেন না। আর বাকি কেউ যেতেও পারবেন না।'

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই পেডেস্ট্রিয়ান টার্মিনালটি শুধুমাত্র কর্মী ও দিনমজুরদের ব্যবহারের জন্য খোলা থাকবে। পর্যটকরাও ব্যবহার করতে পারবেন না। ৮টি স্ক্যানার বসানো থাকবে এই টার্মিনালে। কর্মী থাকবেন ৮ জন। কিন্তু কারা যেতে পারবেন না, কারা পারবেন, সেটা কীভাবে বোঝা সম্ভব হবে? এব্যাপারে বিশদে জানা না গেলেও সূত্রের খবর, ভুটান প্রশাসনের তরফ থেকে কর্মী ও শ্রমিকদের এজন্য পরিচয়পত্র দেওয়া হবে।

যাঁরা প্রতিদিন ভুটানে কাজ করতে যান, খুশি তাঁরাও। এমনই একজন নুরি খাতুন বললেন, 'পেডেস্ট্রিয়ান টার্মিনালে আমাদের নাম, ঠিকানা নথিভুক্ত করা আছে। যার জন্য কাজে যাওয়ার সময় সমস্যা হয় না। কিন্তু ফেরার সময় ওখানে আমাদের মতো প্রায় সাড়ে ৩ হাজার নিত্যযাত্রীর ভিড় জমে যায়। এবার সেই সমস্যা মিটবে।'

চাইনিজ লাইনের ওই গেট দিয়ে এপার-ওপার কিন্তু আজকের ব্যাপার নয়। দীর্ঘদিন থেকেই সেই সরু গলির দরজা দিয়ে ভুটানে যাতায়াত করে এসেছেন নিত্যযাত্রীরা। এপারের যাঁরা ভুটানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মী বা দিনমজুরের কাজ করেন, তাঁরা তো ওই চাইনিজ লাইন দিয়েই সেদেশে ঢুকতেন। কিন্তু সেই গেট বন্ধ হয়ে যায় করোনার সময় থেকে। প্রথমে তো ভুটানে প্রবেশের সব দরজাই বন্ধ ছিল। তারপর গতবছর বৌবাজারের গেটটি খুলে দেওয়া হয়। কিন্তু চাইনিজ লাইনের গেটটি আর খোলেনি। তাতে স্থানীয়দের বিস্তর সমস্যাতেও পড়তে হয়েছে। তাই সেই গেট আবার খুলবে শুনে আশায় বুক বাঁধছেন স্থানীয়রা।

জয়গাঁর প্রথম ভুটানগেটের পাশে থাকা পেডেস্ট্রিয়ান টার্মিনাল দিয়ে হেঁটে ভুটানের ফুন্টশোলিং শহরে যেতে হয়। এতদিন পর্যটকদের পাশাপাশি ভুটানে কাজ করতে যাওয়া কর্মী ও দিনমজুররাও এই টার্মিনাল দিয়ে চলাচল করায় সমস্যা হত। বিশেষ করে বিকেলবেলায় যখন তাঁরা ফিরতেন, তখন সেই টার্মিনালে ভিড় জমে যেত। নতুন টার্মিনাল হলে সেই সমস্যা মিটবে।

এতদিন ধরে চাইনিজ লাইনের সেই গেটটি বন্ধ থাকার ফলে সংলগ্ন এলাকাও খাঁখাঁ করছে। বর্তমানে সেখানে গেলে দেখা যাবে, সব দোকান বন্ধ। হাতেগোনা দু'একটি বাড়িতে শুধু মানুষজন আছে। স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামবাহাদুর রাই বললেন, 'ভুটানের তরফে পরিকাঠামো গড়ার কাজ চলছে। যত তাড়াতাড়ি এসব চালু হয় তত ভালো। তাহলে আবার আমাদের এই এলাকা জমজমাট হয়ে উঠবে। দোকানপাট খুলবে।'

নয়া নিয়ম

- এই পেডেস্ট্রিয়ান টার্মিনালটি কর্মী ও দিনমজুরদের জন্য
- পর্যটকরা তা ব্যবহার করতে পারবেন না
- সেখানে ৮টি স্ক্যানার বসানো থাকবে
- এই টার্মিনালে কর্মী থাকবেন ৮ জন

দেখা হল, কথা হল না। বুধবার নয়াদিল্লির সংসদ ভবনে বিআর আম্বেদকরের মৃত্যুবার্ষিকীতে মুখোমুখি মোদি-সোনিয়া।

মমতার কনভয় পৌঁছোতেই বদলে গেল থিম সং

রণজিৎ ঘোষ

কার্সিয়াং, ৬ ডিসেম্বর : মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে সকাল থেকেই সেজে উঠেছে কার্সিয়াং। মাইকে বাজছিল, অনীত থাপার পার্টি ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) থিম সং- জীবন সংঘর্ষ হো ইয়ো, তিমি সদা লরি র‍্যাহেছো, অন্ধকার থিও পাহাড়... জ্যোতিপানি জ্বালি রাহিয়েছো... মেরো...হামরো...সবাইকো...অনীত থাপা। নিজে মোটরস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে গানের তালে তাল মেলাচ্ছিলেন খোদ অনীত থাপা। চারিদিকে শয়ে-শয়ে দলীয় নেতা-কর্মী হাতে ঝান্ডা নিয়ে ভিড় করেছেন। বিকেল ৪টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় কার্সিয়াংয়ের মাটি ছুঁতেই বদলে গেল থিম সং। মাইকে বাংলায় একইসুরে গান ভেসে এল- তোমার... আমাদের সবার... দিদি... মমতা দিদি। জীবন একটি সংগ্রাম, তুমি যুদ্ধ করেই যাচ্ছ। অন্ধকার ছিল রাজ্যে... আশার রোশনি হয়ে এসেছ দিদি...।

মমতাকে পাহাড়ে স্বাগত জানাতে এই থিম সং তৈরি করেছে বিজিপিএম। তাঁরই পছন্দে এই গান বাঁধা হয়েছে তা জানিয়ে দিলেন অনীত নিজেই। এমনকি এদিন মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় মোটরস্ট্যান্ডে ঢোকার আগে অনীতই মমতাকে নিয়ে বাংলায় তৈরি গানটি বাজানোর ইশারা করলেন। মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে এদিন কার্সিয়াংয়ের জিরো পয়েন্টে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচুর নেতা-কর্মীকে নিয়ে হাজির ছিলেন দলের পার্বত্য শাখার সভানেত্রী শান্তা ছেত্রীও।

সাতদিনের সফরে বুধবার উত্তরবঙ্গে পৌঁছেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সফর শুরু হচ্ছে কার্সিয়াং থেকে। ভাইপো আবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিয়েতে অংশ নিতেই মুখ্যমন্ত্রী কার্সিয়াংয়ে এসেছেন। বৃহস্পতিবার কার্সিয়াংয়ের টাউন হলে সেই বিয়ের আসর বসবে। কার্সিয়াংয়ের মেয়ে দীক্ষা ছেত্রীকে নেপালি রীতি মেনে সিঁদুর দান অনুষ্ঠান করে বিয়ে সারবেন আবেশ।

শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী মন্টেভিট গ্রাউন্ডে একটি প্রশাসনিক সভাও করবেন। এদিন বিমানে বাগডোগরায় নেমে সড়কপথে কার্সিয়াং রওনা হয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কনভয় যাওয়ার জন্য সকাল ১১টা থেকেই রোহিণী এবং পাঙ্খাবাড়ি রোড পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। যাত্রী ও পণ্যবাহী সমস্ত যানবাহনই ৫৫ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে চলাচল করানো হয়। যার জেরে পর্যটক সহ সাধারণ মানুষ দিনভর ভোগান্তির শিকার হয়েছেন।

এদিন সুকনা, শিমুলবাড়ি, রোহিণী গেট সর্বত্রই বিজিপিএম এবং তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি বহু সাধারণ মানুষও মুখ্যমন্ত্রীকে দেখার জন্য রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। রোহিণী গেটে তৃণমূল নেতা বিন্নি শর্মা মুখ্যমন্ত্রীকে খাদা পরিয়ে দেন। এখান থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় কার্সিয়াং জিরো পয়েন্টে পৌঁছায়। মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে কার্সিয়াং মোটরস্ট্যান্ডের দখল নিয়েছিল বিজিপিএম। আবার জিরো পয়েন্টের দখল ছিল তৃণমূলের হাতে। পুরো এলাকাই দলীয় ঝান্ডায় সাজানো হয়েছিল। দলের পার্বত্য শাখার সভানেত্রী শান্তা ছেত্রী, চেয়ারম্যান এলবি রাইয়ের নেতৃত্বে দলের নেতা-কর্মীরা এখানে জমায়েত হয়েছিলেন। জিরো পয়েন্টে দলের নেতা-কর্মীদের দেখে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় দাঁড়িয়ে যায়। সেখানেও খাদা পরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানান তাঁরা।

এরপর দশের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর পারিবারিক বিয়েতে সেজে উঠছে কার্সিয়াং

বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো আবেশের বিয়ের আসর বসবে কার্সিয়াং টাউন হলে। বুধবার কার্সিয়াংয়ে মমতা।

বিদেশিনীর লেন্সে তাজ। বুধবার আগ্রায়। -পিটিআই

শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে হারিয়ে উজ্জ্বল কার্তিক

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ৬ ডিসেম্বর : প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে লড়াই করে শীতলকুচির সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে উজ্জ্বল করে রেখেছেন গোঁসাইরহাটের তবলা শিক্ষক কার্তিক চক্রবর্তী। নিজের বাড়িতে সংগীত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করেছেন। সরকারি সহযোগিতা ছাড়াই ৩১ বছর ধরে এই সংগীত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। বিগত বাম সরকার ও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবেদন জানিয়েও কোনও সহায়তা পাননি কার্তিক।

গোঁসাইরহাট উচ্চবিদ্যালয়ের পিছনে কার্তিক চক্রবর্তীর পৈতৃক বাড়ি। বাড়িতে মা-বাবা, স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রসন্তান রয়েছে। কার্তিকের জন্ম থেকেই দুটি পা অকেজো। খুব অল্প বয়সে তবলায় হাতেখড়ি হয় শীতলকুচির তবলা শিক্ষক জ্যোতির্ময় গুপ্তর হাতে। কার্তিক সারা ভারত সংগীত ও সংস্কৃতি পরিষদের একজন তবলা বিশারদ। ছেলে সংগীত চক্রবর্তীও তবলা শেখে। তাঁকে উৎসাহ দেন কার্তিকের স্ত্রীও। তাঁর সংগীত বিদ্যালয়ের নাম ডঃ আম্বেদকর মিউজিক কলেজ। এই ৩১ বছরে বহু প্রথিতযশা ছাত্রছাত্রী এই মিউজিক কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ডিগ্রি লাভ করেছেন। উল্লেখযোগ্য ছাত্রছাত্রীর মধ্যে আন্তঃকলেজ মেরিট টেস্টে পাঁচজন স্বর্ণপদক ও তিনজন রৌপ্যপদক লাভ করে। এদের মধ্যে উল্লেখের দাবি রাখেন পিনাকী রায়, তপেন্দ্রনারায়ণ রায় (তবলা), অমিত সাহা (তবলা), পিংকি বর্মন (সংগীত)। কার্তিক জানান, তাঁর গানের স্কুলে শাস্ত্রীয় সংগীতের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, লোকসংগীত, আবৃত্তি, ক্লাসিকাল নৃত্য ও অঙ্কন শেখানো হয়। পাঁচজন শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষাদান করেন। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, প্রতিবন্ধী কল্যাণ দপ্তরে বারবার যোগাযোগ করেও কোনও সহায়তা মেলেনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তর তাঁর আবেদন প্রাপ্তির খবর ডাকযোগে জানিয়েছে। এতে আপ্লুত কার্তিক। নিজের রোজগারের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'স্কুলের শিক্ষকদের সাম্মানিক দিয়ে যা আয় হয় তা যৎসামান্য। ছোট একটি ব্যবসা করি গোঁসাইরহাট বাজারে। এছাড়া পূজার্চনা করে কোনওক্রমে সংসার চলে যায়।' কার্তিক চক্রবর্তীর খেদ, গোটা শীতলকুচি ব্লকে একসময় শুধুমাত্র তাঁর প্রতিষ্ঠানটি সাংস্কৃতিক দিকটি ধরে রেখেছিল। তবুও তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর তাঁকে কোনও সহায়তা করেনি।

গানের সুরে ঘুম ভাঙানিয়া চিত্ত

চন্দ্রনারায়ণ সাহা

রায়গঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর : ভোরের আকাশে তখনও জ্বলজ্বলে শুকতারা। পাখির কলতান সেভাবে তখনও কানে আসে না। চোখে ঘুমের রেশ। পা দুটো টোটোর হাতলে। চোখ কুচকুচে কালো পিচরাস্তায়। কখনও মুখে বাঁশি, কখনও হাতে দোতারা। যখন বাঁশি বেজে ওঠে, লোকগানের মূর্ছনায় পাতলা ঘুম চোখ থেকে সরে যায়। দোতারার ভাটিয়ালি সুরের রেশ বয়ে চলে বাতাসে। এক বা দু'দিন নয়, বছর তিনেক ধরে এভাবেই গ্রামগঞ্জের ঘুম ভাঙানিয়া হয়ে উঠেছেন রায়গঞ্জ

রায়গঞ্জের রাস্তায় খদ্দেরদের কাছে ম্যান্ডোলিন বাজিয়ে গেয়ে চলেছেন চিত্ত।

ব্লকের ইটালের বাসিন্দা চিত্ত সিং।

সুরের পিছনে কি লুকিয়ে রয়েছে কোনও মোচড় দেওয়া কাহিনি! প্রশ্ন করতেই চিত্তবাবু বলে ওঠেন, 'মনে খুব দুঃখ। বাড়িতে সেই মন বসে না। মন ভালো রাখতে কখনও বাঁশি, কখনও বা দোতারা কিংবা সানাই বাজাই। কিন্তু পেট চালাতে তো জমির ফসল বেচতে হবে! তাই বাজারে সবজি বেচতে যাই। সারাবছর জমির শাকসবজি বা যা হয়, বাজারে নিয়ে আসি। তার জন্যই টোটো চালাতে হয়।'

কিন্তু বাদ্যযন্ত্র বাজাতে বাজাতে টোটো চালানোর সময় দুর্ঘটনা তো হতেই পারে। বুক ফুলিয়ে চিত্তবাবু বলে ওঠেন, 'আগে নিজে থেকে বাজনা শোনাতাম। কিন্তু এখন যাঁরা আমার টোটোয় যাত্রী হিসাবে বসেন, তাঁরাই বাঁশি শোনার আবদার করেন। তবে এখনও পর্যন্ত কখনও কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি।'

চিত্তবাবুর সুর ইটাল গ্রামে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। গ্রামবাসীরা জানালেন সেকথা। গ্রামের বাসিন্দা সুবীর সরকার জানান, 'ভোরে ঘুম থেকে উঠতে আগে ঘড়িতে অ্যালার্ম দিতে হত। এখন সেসবের আর বালাই নেই। রোজ ভোরে নিয়ম করে চিত্তকাকু বাঁশি বাজাতে বাজাতে যখন চলে যান, বুঝতে পারি বিছানা ছাড়ার সময় হয়ে গিয়েছে।'

বুধবার চিত্তবাবুর টোটোয় চেপে দেবীনগর থেকে শ্যামপুর যাওয়া গেল। কথায় কথায় বোঝা গেল, তিনি এক মজার মানুষ। কিন্তু প্রাত্যহিক যন্ত্রণায় বাঁশি কিংবা অন্য বাদ্যযন্ত্র আজ তাঁর নিত্যসঙ্গী। তাঁর বক্তব্য, 'মন খারাপ লাগে বলেই বাঁশি বাজাই। এতে মনের কষ্ট ভুলে থাকা যায়। বাঁশির সুর যে গ্রামের মানুষের এত কাজে লাগতে পারে, তা জানা ছিল না। তাই এখন সবজি বেচাকেনা না থাকলেও টোটো 'পায়ে' সুর শোনাতে বেরিয়ে পড়ি।'

আহাম্মদের বীজবপন যন্ত্র তৈরি নিয়ে হইচই

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর : পাট বপনের সহজ যন্ত্র তৈরি করে তাক লাগালেন কোচবিহারের কৃষক আহাম্মদ হোসেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি প্রযুক্তি বিভাগের বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে কোচবিহার-১ ব্লকের ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাট এলাজান গ্রামে এসে খতিয়ে দেখেছেন এই সহজ পাট বপন যন্ত্র। ন্যাশনাল ইনোভেশন ফাউন্ডেশনের (নিফ) বিজ্ঞানীরা যন্ত্রটি সব দিক খতিয়ে দেখে স্বীকৃতি দিলেই আগামী দিনে পেটেন্ট পেয়ে এই কৃষি সহায়ক যন্ত্র বাজারে আসবে। ইতিমধ্যে দিল্লির নিফের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের কৃষি ও প্রযুক্তি বিভাগের বিজ্ঞানীরা এই নয়া যন্ত্রের মাধ্যমে পাট বীজ বপনের সুবিধা খতিয়ে দেখেছেন।

কোচবিহার জেলার অন্যতম একটি অর্থকরী ফসল পাট। কিন্তু এই পাট বীজ বপন, পরিচর্যা কিংবা পাট পচিয়ে আঁশ ছাড়ানোয় অনেক কৃষিশ্রমিকের প্রয়োজন। ফলে কৃষিশ্রমিকের অভাবে নানা সমস্যায় পড়তে হয় পাটচাষিদের। ছোট থেকে এই সমস্যা দেখেই পাট বীজ বপনের নয়া যন্ত্র তৈরির ভাবনা মাথায় আসে ছাট এলাজান গ্রামের কৃষক আহাম্মদ হোসেনের। আহাম্মদ বলেন, 'চাষিরা জমি তৈরির পর পাট বীজ জমিতে ছিটিয়ে দেন। এর ফলে সর্বত্র সমান পাট বীজ পড়ে না। ছোট চারা ও আগাছা পরিষ্কার করতে বাড়তি অর্থ ব্যয় করতে হয়। আমার তৈরি যন্ত্রে দুই সারি বীজ নির্দিষ্ট ব্যবধানে কম সময়ে বপন করা যায়। ফলে আগাছা পরিষ্কার করতে ঘাস কাটার যন্ত্র পরবর্তী সময়ে সেই জমির ভিতর চালিয়ে অল্প খরচে পাট চাষ করা সম্ভব।' তিন মাস আগে দিল্লি থেকে এক কৃষিবিজ্ঞানী এসে এই যন্ত্র দেখে যান। মঙ্গলবার ফের নিফ, কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা জমিতে নামিয়ে এই যন্ত্রের কার্যক্ষমতা দেখে যান।

পাটের বীজ বপনের যে যন্ত্রটি এর আগে বাজারে এসেছে তার দাম বেশি। কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ডঃ বিকাশ রায় বলেন, 'একটি কৃষি সহায়ক যন্ত্রকে সরকারি স্বীকৃতি দিতে গেলে বেশ কিছু বিষয়ের ওপর মূল্যায়নের প্রয়োজন। এই কৃষি উপকরণ যন্ত্রটি কতটা বিজ্ঞানসম্মত। ব্যবহারে কৃষকদের কতটা সুবিধা হবে বা স্বাস্থ্য সহায়ক হবে সবদিক খতিয়ে দেখার পরই এই যন্ত্রটিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে থাকে। তার জন্যই নিফ, উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের কৃষি ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানীরা সেই যন্ত্রটিকে জমিতে চালিয়ে পরখ করলেন।'

এই পাট বপন যন্ত্রটির ওজন ১৫ কেজি। যা বাজারজাত হলে তিন হাজার টাকাতেই কৃষকরা কিনতে পারবেন। এই যন্ত্রে প্রতি বিঘায় লাগে ১ কেজি পাট বীজ। নিফের সিনিয়ার প্রোজেক্ট অ্যাসোসিয়েট ডঃ কার্তিক প্যাটেল বলেন, 'আহাম্মদ হোসেন একজন কৃষক হিসাবে নিজস্ব প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি থেকেই পাটের বীজ বপনের যন্ত্রটি বিজ্ঞানসম্মতভাবে বানিয়েছেন। সমস্ত স্তরের কৃষকদের উপযোগী করতে সামান্য কিছু পরিবর্তনের কথাও বলা হয়েছে। সব ঠিকঠাক থাকলে যন্ত্রটির চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হবে।'

জানা গিয়েছে, আহাম্মদ হোসেন কৃষিকাজের পাশাপাশি কৃষি যন্ত্রপাতি সারাইয়ের কাজ করেন। আর সেই যন্ত্র নাড়াচাড়া করতে গিয়েই নয়া যন্ত্রের ধারণা তাঁর মাথায় আসে। আর সেই কৃষি সহায়ক যন্ত্র দেখতে এখন অনেক কৃষকই ভিড় করছেন আহাম্মদের বাড়িতে।

নিজের তৈরি যন্ত্রের সঙ্গে আহাম্মদ হোসেন। বুধবার নিশিগঞ্জে।

দু'হাতে লিখে বিশ্ব রেকর্ড

ম্যাঙ্গালোর, ৬ ডিসেম্বর ঃ একসঙ্গে দু'হাত দিয়ে লিখতে পারে ১৭ বছরের এক কিশোরী । আর এই বিস্ময়কর দক্ষতার দৌলতেই বিশ্বরেকর্ড গড়েছে সে। সোশ্যাল মিডিয়ার সূত্রে সম্প্রতি সামনে এসেছে এমনই এক ভিডিও। যেখানে দেখা যাচ্ছে, বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে এক কিশোরী। তার দু'হাতে চক। আর দু'হাত একইসঙ্গে বাঁদিক থেকে ডানদিকে চলছে ঝড়ের গতিতে। বোর্ডে ফুটে উঠছে একের পর এক শব্দ। একটিই বাক্য লিখছে ওই কিশোরী, তবে দু'হাতের সাহায্যে দ্রুত সেই বাক্য শেষ করে ফেলছে সে।

ওই কিশোরীর নাম আদি স্বরূপা। কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোরের বাসিন্দা এই বিস্ময় কিশোরী। ছোটবেলা থেকেই তার মধ্যে এই আশ্চর্য দক্ষতা দেখা গিয়েছিল। ইংরেজি এবং কন্নড় দুই ভাষাতেই এক মিনিটে ৪৫টি শব্দ লিখতে পারে সে। পাশাপাশি তার দু'হাতই চলে একই দিকে। অর্থাৎ, এই দুটি ভাষাতেই যেভাবে বাঁদিক থেকে ডানদিকে লেখা এগোয়, দু'হাতেই সেই নিয়মে লেখে ওই কিশোরী। তবে উলটোটা, অর্থাৎ ডানদিক থেকে বাঁদিকেও সে লিখতে পারে সমানভাবে। কেবলমাত্র এই দু'ভাবেই নয়, মোট ১১ রকমভাবে লিখতে পারে ওই কিশোরী। যার মধ্যে রয়েছে চোখ বেঁধে লেখাও।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬২৮৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৩১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬০০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৭৪৯০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৭৫০০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, বধূ জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন

৯০৬৪৮৪৯০৯৬

এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

NOTIFICATION

Executive Officer, Ratua-II PS, Malda invites tender vide NIT No. **04(e) of 2023-24 / Ratua-II PS dt 05.12.2023**

For details visit - **www.malda.gov.in**

Sd/-
Executive Officer,
Pukhuria, Malda.

Memo No : 1113(3)/DICO/MLD. dt 06/12/2023

ANNOUNCEMENT FOR HAJ 145(H)-2024 (C.E.)

The process of filling of applications for Haj-2024 through Haj Committee of India shall commence online **from 04.12.2023 and will closed on 20.12.2023**

Haj Application forms can be filled and submitted online at website of Haj Committee of India http://hajcommittee.gov.in or through the android mobile App **"Haj Suvidha"**

Applicants are advised to read the Guidelines / Undertaking care fully before filling Haj Application Forms. Machine readable valid Indian International Passport issued before the closing date of application and valid upto **31.01.2025** is must.

Sd/-
District Officer Minority Affairs, Malda

Memo No-1114(2)/DICO/MLD, dt- 06.12.2023

পূর্ব রেলওয়ে

প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্র (পিএমবিজেকে)-এর জন্য ই-অকশন

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ), মালদা টাউন (এমএলডিটি) রেল স্টেশনে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্র (পিএমবিজেকে) স্থাপনের কাজে চুক্তির জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র অনলাইনে টেন্ডারদাতাদের বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডার নম্বরের প্রেক্ষিতে হার্ড কপিতে টেন্ডার নথিপত্র বিক্রি করা হবে না। **ক্যাটালগ নং : এএ/১। লট নং/ক্যাটিগরি :** পিএমবিজেকে-এমএলডিটি-এমএলডিটি-পিএমবিজেকে-৩-২৩-১ (পিএমবিজেকে–প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্র)। **বিবরণ :** মেইন এক্সিট এবং এন্ট্রান্স গেটের কাছে (পুরনো বুকিং অফিস)। **বায়নামূল্য (%) :** ৫০,০০০ টাকা। **ই-অকশনের তারিখ ও সময় :** ২১.১২.২০২৩, বেলা ১২.৪৫ মিনিট। **ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in**, সিনিয়র ডিসিএম/মালদা/পূর্ব রেলওয়ে।

(MLD-98/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Calcutta National Medical College
32, Gorachand Road, Kolkata - 14
CORRIGENDUM NOTICE

Principal, CNMC uploaded corrigendum notice against e-tenders vide tender No. CNMC/Store/2232/P dated 23.11.2023 for the Medical Journals. For details visit, https://wbtenders.gov.in or https://www.wbhealth.gov.in

Sd/- Principal, CNMC ICA-T24710(2)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

NIT No - HFWD/CMOH-MLD/NIT-01/23-24(4th Call) dated - 01.12.2023 e-Tender are invited for free spectacles distribution under SES (School Children) & Presbyopia(Adult) under NPCB & VI programme in Malda District. Last date of Submission 21.12.2023. For details log on www.wbhealth.gov.in/ www.malda.gov.in & CMOH office. Sd/- CMOH & Secretary, DH & FWS, Malda ICA-T24704(1)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
North Bengal Development Department
NOTICE INVITING e-TENDER

E.E., NBDD, invites online e-Tender for Repair and renovation of Office building and Guest House and other allied work and Renovation of Toilet Complex of Branch Secretariat of TET and SD Department at Siliguri in the financial year 2023-24. Vide e-NIT No.- 82 of 2023-24 of E.E., NBDD. Details will be seen from the Office Notice Board, NBDD, Uttarkanya, Fulbari, Jalpaiguri, Pin-734015 on any working days and in the website:- www.wbtenders.gov.in & www.wbnorthbengaldev.gov.in Sd/- Executive Engineer, North Bengal Development Department ICA-T24738(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD 1st CORRIGENDUM NOTICE
SE, NBHC P.W. (Roads) Dte.

It is for general information to the intending tenderer of e-NIT No. 54 of 2023-24 that the closing date for dropping of tender has been extended upto 12.12.2023 & Technical bid opening will be on 14.12.2023. Tender Id:- 2023_SH_599849_1. Details of same may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/-S.E., NBHC, PWRD, GOVT. OF W.B. ICA-T24763(1)/2023

VACANCY

A well organised English Medium School Required Eligible Persons for the following posts:

(i) **PRINCIPAL:** 1 POST Qualification : MA B.ED (Preferably in English with at least 2 years' teaching experience), (ii) **ASST. TEACHER : 2** POSTS, Qualification: MA/BA (Preferably B Ed/ D L Ed), (iii) **CARE TAKER:** 2 POSTS, (iv) **SECURITY GUARD:** 2 POSTS

HIGH GATE PUBLIC SCHOOL
Pachagarh, Ward No.10
Mathabhanga, Coochbehar
(M)9433859579 / 6295017281
E.Mail: highgatepublic school2024@gmail.com

OFFICE OF THE TUFANGANJ-II PANCHAYAT SAMITY BOXIRHAT :: COOCHBEHAR
NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tender are invited vide office NIT No. 15/EO/TFG-II/2023-24/ COB/WB memo no. 3588/Dev-VII/2023-2024 Dated. 04/12/2023. Last Date of Bid Submission is 05/12/23 to 19/12/23 accordingly intending tenderers may contact this office for details.

Sd/-
Executive Officer
Tufanganj-II Panchayat Samity

WALK-IN-INTERVIEW

A Walk-in interview for selection of Young Professional-I (one) for administrative work purely on contractual basis, will be held on 20th December, 2023 at 09.00 A.M. at ICAR-CPCRI, Research Centre Mohitnagar, Jalpaiguri, West Bengal. For further details with regard to eligibility and other conditions please Visit our Website http://www.cpcri.gov.ins.

Sd/-
Scientist-in-charge

E-NIT Notice

The Chairman, Mal Municipality invited e-tender as per given NIT within Mal Municipal area.
i) MM/C/PWD/07/2023-24 (2nd Call) Tender ID: 2023_MAD_615428_1
i) Last date of bidding (On line) dated: 20/12/2023 at 11.00 A.M.
ii) Date of opening (On line) dated: 22/12/2023 at 11.00 A.M.
Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/- Swapan Saha
Chairman
Mal Municipality

কাটিহার ডিভিশনে ওএইচই রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল_টিআরডি_৫৯_২০২৩-২৪/কে, তারিখঃ ০১-১২-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ টেন্ডার নং.ঃ ইএল_টিআরডি_৫৯_২০২৩-২৪, কাজের নামঃ কাটিহার ডিভিশনে দুই (২) বছর সময়ের জন্য ডিইই/টিআরডি/কাটিহার (ওএইচই ডিপো কাটিহার, সামসি, আরারিয়া, রাইগঞ্জ ও পূর্ণিয়াসপুর) অধিক্ষেত্রের অধীনে ওএইচই (নন-কোর অ্যাক্টিভিটি) রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৮৫,৩৯,৪২৮.৪০ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৯২,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৬-১২-২০২৩ তারিখের ১৭.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২৬-১২-২০২৩ তারিখের ১৭.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৬-১২-২০২৩ তারিখের ১৭.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড ডিএস/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার ডিভিশনে ওএইচই রক্ষণাবেক্ষণের কাজগুলি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল_টিআরডি_৬০_২০২৩-২৪/কে/; তারিখ ঃ ০১-১২-২০২৩; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং. ঃ ইএল_টিআরডি_৬০_২০২৩-২৪/কে/; কাজের নাম ঃ কাটিহার ডিভিশনে- দুই (০২) বছরের জন্য এডিইই/টিআর/নিউ জলপাইগুড়ি -এর এক্তিয়ারে (ওএইচই ডিপো নিউ জলপাইগুড়ি, আলুয়াবাড়ি রোড এবং বাগডোগরা) ওএইচই (নন-কোর অ্যাক্টিভিটি) রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৭৯,৫৫,৬৬২.৪৪ টাকা; বায়না মূল্য ঃ ২,৩৯,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৭:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ২৬-১২-২০২৩ তারিখে ১৭:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ২৬-১২-২০২৩ তারিখে ১৭:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিশনে নন ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

সংশোধনী এবং সংযোজনী

ছাতরা ও মুরারই-এর মধ্যে ৩য় লাইন চালু করার জন্য সাহেবগঞ্জ-রামপুরহাট শাখায় ছাতরা-মুরারই স্টেশনে ১০.১২.২০২৩ (রবিবার) থেকে ২১.১২.২০২৩ (বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত ১২ দিনের প্রি নন ইন্টারলকিং এবং নন ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পূর্বে প্রকাশিত উপরের শিরোনামযুক্ত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সংশোধনী করা হয়েছে- ১২.১২.২০২৩, ১৪.১২.২০২৩, ১৬.১২.২০২৩, ১৯.১২.২০২৩ এবং ২১.১২.২০২৩ তারিখের পরিবর্তে ২২৫০৪ ডিব্রুগড় - কন্যাকুমারী বিবেক এক্সপ্রেস (মালদা টাউনে ১০, ১১, ১৩, ১৫, ১৭, ১৮ এবং ২০.১২.২০২৩ তারিখে পৌঃ সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে) জঙ্গীপুর রোড, আজিমগঞ্জ, কাটোয়া, ব্যান্ডেল, হাওড়া, আম্বুলে স্টপেজসহ জঙ্গীপুর রোড - আজিমগঞ্জ - কাটোয়া - ব্যান্ডেল - হাওড়া - আম্বুল হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। অন্যান্য ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ডায়াগনস্টিক সেন্টারের তালিকাভুক্তির জন্যে আগ্রহের অভিব্যক্তি (ইওআই) আমন্ত্রণ

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তরফ থেকে মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষক রঙ্গিয়া মণ্ডল উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ে সম্পদ সম্পন্ন ল্যাবরেটরি/ডায়াগনস্টিক সেন্টারসমূহ থেকে সিজিএইচএস দরের অন্তর্ভুক্ত সিজিএইচএস (এনএবিএল) গুয়াহাটি দর/এআইআইএমএস দরের ইন হাউসে উপলব্ধ না থাকা ল্যাবরেটরি পরীক্ষণের তালিকাভুক্তির হেতু আগ্রহের অভিব্যক্তি আমন্ত্রণ করছে। সেবা যোগানদাতাগণ সিজিএইচএস/এআইআইএমএস দরের অন্তর্ভুক্ত ওনাদের চিকিৎসালয়/ল্যাবের দর উল্লেখ করতে পারবেন।

প্রস্তাবটি উপলব্ধ তথ্যের জন্যে সহায়ক প্র-পত্র সহিত পরিশিষ্ট-এ অনুসারে এই প্র-পত্রে সংযোজিত বিন্যাস এবং অনুসূচীতে অনুগ্রহ করে দাখিল করতে হবে। বিন্যাস এবং অনুসূচী সহিত ইওআই প্র পত্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট nfr.indianrailways.gov.in তে উপলব্ধ থাকবে।

জমা করার অন্তিম তারিখঃ ইচ্ছুক সেবা যোগানদাতাগণ থেকে ইওআই প্র পত্র সীলবদ্ধ লেফাফায় সিএমএস/রঙ্গিয়া মণ্ডল, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, রঙ্গিয়া-৭৮১৩৫৪ এর কার্যালয়ে ২২-১২-২০২৩ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রাপ্ত করা হবে। সেই একই দিন ১৭.০০ ঘণ্টায় প্রস্তাবসমূহ খোলা হবে।

মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষক, রঙ্গিয়া মণ্ডল

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সন্ধান চাই

নাম ঃ মমতা রায়, বয়স-৩৭, বাড়ি মেছোয়াপাড়া, ধাপগঞ্জ, কোতোয়ালি, জলপাইগুড়ি। নিখোঁজ ঃ ২৮/১১/২০২৩, যোগাযোগ ঃ প্রশান্ত রায়। 7076926697. (C/108398)

ভাড়া

জলপাইগুড়ি Vishal Mega Mart নিকটে Corporate/Office-কে Lease Rent. M-70014-36815. (C/107963)

কিডনি চাই

কমল কুণ্ডুর A+ কিডনি আবশ্যক। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি ইচ্ছুক হলে উপযুক্ত প্রমাণ সহ যোগাযোগ করুন- (M) 9641513522, বলরামপুর, কোচবিহার। (C/107370)

•

AB+ (পজিটিভ) গ্রুপের পুরুষ/মহিলা কিডনিদাতা চাই। বয়স 24-48 এর মধ্যে, ছবি ও অভিভাবক সহ অবিলম্বে যোগাযোগ করুন। মো-7501512829. (D.S.)

টিউশন

বাড়ি গিয়ে টিউশন। ক্লাস (3-10). CBSE, ICSE, শিলিগুড়ি। M. No.-7586960111. (C/108392)

চলচ্চিত্র

নামী শিল্পীর ফিল্মে অভিনয়ে নতুন ছেলে-মেয়ে চাই। বয়স ৮-৬৫। ফ্রি অডিশন শিলিগুড়ি/ কোচবিহারে। 7595865299. (C/108291)

চিকিৎসা

প্রখ্যাত নিউরোলজিস্ট প্রফেসর পাহাড়ী ঘোষ আগামী ৯ ও ১০ই ডিসেম্বর'২০২৩ শিলিগুড়িতে রোগী দেখবেন-'শিলিগুড়ি মেডিকেল হল'। 0353-2538844/96092-25864. (C/108282)

জ্যোতিষ

বাবা খান ১১ ঘণ্টায় ঘরে বসে A to Z সমস্যার 100% সমাধান। গৃহক্লেশ, বিয়েতে বাধা, ব্যবসা, প্রেমবিবাহ, মোহিনী বশীকরণ, মুঠকারণি, সতীন শত্রু থেকে মুক্তি। - 8941840024. (C/108298)

হারানো/প্রাপ্তি

আমার Hearing Aid গতকাল হারিয়ে গিয়েছে। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি যদি পেয়ে থাকেন সত্বর যোগাযোগ করুন। 94341-76755. (C/108297)

অ্যাফিডেভিট

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নামে ভুল থাকায় 5-12-23 তারিখে APD E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে Shambhunath Dutta S/o- H.K. Dutta এবং Sambhunath Datta S/o-L.K. Datta একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (B/S)

কর্মখালি

রুটি, নান বানানোর জন্য দক্ষ কারিগর চাই। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। M-7679735762.

•

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont :- (M) 96476-10774. (C/108296)

•

কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত বিভিন্ন ফ্যাক্টরি ও কোম্পানির জন্য ডাইরেক্ট লোক লাগবে হেল্পার / গার্ড / সুপারভাইজার। বেতন 11,500/- + PF, ESI, 8653710666. (C/108299)

•

আগামী 16.12.2023, শনিবার, বেলা ১টা ৩০ মিনিট থেকে রায়গঞ্জ, সুদর্শনপুর সারদা শিশুতীর্থে গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজী বিষয়ে আচার্য-আচার্যা (শিক্ষক-শিক্ষিকা) পদের জন্য সাক্ষাতকার নেওয়া হবে। যোগ্যতা বি.এস.সি / এম.এস.সি এবং বি.এ / এম.এ (ইংরেজী)। প্রার্থীর ডি.এল.এড / বি.এড আবশ্যিক। যোগাযোগ - 7001794661 / 8906332795 / 7908414522. (M-TR)

অভিযুক্তের ৫ দিনের পুলিশ হেপাজত

সপ্তাহ দুয়েক আগে সংকোশ বনবস্তির বাসিন্দা রাহুল ছেত্রীর উপর প্রাণঘাতী হামলা চালানো হয়। বুধবার গ্রেপ্তার ২ যুবককে জেলা আদালতে পাঠানো হলে ৫ দিনের পুলিশ হেপাজত মঞ্জুর করেন বিচারক।

SSR2024
২৭ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে ৯ ডিসেম্বর, ২০২৩
ভারতের নির্বাচন কমিশন

আপনি কি 'দেশ কা ফর্ম' পূরণ করেছেন?
ভোটার হন অথবা ভোটার তালিকায় বিস্তারিত তথ্য আপডেট করুন
আরও তথ্য জানতে ৮৯২৯৪৪১৯৫০ এই নম্বরে মিসড কল দিন

অনুসরণ করুন
/ecisveep /eci
/ECIVoterEducation
/Election Commission of India

voters.eci.gov.in -এ লগ অন করুন
আবেদন করুন ভোটার সহায়তাকেন্দ্রের মাধ্যমে বিএলও-র সঙ্গে যোগাযোগ করুন
ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ ডাউনলোড করুন

শ্রী শচীন রমেশ তেন্ডুলকর
ইসিআই-এর জাতীয় আইকন
CBC 52101/13/0013/2324

টুকরো খবর

বোড়োভাষীরা মৃদুলের কাছে

আলিপুরদুয়ার, ৬ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ার সফরে এসে আগামী ১০ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী সভা করবেন। সেই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বোড়ো ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালুর দাবি জানাতে চায় জেলার বোড়ো সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদল। ওই দাবিতে বুধবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান মৃদুল গোস্বামীর সঙ্গে দেখা করেন বিভিন্ন বোড়ো সংগঠনের সদস্যরা।

মৃদুল বলেন, '১০ ডিসেম্বরের সভার বিষয়টি জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে দেখা হচ্ছে। তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে বলেছি। ওই সংগঠনগুলোর দাবির বিষয়টি আমি মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছেও জানাব।'

বালি পাচার রুখল পুলিশ

শামুকতলা, ৬ ডিসেম্বর : ফের বেআইনি বালি পাচার রুখল ভাটিবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। এক সপ্তাহ আগে বালি পাচারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে দুটি বালিবোঝাই ট্রাক বাজেয়াপ্ত করেছিল ভাটিবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। এক সপ্তাহের মধ্যে শামুকতলা থানার উত্তর ভাটিবাড়ি এলাকা থেকে বুধবার অভিযান চালিয়ে একটি অবৈধ বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর আটক করা হয়। ওসি জাকির হোসেন জানান, গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে বালি পাচার করার অভিযোগে বালিবোঝাই একটি ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

হাতির হানায় ভাঙল দোকান

কালচিনি, ৬ ডিসেম্বর : গভীর রাতে বুনো হাতির হামলায় দোকান ভাঙল। মঙ্গলবার রাতে কালচিনির ডিমা চা বাগানের মাটি লাইনের ঘটনা। বাগানের বাসিন্দা মহেশ গোয়ালার একটি মুদি দোকান রয়েছে সেখানে। ওই দোকানে নিমাতির জঙ্গল থেকে একটি হাতি বেরিয়ে এসে হামলা চালায়। দোকানে রাখা চাল, আটা, বিস্কুট সহ অন্য সামগ্রী খেয়ে সাবাড় করে হাতিটি। এলাকার বাসিন্দাদের চিৎকারে হাতিটি জঙ্গলে ঢুকে পড়ে।

গ্রাম সংসদ

ফালাকাটা, ৬ ডিসেম্বর : ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে বুধবার কালীপুরে গ্রামসভা হল। এদিন সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩/২২৪ বুথের কালীপুর মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে (এমএসকে) ওই সভার আয়োজন করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য অনিমা সরকার, গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মীরা এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন। আগামীতে গ্রামে কী কী কাজ হবে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে পঞ্চায়েত সদস্য জানিয়েছেন।

টিউবওয়েল চুরি

শামুকতলা, ৬ ডিসেম্বর : শামুকতলা থানার উত্তর পারোকাটা সংলগ্ন এলাকা থেকে মঙ্গলবার রাতে চারটি সরকারি টিউবওয়েল চুরি হয়েছে। এলাকার বাসিন্দারা এই ঘটনায় দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার এবং শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। শামুকতলা থানার পুলিশ জানিয়েছে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

বামেদের মিছিল

আলিপুরদুয়ার, ৬ ডিসেম্বর : সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দিবস পালন করল বামফ্রন্টের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটি। বুধবার বিকেলে সংগঠনের সদস্যরা একটি মিছিল করেন। মিছিলটি আলিপুরদুয়ার কোর্ট এলাকা থেকে শুরু হয়ে আলিপুরদুয়ার চৌপথি গিয়ে শেষ হয়।

কবে হুঁশ ফিরবে প্রশাসনের ● বেহাল মহাসড়ক নিয়ে প্রশ্ন এলাকাবাসীর

'আনফিট' গাড়ি এখন বিভীষিকা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৬ ডিসেম্বর : প্রশাসনের উদাসীনতায় অবশেষে 'আনফিট' গাড়ির দাপটে প্রাণ গেল এক ব্যক্তির। মঙ্গলবার রাতে নিউ পলাশবাড়িতে আলিপুরদুয়ার-ফালাকাটা ৩১ডি জাতীয় সড়কে একটি পণ্যবাহী ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা কয়েকজনকে ধাক্কা মারে। ঘটনায় চালক সহ ছয়জন জখম হন। তাঁদের মধ্যে একজন বুধবার মারা গিয়েছেন। তারপরই তদন্তে নামে পুলিশ। রাতেই দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি আটক করেছিল সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ। গাড়ির তথ্য যাচাই করতে গিয়ে পুলিশ দেখে, গাড়িটি আনফিট। অর্থাৎ অনেকদিন আগেই ওই গাড়ির বিভিন্ন কাগজপত্রের মেয়াদ ফুরিয়েছে। গাড়িটিতে যান্ত্রিক ত্রুটিও রয়েছে। WB711152 নম্বরের ওই গাড়ি জলপাইগুড়ি আরটিও থেকে ১৯৯৮ সালে রেজিস্ট্রেশন হয়। ২০১৮ সালের ১৯ জুন গাড়িটির ফিটনেসের মেয়াদ ফুরিয়েছে। ইনসুরেন্সের মেয়াদ ফুরিয়েছে ২০১৯ সালে। নেই পলিউশন, ট্যাক্সের মেয়াদও। তাহলে এধরনের 'আনফিট' গাড়ি কীভাবে রাস্তায় চলছে? আর প্রশাসন এদিকে নজর দেয়নি কেন? এই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যদিও আলিপুরদুয়ারের আরটিও সুশোভন মণ্ডল বলেন, 'জেলার বিভিন্ন জায়গায় আমাদের দল নজরদারি চালায়। অনেক গাড়িই দেখা হয়। আরও কীভাবে ভালো কাজ করা যায় সেটা দেখা হবে। আনফিট গাড়ি যেন রাস্তায় না চলে সেজন্য কড়া নজরদারি চালানো হবে। আর ওই দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িকে আটক করা হয়েছে।

জেলার বিভিন্ন জায়গায় আমাদের দল নজরদারি চালায়। আনফিট গাড়ি যেন রাস্তায় না চলে সেজন্য কড়া নজরদারি চালানো হবে। ওই দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
– সুশোভন মণ্ডল
আরটিও, আলিপুরদুয়ার

তবে শুধু ওই দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাক নয়। বর্তমানে এধরনের গাড়ি প্রায়শই রাস্তায় দেখা যায়। আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন জাতীয় ও রাজ্য সড়কে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে 'আনফিট' গাড়ি। প্রশাসনের নাকের ডগায় বুক ফুলিয়ে চালকরা চললেও তাঁদের আটকানো হচ্ছে না বলে অভিযোগ। ওই ঘটনার পর এদিন আলিপুরদুয়ার-ফালাকাটা জাতীয় সড়কে চলা বেশ কয়েকটি গাড়ির নম্বর দিয়ে তাদের তথ্য যাচাই করতে গিয়ে দেখা গেল প্রচুর যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী গাড়ির কাগজ ঠিক নেই। কোনও গাড়ির ফিটনেসের মেয়াদ ফুরিয়েছে, তো কোনও গাড়ির আবার পলিউশন, ইনসুরেন্সের মেয়াদ নেই। এই যেমন WB638112 নম্বরের একটি ট্র্যাক্টরের তথ্য খুঁজতে গিয়ে জানা গেল, ওই গাড়ির ফিটনেসের মেয়াদ ফুরিয়েছে ২০১৫ সালে। ট্যাক্স এবং ইনসুরেন্স নেই ২০১৪ সাল থেকে। আবার ওই রাস্তায় চলা WB782249 নম্বর একটি পণ্যবাহী গাড়ির আবার ফিটনেসের মেয়াদ ফুরিয়েছে এবছর জানুয়ারি মাসে। পলিউশনের মেয়াদও নেই।

এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসনের দিকে আঙুল তোলা হচ্ছে। একদিকে রাজ্য সরকার যখন সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ নিয়ে স্লোগান দিচ্ছে তখন শুধু পথচলতিরা নয়, রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষও আনসেফ। ওই ঘটনার পর এবার প্রশাসনের ঘুম ভাঙবে কি না তাই দেখার বিষয়। যদিও জেলা প্রশাসনের কর্তারা জানিয়েছেন, তাঁদের নজরদারি জারি আছে।

রাস্তার ধারে ধাক্কার জেরে যুবকের মৃত্যু

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ৬ ডিসেম্বর : আর পাঁচটা দিনের মতোই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাড়ির সামনেই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন পলাশবাড়ির নেপাল বিশ্বাস। কিন্তু সেটাই যেন কাল হল। ট্রাকের ধাক্কায় জখম হয়ে তাঁকে প্রথমে হাসপাতালে ভর্তি হতে হল। তারপর মৃত্যু। সন্তানের অকালমৃত্যুতে শোকাহত গোটা পরিবার। এক্ষেত্রে নেপালের মৃত্যুর জন্য ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি নির্মীয়মাণ মহাসড়ককেই দায়ী করছেন এলাকাবাসী। বেহাল রাস্তায় দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানোর ফলে ট্রাকের চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। আর এতেই বিপত্তি ঘটে। এই বিষয়ে গণসংগ্রাম কমিটির সম্পাদক তপন বর্মন বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে মহাসড়কের কাজ বন্ধ। ঠিকমতো রাস্তার সংস্কারও হয়নি। এমন রাস্তায় দ্রুতগতিতে গাড়ি চলাচল করায় মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনা ঘটছে। এভাবে যুবকের মৃত্যু আমরাও মেনে নিতে পারছি না।'

গত মঙ্গলবার রাতে ফালাকাটা থেকে শালকুমারহাটে আলু লোড করতে যাচ্ছিল ৬ চাকার ট্রাকটি। হঠাৎ নিউ পলাশবাড়ি এলাকায় এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা স্থানীয় পাঁচজনকে ধাক্কা দিয়ে নয়ানজুলিতে পড়ে যায় ট্রাকটি। আহত হন চালক রবি রায়। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে শিলবাড়িহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাঁদের অন্যত্র রেফার করা হয়।

নেপালের মাথা ও বুকে চোট লাগে। এরপর বুধবার দুপুরে কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

সাতাশ বছরের নেপাল শিলবাড়িহাট বাজারে জুতোর দোকান করতেন। পরিবারে বাবা, মা, দাদা, ভাই আছেন। এভাবে তাঁর অকালপ্রয়াণে ভেঙে পড়েছে গোটা পরিবার। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য জীবন সরকারের কথায়, 'এভাবে এক যুবকের মৃত্যু কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। মহাসড়কের কাজ পুরোপুরি শেষ না

শোকাহত গোটা পরিবার

হওয়াতেই এমন দুর্ঘটনা বাড়ছে।' ফলে মহাসড়ক নিয়ে ফের প্রশ্ন তুলেছেন এলাকাবাসী।

এদিকে শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নিখিলকুমার পোদ্দার বলেন, 'নেপাল ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এভাবে ওঁর মৃত্যু মানা যায় না।'

অন্যদিকে, বাকিরা এখনও চিকিৎসাধীন। সোনাপুর ফাঁড়ির ওসি অসীম মজুমদার বলেন, 'জখমদের মধ্যে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। ট্রাকের চালকের চিকিৎসা চলছে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটির বিরুদ্ধে কেস করা হয়েছে।'

প্যারেড গ্রাউন্ডে ক্ষতির আশঙ্কা

মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচি নিয়ে চাপানউতোর বিজেপি ও তৃণমূলের

মণীন্দ্রনারায়ণ সিংহ

আলিপুরদুয়ার, ৬ ডিসেম্বর : আগামী রবিবার মুখ্যমন্ত্রীর সমাবেশ আলিপুরদুয়ারে। তার জায়গা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে জেলা সদরের প্যারেড গ্রাউন্ডকে। আপাতত তারই প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। কোথাও বানানো হচ্ছে ব্যারিকেড, কোথাও আবার স্টিলের পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। এদিকে বিরোধীদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আগেও প্যারেড গ্রাউন্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এবার আবার তার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। যদিও সেই আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে বিরোধী নেতাদের পালটা কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল নেতাদের পাশাপাশি পুর কর্তৃপক্ষও।

রবিবারে সভার জন্য হেলিপ্যাডের চারদিকে বাঁশের ব্যারিকেড দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্ন উঠেছে এই ব্যারিকেড দেওয়াকে ঘিরেই। বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন বলেন, 'প্যারেড গ্রাউন্ড মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি-বেসরকারি সভা হতেই পারে। কিন্তু মাঠকে তারপর আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে।' তাঁর অভিযোগ, 'সভার জন্য খুঁটি পুঁততে গিয়ে মাঠে অসংখ্য গর্ত করা হয়। সেসব রয়েই যায়। ফলে শহরের ফুসফুস প্যারেড গ্রাউন্ড বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।'

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামি ৯ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্যারেড গ্রাউন্ডের হেলিপ্যাডে নেমে কাছেই সার্কিট হাউসে উঠতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে কেন্দ্র করে সীমানা প্রাচীর থাকা সত্ত্বেও আলিপুরদুয়ার সার্কিট হাউসের চারদিকে উঁচু কাপড় দিয়ে ঘেরা দেওয়া হয়েছে। সার্কিট হাউসকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ঘেরাটোপে মুড়ে ফেলা হয়েছে। সেখানে ঘনঘন জেলা পুলিশের পদস্থ কর্তারা আসছেন, তাঁরা সবদিক খতিয়ে দেখছেন। মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্তারাও নজরদারি শুরু করেছেন। প্যারেড গ্রাউন্ড মাঠের এক কোণে আগেই হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়েছে। সেখানে আগেও হেলিকপ্টার থেকে নেমেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই হেলিপ্যাডেও গত কয়েকদিন ধরে জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। হেলিপ্যাডের দিক থেকে সভাস্থলে যাওয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডের ভেতরের ওই রাস্তায় যাতে ভিড় হামলে পড়তে না পারে, তারজন্য বাঁশের দুটি করে

হেলিপ্যাডের চারদিকে বাঁশের ব্যারিকেড দেওয়া হচ্ছে।

বেষ্টনী গড়ে তোলার কাজ মঙ্গলবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে। প্যারেড গ্রাউন্ড মাঠের সভাস্থল যেখানে হবে স্টিলের কাঠামো এনে দ্রুতগতিতে পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে।

মাঠ নষ্ট নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগকে উড়িয়ে দিয়েছেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর। তিনি বলেন, 'সরকারি ওই অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে সামান্য যে ক'টি গর্ত মাঠে থাকবে তা আলিপুরদুয়ার পুরসভা থেকে ভরাট করে দেওয়া হবে।' তাঁর আরও দাবি, 'বিরোধীদের জানা নেই, এবারে মাঠে যে কৌশলে সভাস্থল হচ্ছে, তাতে সেখানে কোনও গর্ত হবে না। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে সভাস্থলের মাঠে গর্ত না করেই বিশালাকার পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে।'

আধুনিক ওই পরিকাঠামো গড়তে মাটি খনন করার প্রয়োজন হয়নি। আগে গর্ত করে মাঠে খুঁটি পুঁতে এধরনের কাঠামো করতে হত। তবে হেলিপ্যাড সংলগ্ন এলাকায় কিন্তু বাঁশ পোঁতা হচ্ছে। এদিকে, শাসক-বিরোধী তর্জার মধ্যে আগামী ৯ তারিখ মুখ্যমন্ত্রী আলিপুরদুয়ার সার্কিট হাউসেই রাত কাটাতে পারেন।

কাছেই প্যারেড গ্রাউন্ড মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি ওই সফরকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি। বিরোধী বিজেপি নেতৃত্ব হেলিপ্যাডের কাছে মাঠের ভেতরে কংক্রিটের রাস্তা তৈরি থেকে বাঁশ, কাঠের খুঁটি পুঁতে মাঠের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে একদিকে সরব হয়েছে।

শাসকদলের জেলা সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ কর পালটা গেরুয়া শিবিরের উদ্দেশে বলেছেন, এতদিন বিজেপির সাংসদ, বিধায়করা সাধারণ মানুষের কাছে অধরা ছিল। এখন লোকসভা ভোট আসতেই ওদের শীতঘুম ভেঙেছে। তবে ওইসব বলে কোনও লাভ হবে না।

মালিকপক্ষ আসেনি, রামঝোরা অচলই

বীরপাড়া, ৬ ডিসেম্বর : রামঝোরা বাগানের অচলাবস্থা কাটাতে বুধবার ডাকা ত্রিপাক্ষিক বৈঠকেও উপস্থিত হল না মালিকপক্ষ। এদিন শিলিগুড়ির অতিরিক্ত শ্রম কমিশনারের দপ্তরে রামঝোরা, দলমোর ও কালচিনি ব্লকের দলসিংপাড়া চা বাগান নিয়ে বৈঠক ডাকা হয়েছিল। তবে মঙ্গলবারই দলমোর ও দলসিংপাড়ার মালিকপক্ষ লিখিতভাবে জানিয়ে দেয়, তারা বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারবে না। তবে আশায় ছিলেন রামঝোরা বাগানের সাতশো শ্রমিক। কিন্তু সেই আশা আর পূরণ হল না। এদিন বৈঠকে ওই বাগানের মালিকপক্ষও আসেনি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই হতাশ তাঁরা।

এদিন বৈঠকে যোগ দিতে শিলিগুড়ি গিয়েছিলেন রামঝোরার কয়েকজন শ্রমিক, তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নকুল সোনার, সহ সভাপতি উত্তম সাহা ও দলসিংপাড়া ও দলমোরের শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা। পরে উত্তরবঙ্গ জোনের অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার কল্লোল মজুমদারের সঙ্গে দেখা করে রামঝোরা নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের দাবি জানান তাঁরা।

উত্তম বলেন, 'বাগানটি না চালালে রামঝোরা কর্তৃপক্ষের তা জানিয়ে দেওয়া উচিত। অন্তত্পক্ষে এই কথাটি জানাতে মালিকপক্ষের বৈঠকে যোগ দেওয়া উচিত ছিল। মালিকপক্ষের উদাসীনতায় আমরা হতাশ।' আগামী ১০ ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ারে মুখ্যমন্ত্রীর সভা করার কথা। ফলে চাপে রয়েছে শাসকদলের শ্রমিক সংগঠন।

ঋণগ্রহীতাদের সিবিআই তলব

আলিপুরদুয়ার, ৬ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গ সংবাদ খবর করেছিল আগেই। এবার আলিপুরদুয়ার ঋণদান সমবায় সমিতির ১৯ জন ঋণগ্রহীতাকে বৃহস্পতিবার তলব করল সিবিআই।

আদৌ তাঁরা ঋণ নিয়েছিলেন, নাকি তাঁদের নাম করে ঋণ প্রদানের নামে সমবায়ে কোনও আর্থিক জালিয়াতি হয়েছে, তা যাচাই করতে ওই ১৯ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে। যাঁদের সিবিআই ডেকেছে, তাঁদের মধ্যে শহরের সাধারণ নাগরিক রয়েছেন। তবে সিবিআই সূত্রে খবর, ওই তালিকায় কোনও প্রভাবশালীর নাম নেই।

মঙ্গলবার সিবিআইয়ের আধিকারিকরা সমবায়ের ৬ কর্মী আধিকারিককে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কিছু আর্থিক তছরুপের চাঞ্চল্যকর তথ্য সিবিআইয়ের নজরে উঠে এসেছে। সমবায়ের আর্থিক নয়ছয় নিয়ে শহরের এক প্রভাবশালীর নিকটাত্মীয়কেও মঙ্গলবার রাতে সিবিআইয়ের কর্তারা দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন বলে জানা গিয়েছে। সমবায়ের এক আধিকারিককে বৃহস্পতিবার কলকাতায় ইডি দপ্তরেও তলব করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ারের সমবায়ের দুর্নীতির জাল অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে, সেটা আঁচ করেছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। মঙ্গলবার সিবিআই তদন্তের সময় সমবায়ের এক আধিকারিকের কাছে জানতে চান শহরের এক রাজনৈতিক প্রভাবশালীর সঙ্গে তাঁর কেমন ও কীসের সম্পর্ক? উত্তরে তিনি বলেন, 'আমার সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক নেই। বলা যেতে পারে দা-মাছের সম্পর্ক।' এক সমবায়কর্ত্রীর এমন হেঁয়ালি করা উত্তর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের কাছেও রহস্যময় হয়ে উঠেছে। সমবায় দুর্নীতি নিয়ে প্রভাবশালী যোগ ইতিমধ্যে খুঁজতে শুরু করলেও সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ হাতে না নিয়ে সিবিআইও নিরুপায়। তারা কোনও প্রভাবশালীকেই তদন্তের জন্য তলব করছে না। সিবিআই আগেও একাধিকবার সমবায়ের কর্মী আধিকারিকদের তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তাতে আর্থিক নয়ছয়ে ওই সমবায় কর্মী আধিকারিকদের অনেকেরই যোগসূত্র তদন্তকারীদের হাতে চলে এসেছে। তবে আর্থিক নয়ছয়ে জড়িত ওই কর্মী আধিকারিকদের আগেভাগেই গ্রেপ্তারের পথেও হাঁটছেন না কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। তারা ওই কর্মীদের বারবার জেরা জিজ্ঞাসাবাদ করে আসলে সমবায় দুর্নীতির সঙ্গে কোনও প্রভাবশালীর যোগ রয়েছে কি না, সেটাই জানতে চাইছেন। সমবায় দুর্নীতি মামলায় ঋণ নিয়ে যাঁরা তা শোধ করেননি, এমন মাত্র ১৯ জনের একটি নামের তালিকা সিবিআই তৈরি করে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বৃহস্পতিবার তদন্তকারীরা ডেকেছেন। তবে আসলে সেই সংখ্যাটা নাকি আরও বড়।

জ্বালানি সংগ্রহ করে বাড়ির পথে। বুধবার ওদলাবাড়িতে। –অ্যানি মিত্র

সুন্দরের কাছে ঘেঁষতে ভয় বনকর্মীদেরও

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৬ ডিসেম্বর : দেখলে কে বলবে সে আদতে এতখানি ভয়ংকর! একজনকে মেরে ফেলেছে, দু'সপ্তাহও পার হয়নি। অথচ, আপাতত শান্ত, গোবেচারা সুন্দরকে দেখে সেসব কিছুই বোঝার উপায় নেই। ১১ দিন ফেরার থাকার পর মঙ্গলবারই সদ্য 'বাড়ি' ফিরেছে সে। চেনা জায়গা। চেনা পরিবেশ। চেনা লোকজন। কিন্তু সুন্দরের চেনা লোকজনেরাই তার কাছাকাছি যাওয়ার ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। এখনও মস্তিতে থাকা ওই খুনি কুনকি কখন যে কী করে বসে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। তাই তার যত্ন-আত্তি, পরিচর্যা সবকিছুই ঠিকঠাক হচ্ছে বটে, তবে হচ্ছে যতটা সম্ভব দূর থেকে। মানুষ তো দূরের কথা, অন্য কোনও কুনকিকেও কিন্তু সুন্দরের ধারেকাছে ঘেঁষতে দেওয়া হচ্ছে না। জানিয়েছেন বন দপ্তরের আধিকারিকরা।

কতদিন চলবে এরকম? সেই সময়সীমা নিয়ে নির্দিষ্ট করে এখনই কোনও মন্তব্য করতে চাইছেন না বনকর্তারা। জলদাপাড়ার প্রাণী চিকিৎসক উৎপল শর্মা বলেছেন, 'সুন্দর সুস্থ আছে। স্বাভাবিক আচরণ করছে। তবে ওকে অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রাখা হয়েছে। এইভাবেই আপাতত মাসখানেক রাখা থাকবে।'

জলদাপাড়া পূর্ব রেঞ্জের পিলখানা থেকে একটু দূরে চার পা শেকল দিয়ে বেঁধে সুন্দরকে রাখা হয়েছে। দূর থেকে খাবার দেওয়া হচ্ছে। জলের পাইপ দিয়ে দূর থেকেই স্নান করানো হচ্ছে। সুন্দরের মস্তি না কাটা পর্যন্ত এইভাবেই রাখা হবে ওকে। সুন্দরের খাবার মেনুতে ছিল চাল, ডাল ও বিটলবণের মণ্ড। সেটা নাকি এমন সময়ে হাতিদের কাছে 'স্পেশাল' খাবার।

এবার দেখার বিষয় হল, ১৪ বছর ধরে যে মাহুত সুন্দরের সুখ-দুঃখের সঙ্গী ছিল, সেই দীপক কার্জিকে খুন করার পর নতুন মাহুত তথা প্রাক্তন পাতাওয়ালা বাপি বর্মনের সঙ্গে সুন্দর কতটা মানিয়ে নিতে পারবে। মাহুত হিসেবে বাপির নাম উঠে আসছে বটে, তবে বিষয়টি নিয়ে বনকর্তারা সবাই কিন্তু একমত না। সুন্দরের রাগ বেশি। আবার এখন সে মস্তিতেও রয়েছে। এখন সে যতদিন পর্যন্ত বাপিকে মানিয়ে নিতে না পারছে, ততদিন ওকে বেঁধেই রাখা হবে। মস্তি শেষ হলেও টহলদারির কাজে পাঠানো হবে না। তবে খাবার পর্যাপ্ত পরিমাণে দেওয়া হবে। সবচেয়ে বেশি দেওয়া হবে কলা গাছ। এতে নাকি শরীর ঠান্ডা থাকে।

জলদাপাড়া পূর্ব রেঞ্জের পিলখানা থেকে একটু দূরে শেকলে বাঁধা এখন সুন্দর।

জলদাপাড়ার খুনিরা

২০১৭ সালের ১০ নভেম্বর পাতাওয়ালা জুলিয়াস খড়িয়াকে মেরেছিল মৈনাক

ওই বছর ১৩ সেপ্টেম্বর মাহুত অখিল কার্জিকে মেরেছিল চঞ্চল

২০১৯ সালের ৩০ মার্চ মাহুত মানিক দাসকে মেরেছিল দর্শন

৫ ফেব্রুয়ারি মাহুত রাজীব ওরাওঁকে মেরেছিল পৃথ্বীরাজ

২০২১ সালের ৫ নভেম্বর পাতাওয়ালা জগন্নাথ ওরাওঁকে মেরেছিল মৈনাক

চলতি বছরের ২০ জানুয়ারি পাতাওয়ালা সমীর মাঝিকে মেরেছিল রঙ্গলাল

জলদাপাড়ার ইতিহাস ঘেঁটে জানা গিয়েছে, এপর্যন্ত যতজন কুনকির হামলায় মাহুত ও পাতাওয়ালার মৃত্যু হয়েছে, তার ৯৯ শতাংশই মাকনা। এই সুন্দরও মাকনা। জলদাপাড়ার বাসিন্দা পৃথ্বীরাজ, মৈনাক, দর্শন, চঞ্চল, রঙ্গলাল, শারুলরা খুনের দায়ে 'অভিযুক্ত'। আবার উলটোটাও সত্যি। যেহেতু মাকনাদের ভয়ডর কম, সেইজন্য তাদের দিয়ে টহলদারি খুব ভালো হয়। ওরা কোনও বন্যপ্রাণীদের ভয় পায় না।

জলদাপাড়ার প্রাণী চিকিৎসক উৎপলও বলেছেন, 'সবাই দাঁতাল হাতিকে বেশি ভয় পায়। কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক হল মাকনা হাতি। ওদের থেকে খুব সাবধানে থাকা উচিত। আমরা মাহুত ও পাতাওয়ালাদের সবসময়ই সাবধানে থাকতে বলি।'

জটেশ্বর জড়াল সিম নিয়ে অপরাধে

তদন্তে হাজির ভিনরাজ্যের পুলিশ

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ৬ ডিসেম্বর : ব্যাংক জালিয়াতিতে মোবাইল সিম কার্ড নিয়ে তিন সপ্তাহে তিনবার ভিনরাজ্যের পুলিশ জটেশ্বরে তদন্তে এল। বুধবার জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে মুম্বই পুলিশ ও ঝাড়খণ্ড পুলিশ দুই জায়গায় তল্লাশি চালায়। তল্লাশি চালিয়ে জটেশ্বর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দুটি বাড়িতে পৌঁছান তদন্তকারীরা। একের পর এক ভিনরাজ্যের পুলিশ জটেশ্বরে সিম কার্ড নিয়ে তদন্ত করতে আসায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। নতুন যাঁরা সিম কার্ড কিনেছেন তাঁদের আতঙ্ক দ্বিগুণ হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, জটেশ্বর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁধের পাড় এলাকার যুবক রাজু দাস নয় মাস আগে বাড়ির সামনে থেকে সিম কার্ড পোর্ট করিয়ে নেন। সেই সিম কার্ডের নম্বর ব্যবহার করে ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ জেলায় ব্যাংক জালিয়াতি করা হয়। তদন্তে নেমে সেখানকার পুলিশ মোবাইল নম্বরের মালিকের খোঁজ করে দেখতে পান, জটেশ্বরের এই যুবকের নামে সিম কার্ড রয়েছে। একই ঘটনা দেখা গিয়েছে জটেশ্বর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দলগাঁও বস্তিতেও। সেখানেও এক যুবকের সিম কার্ড ব্যবহার করে মুম্বইয়ে ব্যাংক জালিয়াতি করা হয়। মুম্বই পুলিশও তদন্তে জটেশ্বরের সিম কার্ড বলে জানতে পারে। বুধবার মুম্বই, ঝাড়খণ্ড ও জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ এসে সিম কার্ডের মালিকদের সঙ্গে কথা বলে। সিম কার্ডধারীরা পুলিশকে দেখে হকচকিয়ে যান।

জটেশ্বরে রাজু দাসের বাড়িতে পুলিশ। বুধবার। – সংবাদচিত্র

সিম কার্ড প্রতারণার সঙ্গে কীভাবে জটেশ্বরের নাম জড়াল তা ভেবে পাচ্ছেন না দুঁদে পুলিশকর্তারাও। প্রতারণাচক্র কীভাবে কাজ করছে তার সঠিক তথ্য এখনও হাতে আসেনি তদন্তকারীদের। তবে পুলিশের একটা মহলের দাবি, জটেশ্বর এলাকায় মুড়িমুড়কির মতো সিম কার্ড বিক্রি হত। স্কুল-কলেজের পড়ুয়া, গ্রামের সহজ-সরল মানুষ সিম কার্ড কখনও বিনামূল্যে আবার কখনও লোভনীয় অফারে কিনে নিতেন। দুয়ারে সিম কার্ড পরিষেবা দিতে এসে এজেন্টরা আধার কার্ড এবং মুখের ছবি চেয়ে নিতেন। আঙুলের ছাপ দেওয়ার পর লোক বুঝে কখনও বা লিংক ফেইল আবার কখনও বা আঙুলের ছাপ স্পষ্ট হয়নি বলে জানাতেন। এখানেই ফাঁকফোকর রেখে একই ডকুমেন্ট দিয়ে দুই বা তার বেশি সিম কার্ড ইস্যু করতেন এজেন্টরা বলে অনুমান। নতুবা গ্রামের সহজ-সরল মানুষ বা কমবয়সিদের ভুল বুঝিয়ে ডকুমেন্ট হাতিয়ে এই কাজ করা হতে পারে।

> “তৃতীয়বার জটেশ্বরে মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডের পুলিশ এসেছে। তাদের সহযোগিতা করা হচ্ছে। বিষয়টির উপর আমাদেরও নজর রয়েছে।
>
> –অমিত শর্মা
> *ওসি, জটেশ্বর ফাঁড়ি*

বাঁধের পাড় এলাকার বাসিন্দা রাজু দাস বলেন, ‘নয় মাস আগে বাড়ির সামনে পরিচিত এক যুবকের থেকে সিম কার্ড পোর্ট করি (নম্বর অপরিবর্তিত রেখে কোম্পানি বদল)। এখন আমার বাড়িতে ধানবাদের পুলিশ হাজির হল। বিষয়টি নিয়ে চিন্তায় পড়ে গিয়েছি। কী হবে জানি না।’ জটেশ্বর ফাঁড়ির ওসি অমিত শর্মা বলেন, ‘তৃতীয়বার জটেশ্বরে মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডের পুলিশ এসেছে। তাদের সহযোগিতা করা হচ্ছে। বিষয়টির উপর আমাদেরও নজর রয়েছে।’ ধানবাদ পুলিশের তদন্তকারী অফিসার রাজ কাপুর বলেন, ‘ধানবাদে একটি এফআইআর হয়েছে। জটেশ্বরের এই সিম কার্ড ব্যবহার করে বহু টাকা নয়ছয় হয়েছে। আমরা তদন্ত করতেই জটেশ্বরে এসেছি।’

১১টার পরেও মাঠে পড়ুয়ারা। বুধবার নবীনগর জুনিয়ার হাইস্কুলে।

পরীক্ষার দিনেও স্কুলে দেরিতে শিক্ষকরা, বিক্ষোভে অভিভাবকরা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ৬ ডিসেম্বর : পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা সকাল ১১টা থেকে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে গেটের তালা খোলেনি। তাই নদীর ধারে খেলাধুলোয় মেতে উঠল পড়ুয়ারা। বেলা ১১টা বেজে ৪০ মিনিট নাগাদ একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মী এসে উপস্থিত হন। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক না এলেও একমাত্র সহকারী শিক্ষক যখন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন, তখন ঘড়ির কাঁটা ১২টার ঘর পেরিয়ে গিয়েছে। ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা স্কুলের গেটে তালা ঝুলিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন এলাকার চারজন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যও। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার মাদারিহাট থানার রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের নবীনগর জুনিয়ার হাইস্কুলে।

অভিভাবকদের অভিযোগ, এমন ঘটনা এদিনই প্রথম নয়। ওই বিদ্যালয়ে কোনওকিছুই নিয়ম অনুযায়ী হয় না। সময়ের আগেই স্কুল ছুটি হয়ে যায়। অভিযোগ রয়েছে মিড-ডে মিল নিয়েও। পরীক্ষার দিনও শিক্ষকদের এমন আচরণে ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা বাধ্য হয়েই স্কুলের গেটে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন। পরে অবশ্য ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার বিষয়টি মাথায় রেখে তালা খুলে দেন অভিভাবকরা। জানা যায়, বিদ্যালয়টিতে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণিতে বর্তমানে মোট ৯৭ জন পড়ুয়া রয়েছে। এদিনের ঘটনা প্রসঙ্গে রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা অঞ্জলি ওরাওঁ বলেন, ‘বিষয়টি অত্যন্ত আপত্তিকর। বিদ্যালয়ে নিয়মানুবর্তিতা বলতে কিছু নেই। প্রতিদিন বেলা ২টা থেকে আড়াইটার মধ্যে বিদ্যালয় ছুটি হয়ে যায়। পঠনপাঠনের মানও খুব একটা ভালো নয়।’ খিদিরপুর এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য আইবুল হক বলেন, ‘বিষয়টি শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়মশৃঙ্খলা এভাবে ভেঙে পড়তে দেওয়া যায় না।’ একই সুরে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন দৌলতপুর এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য বিক্রম ওরাওঁ এবং উত্তর শিশুবাড়ির পঞ্চায়েত সদস্য এনামুল হকও।

এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অনুজ প্রধানকে ফোন করা হলে তিনি বলেন, ‘আমি চিকিৎসার প্রয়োজনে বাইরে থাকায় স্কুলে যেতে পারিনি। সহকারী শিক্ষককে আগামী শিক্ষাবর্ষের পড়ুয়াদের জন্য এসআই অফিস থেকে পাঠ্যবই আনতে যেতে বলেছিলাম।’ এই যুক্তিতে অসন্তুষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা অঞ্জলি ওরাওঁ বলেন, ‘বিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলছে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক কি তা জানতেন না? এছাড়া ওই শিক্ষাকর্মী সময়মতো বিদ্যালয়ে এলেও একজনের পক্ষে কি সবক’টি শ্রেণির পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব?’ ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের জবাব, ‘এসআই অফিস থেকে বুধবার ছাড়া আর বাংলামাধ্যমের সরকারি বই দেওয়া হত না। তাই তাঁকে পাঠানো হয়েছিল।’

যদিও ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের এই সাফাইয়ে খুশি হতে পারেননি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ও অভিভাবকরা। মাদারিহাট বীরপাড়ার অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ইয়োগেন তামাং বলেন, ‘এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।’

পদক্ষেপের আশ্বাস

- পৌনে ১২টায় একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মী আসেন স্কুলে
- প্রায় ১২টায় আসেন একমাত্র সহকারী শিক্ষক
- ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা স্কুলের গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান
- তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন এলাকার চার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যও
- নবীনগর জুনিয়ার হাইস্কুলের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা

১০ ডিসেম্বরের সভায় মমতার কাছে আর্জি জানানোর উদ্যোগ

৪ বছর স্থায়ী চিকিৎসক নেই মুন্সিপাড়ায়

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ৬ ডিসেম্বর : চার বছর ধরে শালকুমারহাটের মুন্সিপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোনও স্থায়ী চিকিৎসক নেই। একজন নার্স শুধু দিনেরবেলা বহির্বিভাগে রোগী দেখছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা লাটে উঠেছে। তাই ভুক্তভোগীরা বারবার সেখানে স্থায়ী চিকিৎসক নিয়োগের বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনার চেষ্টা করেছেন। স্থানীয় শাসকদলের নেতা থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধি সকলকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। বাদ যায়নি দিদির দূতও। তবু সমস্যার কোনও সুরাহা হয়নি। তাই চলতি মাসে মুখ্যমন্ত্রী আলিপুরদুয়ার সফরে আসার খবর পেয়েই স্বাস্থকেন্দ্রে চিকিৎসক নিয়োগের দাবি সরাসরি এলাকার বাসিন্দারাই জানাবেন বলে স্থির করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক নেই। সামান্য সমস্যা দেখা দিলে তাঁদের শিলবাড়িহাটে ছুটতে হয়। আর এতদিন বিষয়টি স্থানীয় নেতা-কর্মীদের জানানো হলেও হয়তো মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আসেনি। তাই এখনও চিকিৎসকহীন স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

যদিও শীঘ্রই ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক নিয়োগের আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। তিনি বলেন, ‘দ্রুত সব প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই একজন চিকিৎসক সহ দুজন স্টাফ নিয়োগ হতে চলেছে। মুন্সিপাড়াও চিকিৎসক পাবে। তবে তার আগে অতিরিক্ত কাউকে দায়িত্ব দিয়ে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।’

তবে, স্বাস্থ্যকর্তারা এই নিয়ে মন্তব্য করতে নারাজ। এ প্রসঙ্গে আলিপুরদুয়ারের সিএমওএইচ সুমিত গঙ্গোপাধ্যায়কে ফোন করা হলে তিনি বলেন, ‘আমি নিজে চিকিৎসার কারণে এখন হায়দরাবাদে আছি। ফিরলে বিষয়টি নিয়ে বলতে পারব।’

মুন্সিপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। শালকুমারহাট। বুধবার। – সংবাদচিত্র

চার বছর আগে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্থায়ী চিকিৎসক অবসর নেন। তারপর থেকে আর সেখানে চিকিৎসক নিয়োগ হয়নি। এলাকার বাসিন্দা স্বপন রায় বলেন, ‘জলদাপাড়া বনাঞ্চল লাগোয়া শালকুমার-১ ও শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ৪০ হাজার মানুষ প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য মুন্সিপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। ফলে তাঁদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেমন স্থায়ী চিকিৎসক আছেন, তেমনি সেখানে দিনরাত পরিষেবাও পাওয়া যায়। তাই কিছু হলেই শিলবাড়িহাট, নয়তো পাঁচকোলগুড়ি ব্লক হাসপাতালে যেতে হচ্ছে।’ তাই বাসিন্দারা নিজেরাই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন।

গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে জিতলেও পরে শিবির বদল করেন আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর সুমনকেও একাধিকবার মুন্সিপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক নিয়োগের দাবি জানান স্থানীয়রা। বিধায়ক আশ্বাসও দেন। তবে কোনও কাজ হয়নি। এদিন কলকাতা থেকে ফোনে তিনি বলেন, ‘স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নার্স দিয়ে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এভাবে চলতে পারে না। তবে বিষয়টি ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে জানিয়েছি। স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের নজরেও আনা হয়েছে।’

এদিকে, বিষয়টি নিয়ে তিতিবিরক্ত তৃণমূলের স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও। শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীবাস রায়ের কথায়, ‘আমাদের তরফে বিষয়টি সব মহলে জানানো হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ তো কিছুই হচ্ছে না। এজন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে আমাদেরই প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে। আমরাও চাই, মুখ্যমন্ত্রী যখন জেলা সফরে আসছেন, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক না থাকার বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আসুক।’

সেই চেষ্টাই করছে শালকুমারহাট নাগরিক উন্নয়ন মঞ্চও। সংগঠনের প্রতিনিধি কানাইলাল দাসের কথায়, ‘এর আগে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে আমাদের দাবিপত্র নেতা, জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে বহুবার পাঠানো হয়েছে। কিন্তু আমাদের এখন মনে হচ্ছে এতদিনেও বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে পড়েনি। তাই আলিপুরদুয়ারে এলে এবার আমাদের দাবিপত্র সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।’

মহকুমা দাবি ফালাকাটাবাসীর

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৬ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে আগামী ১০ ডিসেম্বর সভা করতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ওই সভায় ফালাকাটাকে মহকুমা ঘোষণার দাবি জানাতে চান বাসিন্দারা। বিশেষ করে ফালাকাটা মহকুমা দাবি আদায় কমিটির পক্ষ থেকে মহকুমার দাবিটি রাখার জন্য সবধরনের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। মহকুমা দাবি আদায় কমিটির বিষয়টি নিয়ে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসও উদ্যোগী হয়েছে। তারাও চায়, ওইদিন অন্তত মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবিপত্র পেশ করা হোক। ফালাকাটা মহকুমা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকেও বিষয়টি নিয়ে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

ফালাকাটা মহকুমা দাবি আদায় কমিটির অন্যতম কর্তা মিলন সাহা চৌধুরী বলেন, ‘ফালাকাটাকে মহকুমা ঘোষণার দাবি আমাদের দীর্ঘদিনের। বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীও ওয়াকিবহাল। তবুও আমরা চাইছি, এই জেলা সফরে আমাদের দাবিপত্র মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দিতে।’ ফালাকাটা মহকুমা প্রেস ক্লাবের অন্যতম সদস্য হরেকৃষ্ণ মণ্ডল বলেন, ‘ফালাকাটাকে মহকুমা করার জন্য সবধরনের পরিকাঠামো আছে। আমরা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে ১০ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর হাতে এবিষয়ে দাবিপত্র তুলে দিতে উদ্যোগ নিচ্ছি।’

বুধবার উত্তরবঙ্গে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে আগামী ১০ ডিসেম্বর তাঁর সভা রয়েছে। সেই সভাতে ফালাকাটার শাসকদল, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সহ ফালাকাটা মহকুমা দাবি আদায় কমিটির সদস্যরাও উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। তবে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে মহকুমার দাবিপত্র কীভাবে তুলে দেওয়া যায় সে বিষয়েই এখন আলোচনা করছে সব পক্ষ। ফালাকাটা মহকুমা দাবি আদায় কমিটি জানিয়েছে, গত বিধানসভা ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রী ফালাকাটাতে সভা করেছিলেন। ওই সভায় সাধারণ নাগরিকরা ফালাকাটাকে মহকুমা করার দাবি তোলেন। ওই সময় মুখ্যমন্ত্রী নাকি ‘বিষয়টি দেখা হচ্ছে’ বলে আশ্বাসও দিয়েছিলেন। তবে ওই সময় ফালাকাটায় বিধানসভা ভোটে শাসকদলের প্রার্থীর পরাজয় হয়। এরপর মহকুমার বিষয়টি হিমঘরে চলে যায়। তবে গত দেড় বছর আগে ফালাকাটা নতুন পুরসভায় সব ওয়ার্ডে জয়ী হয়ে বোর্ড গঠন করে তৃণমূল।

একনজরে

- ফালাকাটাকে মহকুমা করার দাবি দীর্ঘদিনের
- গত বিধানসভা ভোটের আগেও ফালাকাটায় মুখ্যমন্ত্রীর সভায় মহকুমার দাবি উঠেছিল
- এবারও সভায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সেই দাবি জানাবে ফালাকাটা

তাই মহকুমা দাবি আদায় কমিটি সহ শাসকদলও আশাবাদী মুখ্যমন্ত্রী হয়তো এবার তাদের দাবি শুনবেন।

তৃণমূলের ফালাকাটা টাউন ব্লক সভাপতি শুভব্রত দে-ও বলছেন, বিধানসভা ভোটে পরাজয়ের পরেও ফালাকাটাকে মুখ্যমন্ত্রী পুরসভা করেছেন। আমরা পুরবোর্ড গঠন করে দলকে উপহার দিয়েছি। আশা করছি, মুখ্যমন্ত্রী এই জেলা সফরে ফালাকাটাকে মহকুমা নিয়ে আশার কথা শোনাবেন।

বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ফালাকাটাকে মহকুমা করার দাবি অনেক পুরোনো। এই দাবির সমর্থনে একটা সময় আন্দোলনও হয়েছে ফালাকাটায়। ফালাকাটা ব্যবসায়ী সমিতি, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ক্লাব সহ সাধারণ মানুষ রাস্তায় মিছিল করে মহকুমার দাবি জানিয়েছিল। কয়েক বছর আগে মহকুমার দাবিতে শহরজুড়ে পোস্টারও পড়েছিল।

কোচবিহার রাজদিঘিতে পরিযায়ীরা। – সংবাদচিত্র

রাতে অভিযান চালিয়ে চোলাই ভাঁটি ভাঙল পুলিশ

শামুকতলা, ৬ ডিসেম্বর : পুলিশ এর আগে চোলাই তৈরির ভাঁটি ভেঙে দিয়েছিল। তারপর মাঝে প্রায় ছয় মাস ওই কারবারমুখো হয়নি শামুকতলা থানা এলাকার কার্তিক চা বাগানের আদিবাসী মহল্লার দিলীপ তিরকি ও হিরালাল তিরকি। সম্প্রতি ফের পুরোনো কারবারে ফিরেছিল। বাড়িতে চোলাই তৈরি শুরু করেছিল।

ভাঁটি বানিয়ে রমরমিয়ে চলছিল চোলাই কারবার। শামুকতলা থানার ওসি অভিষেক ভট্টাচার্যের কাছে সে খবর পৌঁছোতেই এলাকায় ফের অভিযান। মঙ্গলবার রাতে অভিযান চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় চোলাই ভাঁটি। অন্তত ৬০ লিটার চোলাই বাজেয়াপ্ত করা হয়। একইসঙ্গে চোলাই তৈরির সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

দিলীপ ও হিরালালকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শামুকতলা থানার ওসি জানান, লাগাতার অভিযান চালিয়ে ছয় মাস আগেই ওই এলাকায় চোলাই কারবার পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে তারপর থেকে চোলাই তৈরির আর কেউ সাহস দেখায়নি।

কিন্তু সম্প্রতি কার্তিক বাগানে চোলাই বিক্রির খবর আসছিল পুলিশের কাছে। পুলিশ জানতে পারে কোন বাড়িতে চোলাই তৈরি হচ্ছে। সেইমতো সাদা পোশাকের বিশেষ দল অভিযান চালায়। দুই কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওসি জানিয়েছেন, চোলাই কারবার কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।

তদন্তকারী পুলিশ অফিসার জগদীশ রায় জানান, খুব গোপনে

গ্রেপ্তার দুই

চোলাই তৈরির ভাঁটি তৈরি করে কারবার চলছিল, যাতে কেউ টের না পান। পুলিশকে ফাঁকি দিতে দিনের বদলে রাতে তৈরি হচ্ছিল চোলাই। আর সেই চোলাই ভোর হতেই বাগানের বিভিন্ন এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হত।

বেশ কিছুদিন ধরে এই কারবার চালাচ্ছিল দীলিপ ও হিরালাল। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ মঙ্গলবার রাতে কার্তিক চা বাগানের ওই মহল্লায় হানা দেয়। চোলাই তৈরির সামগ্রী নষ্ট করে দেয় শামুকতলা থানার পুলিশ।

গোপন ভিডিও শেয়ার

হাসিমারা, ৬ ডিসেম্বর : ব্যক্তিগত ভিডিও ফুটেজ, ছবি অন্যকে শেয়ার করার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অভিযোগ, এক বিবাহিত মহিলার সঙ্গে বিবাহিত ওই ব্যক্তি পরকীয়ায় লিপ্ত ছিলেন। ওই মহিলার গোপন ও ব্যক্তিগত কিছু ভিডিও ফুটেজ ও ছবি সম্প্রতি সেই ব্যক্তি কয়েকজন বন্ধুর হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করে দেন। বিষয়টি জানতে পেরে বুধবার ওই মহিলা হাসিমারা পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, হাসিমারার দুটি পৃথক চা বাগানের বাসিন্দা ওই ব্যক্তি ও মহিলার মধ্যে পরকীয়া ছিল। সেই সুবাদে মহিলার কিছু আপত্তিজনক ছবি ও ভিডিও ফুটেজ ওই ব্যক্তি কোনওভাবে সংগ্রহ করেন। মহিলা পরকীয়া থেকে বের হয়ে আসতেই তিনি মহিলার ছবি ও ভিডিও নিজের বন্ধুদের শেয়ার করেন।

কেপিপির সভা

ঘোকসাডাঙ্গা, ৬ ডিসেম্বর : বুধবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের গুমানিহাটে কর্মী সম্মেলন করল কেপিপি। সংগঠনের ব্লক সভাপতি রঞ্জনরবি দাসের বাড়িতে আয়োজিত সেই কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নিখিল রায়, কোচবিহার জেলা কমিটির সভাপতি কংসরাজ বর্মন প্রমুখ।

বধূকে খুনের অভিযোগ

সোনাপুর, ৬ ডিসেম্বর : এক গৃহবধূকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের দক্ষিণ চকোয়াখেতি এলাকার। বুধবার বাপেরবাড়ির সদস্যদের নিয়ে সোনাপুর পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন ওই গৃহবধূ। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অভিযোগ, গত ২৮ নভেম্বর শ্বশুরবাড়িতে ওই মহিলাকে তাঁর স্বামী জোর করে বিষ খাইয়ে দিতে চান। কিছুটা বিষ মহিলার মুখেও পড়ে। বিষক্রিয়ায় মহিলার মুখের একটি অংশ পুড়ে গিয়েছে। ঘটনা নিয়ে আগে চাঞ্চল্য ছড়ালেও চিকিৎসাধীন থাকায় ওই মহিলা এতদিন অভিযোগ জানাতে পারেননি।

টোটোয় পণ্য পরিবহণ বন্ধের দাবি

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৬ ডিসেম্বর : যাত্রীর বদলে টোটোতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নানা সামগ্রী। সিমেন্ট, রড থেকে অন্যান্য নানা সামগ্রী নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে টোটো। এমনটাই অভিযোগ মালবাহী ছোটগাড়িচালকদের। টোটোর দাপটে রুজিরোজগারে টান পড়েছে মালবাহী গাড়ির চালকদের। টোটোয় সামগ্রী পরিবহণ বন্ধ করতে প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপের দাবি জানিয়ে বুধবার মাদারিহাট-বীরপাড়া বিডিও'র দ্বারস্থ হন তাঁরা। বিডিও'র অনুপস্থিতিতে অফিসে স্মারকলিপি জমা দেন মালবাহী ছোটগাড়িচালকরা। মাদারিহাট থানাতেও অভিযোগ জানিয়েছেন তাঁরা। যুগ্ম বিডিও সুমন ঝার বক্তব্য, ‘এখনও হাতে অভিযোগ পাইনি। পেলে খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে।’

মাদারিহাটে টোটোয় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে চাল। বুধবার। – সংবাদচিত্র

মালবাহী ছোটগাড়িচালকদের অভিযোগ, ‘পণ্যসামগ্রী নিয়ে জাতীয় সড়ক দিয়ে যাচ্ছে টোটো। যেখানে টোটোতে শুধুমাত্র যাত্রী নিয়ে যাওয়ার কথা, সেখানে নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে নিয়ে পরিবহণ করা হচ্ছে সামগ্রী। মাদারিহাট বীরপাড়ায় প্রশাসনের নাকের ডগায় টোটোচালকরা পণ্য নিয়ে যাচ্ছে। এতে যে কোনও সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা যেমন থাকছে, তেমনি মালবাহী গাড়িচালকরাও ক্ষতির মুখে পড়ছে। ছোট মালবাহী গাড়িচালক আলিসার রহমান বলছেন, ‘আমাদের মাস গেলেই গাড়ির কিস্তি দিতে হয়। আমরা তো প্যাসেঞ্জার নিয়ে যেতে পারি না। আমাদের একমাত্র ভরসা সিমেন্ট, রড এবং গালামালের নানারকম জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া। এখানেও টোটোচালকরা আমাদের পেটে লাথি মারছে।’

আরেক গাড়িচালক রাজদীপ সাহা টোটোচালকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, ‘টোটোচালকদের একাংশ পণ্য নিয়ে যাচ্ছে। এতে আমাদের ভাড়া কম কমছে। আমরা ক্ষতির মুখে পড়ছি।’ একই বক্তব্য বইজু মাহাতোরও। মাদারিহাট টোটো ইউনিয়নের সম্পাদক তারক দাস বলেন, ‘যাত্রীদের অনুরোধে তাঁদেরই দু’-একবস্তা চাল বা অন্যকিছু নিয়ে যাওয়া হয়। এখানকার টোটোচালকরা মাদারিহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকা ছাড়া অন্য জায়গায় যায় না। জিনিসপত্রও নিয়ে যাওয়া হয় না।’

টুকরো খবর

ট্রাফিক অমান্য

রাঙ্গালিবাজনা, ৬ ডিসেম্বর : ট্রাফিকে লাল বাতি জ্বলে উঠলেও বেপরোয়া গাড়ি চালকদের একাংশ। ফলে রাঙ্গালিবাজনা চৌপথিতে স্থানীয়দের ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ে পারাপার করতে হয় ঝুঁকি নিয়ে। বুধবার সকাল ন'টা নাগাদ লাল বাতি জ্বলে ওঠার পর রাস্তা পারাপার করছিলেন স্থানীয়রা। হঠাৎ সিগনাল ভেঙে এগিয়ে যায় একটি ১৬ চাকার ট্রাক। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যায় সাইকেল আরোহী এক কিশোর। সিভিক ভলান্টিয়াররা ট্রাকটিকে আটক করেন। স্থানীয়রা জানান, চৌপথিতে রাস্তা পার হতে গিয়ে বেশ কয়েকজন গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছেন। গাড়ি চালকদের বেপরোয়া মনোভাবের জন্য সিভিক ভলান্টিয়ার ও হোমগার্ডদের প্রাণ হাতে নিয়ে ডিউটি করতে হচ্ছে। পুলিশ জানায়, ট্রাফিক সিগনাল আইন ভাঙলে গাড়ি চালকদের জরিমানা করা হয়।

বামের সভা

পলাশবাড়ি, ৬ ডিসেম্বর : একাধিক দাবিতে বিক্ষোভ সভা করল সিপিএম। বুধবার আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের শিলবাড়িহাটে স্থানীয় নানা ইস্যুতে সিপিএমের সভা হয়। একশো দিনের কাজ দ্রুত চালু করা, নদীর বালি-পাথর উত্তোলন চালু, মুন্সিপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্থায়ী চিকিৎসক নিয়োগের দাবি, আবাস যোজনার উপভোক্তাদের স্বচ্ছ নামের তালিকা প্রকাশ, বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার চালুর বিরুদ্ধে এদিনের বিক্ষোভ সভায় সিপিএমের আলিপুরদুয়ার-১ পশ্চিম এরিয়া সম্পাদক গুরুদেব বর্মন সহ অন্য নেতারা বক্তব্য রাখেন। ৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার এইসব দাবিতে আলিপুরদুয়ার-১'এর বিডিওর কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হবে বলে সিপিএম নেতা অরবিন্দ রায় জানিয়েছেন।

স্বনির্ভর প্রশিক্ষণ

জয়গাঁ, ৬ ডিসেম্বর : সীমান্ত এলাকার যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে বছরের বিভিন্ন সময় নানা কর্মসূচি নেয় এসএসবি ৫৩ ব্যাটালিয়ন। জয়গাঁ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের খোকলাবস্তিতেও এসএসবির তরফে শুরু হয়েছে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ। খোকলাবস্তি সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩০ জন যুবক-যুবতীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এক মাস ধরে চলবে এই প্রশিক্ষণ।

পুলিশ হেপাজত

বীরপাড়া, ৬ ডিসেম্বর : জাল নোট ও মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ধৃত মুর্শিদাবাদের হাজিকুল শেখকে বুধবার আলিপুরদুয়ার মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তার ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানান বীরপাড়া থানার ওসি পালজার ছিরিং ভুটিয়া। গত মঙ্গলবার তাকে বীরপাড়ার দলগাঁও রেলস্টেশন চত্বর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে ১৯৮টি ৫০০ টাকার জাল নোট ও ২০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করেন এসএসবির ১৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা।

মন্দির কমিটি

ফালাকাটা, ৬ ডিসেম্বর : ফালাকাটা আদি জংলা কালীবাড়ি মন্দির কমিটি গঠন করা হল। বুধবার জংলা কালীবাড়ি মন্দির প্রাঙ্গণে আয়োজিত বৈঠকে সর্বসম্মতিতে ৪৫ জনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়। এদিন এবছরের হয়ে যাওয়া কালীপুজোর আয়ব্যয়ের হিসেব পেশ করা হয়। জংলা কালীবাড়ি বিদায়ি মন্দির কমিটির সভাপতি প্রদ্যুৎকুমার বসু জানান, এদিন পুরোনো কমিটি ভেঙে ৪৫ জনের একটি নতুন কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি আগামীদিনে বসে পদাধিকারীদের নাম ঠিক করবে।

শিবিরের প্রস্তুতি

কালচিনি, ৬ ডিসেম্বর : বিভিন্ন জায়গার রক্তদাতাদের সংগঠিত করে রক্তদান শিবির আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছেন কালচিনির নিমতিঝোরা চা বাগানের বাসিন্দা রঞ্জিত মিশ্র। তিনি ইতিমধ্যে ১১২ বার রক্তদান করেছেন। আগামী ১১ ডিসেম্বর নিমতিঝোরা এসটি স্পোর্টিং ক্লাব সহ কয়েকটি সংগঠনের সহযোগিতায় ওই বাগানে শিবির হবে। কাশ্মীর, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, নাগাল্যান্ড, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে রক্তদাতারা ওই শিবিরে উপস্থিত থাকবেন। রঞ্জিতের কথায়, ‘ওই শিবিরে ১৪১ জন রক্তদাতাকে রক্তবীর সম্মান প্রদান করা হবে। ইতিমধ্যে ওই শিবিরের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।’

একত্রিত হলে বিজেপিকে হারানো সম্ভব বলে বার্তা

রাহুলের ফোন, মমতার পরামর্শ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

আমরা ভেদাভেদ মানি না। 'ইন্ডিয়া'কে আরও জোরদার করতে হবে। তৃণমূলই বিজেপিকে হারাতে পারে। বিজেপির অত্যাচারের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে।
–মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে 'ইন্ডিয়া' জোটকে আবারও ঐক্যবদ্ধ থাকার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জোটের সব শরিক একসঙ্গে লড়াই করলে বিজেপিকে যে হারানো সম্ভব, তা মনে করিয়ে দিয়ে তৃণমূল নেত্রী বলেন, 'আমাদের একসঙ্গে লড়তে হবে। ভোট কাটাকাটির জন্যই তিন রাজ্যে কংগ্রেসের ফল খারাপ হয়েছে। একত্রিত থাকলেই বিজেপিকে হারানো সম্ভব। বিজেপি বিভাজনের রাজনীতি করে। এই বিভেদের রাজনীতি দেশ থেকে সরাতে হবে।'

বুধবার উত্তরবঙ্গ সফরে যাওয়ার আগে কলকাতার ধর্মতলায় সংখ্যালঘু সেলের সংহতি সভায় রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ফোনে ভার্চুয়ালি ভাষণ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

সোমবারই পাঁচ রাজ্যের ভোটের ফল নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক নিয়ে তাঁকে কিছু জানানো হয়নি। তাঁর পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি থাকায় তিনি ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারবেন না। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সোমবার আমাকে রাহুল গান্ধি ফোন করেছিলেন। তবে বৈঠক সম্পর্কে আমাকে আগে থেকে জানানো হয়নি। আমি তাঁকে জানিয়েছিলাম, আমার পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি আছে। মুখ্যমন্ত্রীদের কর্মসূচি আগে থেকেই তৈরি থাকে। অন্তত ৭ থেকে ১০ দিন আগে জানতে না পারলে খুব সমস্যা হয়।' তৃণমূল সূত্রে খবর, বৈঠক সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী জানতে না পারায় তিনি যে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন, তা কংগ্রেস হাইকমান্ডের কাছে পৌঁছোনোর পরই মমতাকে ফোন করেন রাহুল।

প্রথমে ঠিক হয়েছিল বুধবার ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক হবে। কিন্তু মমতা, নীতীশ, অখিলেশরা আসতে পারবেন না বলে জানানোয় সেই বৈঠক পিছিয়ে দেওয়া হয়। আরজেডি সুপ্রিম লালুপ্রসাদ যাদব জানিয়েছেন, ওই বৈঠক ১৭ তারিখ হবে। ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে জোরালো সওয়াল করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'তিন রাজ্যে শুধুমাত্র ভোট ভাগাভাগির কারণেই বিজেপি জিতে গিয়েছে। ইন্ডিয়া জোটের সমস্ত শরিক একত্রিত থাকলে বিজেপি জিততে পারত না। আগামী লোকসভা ভোটেও শরিকরা আসন সমঝোতা করে লড়াই করলে বিজেপিকে হারানো সম্ভব।'

ইন্ডিয়া জোটকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করার বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কোনও ভেদাভেদ আমরা মানি না। ইন্ডিয়াকে আরও জোরদার করতে হবে। ভোট কেটে যারা বিজেপিকে জেতাতে চাইছে, তাদের চিহ্নিত করুন। ধর্মের নামে সমাজকে ভাগাভাগি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তৃণমূলই বিজেপিকে হারাতে পারে। বিজেপির অত্যাচারের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে।'

তবে মমতা ইন্ডিয়া জোটকে শক্তিশালী করার বার্তা দিলেও তাঁর দলের গতিবিধি ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে রাজনৈতিক মহলে। বুধবার সন্ধ্যায় ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের একটি নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। কিন্তু সেই নৈশভোজে যোগ দিল না তৃণমূল। এব্যাপারে তৃণমূলের সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমরা খাড়গেজির কক্ষে সকাল ১০টায় বৈঠক করতে অভ্যস্ত। কিন্তু আচমকা সন্ধ্যায় আমন্ত্রণ জানালে যাওয়া সম্ভব নয়।' সুদীপের খোঁচা, 'সবটাই হোয়াটসঅ্যাপে হয় না। এসএমএসে নৈশভোজ ডাকা যায় কিনা তা আমার জানা নেই।'

তবে তৃণমূল যোগ না দিলেও অন্য ইন্ডিয়া শরিকরা খাড়গের বাসভবনের বৈঠকে হাজির ছিলেন। ইন্ডিয়া জোটের ফাটল মেরামতে উদ্যোগী হয়েছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারও। শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, আহ্বায়ক হিসেবে উদ্ধব ঠাকরে সবথেকে গ্রহণযোগ্য মুখ।

বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘুদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'বিভাজনের রাজনীতি করার চেষ্টা করছে গেরুয়া শিবির। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছিল। মাথায় রাখবেন, আপনাদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে বিজেপি। এই দিনটি সম্প্রীতি দিবস, ঐক্যের দিবস হিসেবে আমরা পালন করি। বাংলার মাটি সংস্কৃতির মাটি, সব ধর্মের মাটি বাংলা। আগামীদিনে বাংলাই পথ দেখাবে।'

বকেয়া আদায়ে দলকে ফের পথে নামার নির্দেশ

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : একশো দিনের কাজের প্রকল্পে উত্তরপ্রদেশে মোট ২ লক্ষ ৯৬ হাজার ৪৬৪টি ভুয়ো জব কার্ড ২০২২-২০২৩ সালে বাতিল হয়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ৫ হাজার ২৬৩টি ভুয়ো জব কার্ড বাতিল করা হয়েছে। অথচ ওই আর্থিক বছরেই উত্তরপ্রদেশ সরকারকে এই প্রকল্পে ১২,৭৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হলেও আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে এরাজ্যকে কোনও টাকাই দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার।

এই নিয়ে ইতিমধ্যেই তৃণমূল বুথস্তরে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্ট বলছে, একশো দিনের কাজের প্রকল্পে বিজেপি শাসিত উত্তর ও মধ্যপ্রদেশে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয়েছে। অথচ ওই দুই রাজ্যে এই প্রকল্পের টাকা আটকে রাখেনি কেন্দ্রীয় সরকার। শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে বলে দাবি তৃণমূলের।

ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ দেবের করা প্রশ্নের লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জানিয়েছেন, ২০২১ সালে সারা দেশে মোট ১০ লক্ষ ৫০ হাজার ৪০১টি ভুয়ো জব কার্ড বাতিল হয়েছে। তার মধ্যে ২০২১-২০২২ ও ২০২২-২০২৩ সালে ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪০১টি কার্ড উত্তরপ্রদেশে ও ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৬৮টি কার্ড মধ্যপ্রদেশে বাতিল হয়েছে। এই দুই রাজ্যেই বিজেপি শাসিত সরকার রয়েছে। কিন্তু সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে বাতিল কার্ডের সংখ্যা মাত্র ৫৬৫১। তৃণমূলের এক্স হ্যান্ডেলে বুধবার দাবি করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের এই পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে, শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গকে রাজনৈতিকভাবে হেনস্তা করতেই এই টাকা আটকে রাখা হয়েছে। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মুহূর্তে পাহাড়ে রয়েছেন। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের এই তথ্যকে সামনে রেখেই রাজ্যের সর্বত্র বুথস্তরে এই নিয়ে প্রচারাভিযান চালাতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

উত্তরপ্রদেশে ৩ লক্ষ ভুয়ো জব কার্ডে বরাদ্দ সর্বাধিক

একশো দিনের কাজের প্রকল্পে বঞ্চিতরা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দিল্লিতে আন্দোলনও করেছেন। এই ইস্যুতে দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের কথাও বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তারই মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্ট তৃণমূলের হাতে বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফের একশো দিনের কাজের প্রকল্পের টাকার দাবিতে দিল্লিতে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন উত্তরবঙ্গ যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে তিনি বলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে সময় চেয়েছি। এই রাজ্যকে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা থেকে কেন বঞ্চিত করা হবে, তা আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চাইব। প্রধানমন্ত্রীর কাছে সময় পেলেই আমি সমস্ত সাংসদকে নিয়ে দেখা করব।'

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'উত্তরপ্রদেশ সরকার নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে ভুয়ো জবকার্ড বাতিল করেছে। কিন্তু এই রাজ্যের সরকার ওই ভুয়ো জব কার্ডকে ব্যবহার করে নেতাদের পয়সা কামানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের কাছে যে প্রশ্ন রেখেছিল, তার উত্তর রাজ্য সরকার দিতে পারেনি। তার ফলে বোঝাই যাচ্ছে, এই রাজ্যে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে।'

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'রাজ্যের যে শ্রমিকরা এই প্রকল্পে কাজ করেছেন, তাঁদের টাকা মিটিয়ে দেওয়া উচিত।'

এনক্লোজারেও দুরন্ত চিতাবাঘ। বুধবার বর্ধমানের রমনাবাগানে। –পিটিআই

ঝালদা পুরসভার আস্থা ভোটের রায়ে স্থগিতাদেশ

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর: ঝালদা পুরসভায় আস্থাভোটের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে আস্থাভোটের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বুধবার সেই নির্দেশেই স্থগিতাদেশ দেয় বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। পুরসভার চেয়ারম্যানের অপসারণের জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে বলে জানিয়েছে আদালত।

ঝালদা পুরসভার পুরপ্রধান শীলা চট্টোপাধ্যায়কে অপসারণের দাবিতে গত ২৩ নভেম্বর হাইকোর্টে জোড়া মামলা দায়ের করেছিলেন পাঁচ তৃণমূল কংগ্রেস ও দুই কংগ্রেস কাউন্সিলার। ৩০ নভেম্বর বিচারপতি অমৃতা সিনহা এই মামলায় নির্দেশ দিয়েছিলেন, ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে জেলাশাসকের উপস্থিতিতে আস্থাভোট করাতে হবে। ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে এই নিয়ে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য সরকার। এদিন এই মামলার শুনানিতে ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, পুরপ্রধান অপসারণের ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। আদালত এই বিষয়ে আস্থাভোট করানোর নির্দেশ দিতে পারে না। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ পুরসভা গ্রহণ করবে। এরপরেই বিচারপতি অমৃতা সিনহার একক বেঞ্চের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয় ডিভিশন বেঞ্চ।

৭৮১ নয়, শিক্ষকের শূন্যপদ অনেক বেশি

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : রাজ্যে শিক্ষকের মোট শূন্যপদ ৭৮১ বলে মঙ্গলবার বিধানসভায় জানিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এই তথ্য প্রকাশের পরই শুরু হয় জোর আলোড়ন। বুধবার আগের সেই ঘোষণা থেকে সরে গিয়ে ব্রাত্য জানান, ৭৮১ নয়, শূন্যপদের সংখ্যা অনেক বেশি। একদিনের মধ্যেই শিক্ষামন্ত্রীর ভোলবদল নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেছেন বিরোধীরা।

শিক্ষক পদে নিয়োগের দাবিতে কয়েক বছর ধরে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছেন হাজার হাজার চাকরিপ্রার্থী। তারই মধ্যে নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সিবিআই ও ইডি তদন্ত শুরু করে। এর জেরে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় সহ শিক্ষাকর্তারা গ্রেপ্তার হন। বর্তমানে তাঁরা বিচারাধীন বন্দি। শিক্ষক পদে নিয়োগ নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই কলকাতায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন চাকরিপ্রার্থীরা। বিরোধীরাও দুর্নীতি ও শিক্ষক পদে নিয়োগের দাবি জানিয়ে আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। আগামী লোকসভা নির্বাচনে শাসকদলের বিরুদ্ধে শিক্ষক পদে নিয়োগ ও দুর্নীতি বিজেপির অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভোল বদল ব্রাত্যর

এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার বিধানসভায় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানান, উচ্চমাধ্যমিকে ১৩টি, মাধ্যমিকে ২৮টি, প্রাথমিকে ২৬৭টি ও উচ্চপ্রাথমিকে ৪৭৩টি শূন্যপদ আছে। সবমিলিয়ে সংখ্যাটি ৭৮১। বুধবার ব্রাত্য তাঁর আগের বক্তব্য থেকে সম্পূর্ণ সরে আসেন। এদিন বিধানসভায় তিনি জানান, বর্তমানে প্রাথমিকে শূন্যপদ ১১,৭৬৫ এবং উচ্চপ্রাথমিকে শূন্যপদের সংখ্যা ১৪,৩৩৯। এই দুই ক্ষেত্রেই আদালতের নির্দেশে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মাধ্যমিকে খালি পদের সংখ্যা ১৩,৫০০-র বেশি। উচ্চমাধ্যমিকে এই সংখ্যা সাড়ে ৫ হাজারের বেশি। আদালতের নির্দেশ পেলে এই সমস্ত পদেও নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে। এছাড়াও কিছু পদ খালি পড়ে আছে। তাঁর বক্তব্য, 'মঙ্গলবার বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে আমি বলেছিলাম শিক্ষকের শূন্যপদ কত তা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। কারণ, প্রতিনিয়তই কেউ না কেউ অবসর নিচ্ছেন। কিন্তু আমার কথা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। আমি এই বিতর্কের অবসান চাই।এজন্যই আজকের এই পরিসংখ্যান দেওয়া হল।' বিরোধীরা ব্রাত্যর বক্তব্য নিয়ে কটাক্ষ করা শুরু করেছেন। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'আসলে তথ্য গোপন করছেন শিক্ষামন্ত্রী। এই সরকারের কাজই হল তথ্য গোপন করা। হাজার হাজার চাকরিপ্রার্থী আজ রাস্তায় আন্দোলন করছেন। সেই লজ্জা ঢাকতেই মিথ্যা বলছেন শিক্ষামন্ত্রী।'

চাকরি বাতিলের যুক্তি জানতে চাইল ডিভিশন বেঞ্চ

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর: প্রাথমিকের ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি কোন যুক্তিতে বাতিল হয়েছিল, জানতে চাইল ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে মামলার বাদী-বিবাদী সব পক্ষকে তা লিখিত আকারে জমা দিতে হবে।

২০১৪ সালের টেট পরীক্ষায় প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার চাকরিপ্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ২০১৬ সালে তাঁদের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করে পর্ষদ। ৪২ হাজার ৯৪৯ জন প্রার্থীকে চাকরি দেওয়া হয়েছিল। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ত্রুটি রয়েছে বলে হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন ১৪০ জন চাকরিপ্রার্থী। চাকরি পাওয়া ৩২ হাজার প্রার্থী অপ্রশিক্ষিত বলেও অভিযোগ ওঠে। এই মামলায় গত ১২ মে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন, পরের চারমাস ওই ৩২ হাজার শিক্ষক প্যারাটিচারের মতো বেতন পাবেন। তিন মাসের মধ্যে পর্ষদকে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। গত ১৯ মে বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ও বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশের ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয়। ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, আপাতত ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল হবে না। তবে নতুন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশ নিতে হবে। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে পালটা সুপ্রিম কোর্টে যায় পর্ষদ ও শিক্ষকদের একাংশ। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, যাদের চাকরি বাতিল হয়েছিল তাদের কিছু অংশকে মামলায় যুক্ত করে বক্তব্য শোনা উচিত ছিল হাইকোর্টের একক ও ডিভিশন বেঞ্চের। তা তাঁরা করেননি। নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ হবে। তাই নতুন করে নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা নেই।

এরপর ডিভিশন বেঞ্চের অন্তর্বর্তী নির্দেশ খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালত। ডিভিশন বেঞ্চকে ক্ষতিগ্রস্তদের বক্তব্য শোনার পরামর্শ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। তবে একক বেঞ্চের নির্দেশ নিয়ে কোনও রায় দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট।

অবশেষে প্রধানমন্ত্রী ও উপাচার্যর নাম সংবলিত বিশ্ব হেরিটেজের স্বীকৃতি প্রাপ্তির ফলক গুঁড়িয়ে দেওয়া হল শান্তিনিকেতনে। বুধবার সন্ধ্যায় অভিযানে নেমে শান্তিনিকেতনের তিনটি ঐতিহ্যবাহী স্থানে বসানো তিনটি ফলক ভেঙে দিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন অধ্যাপক,পড়ুয়া, আশ্রমিক এবং প্রাক্তনীরা। *তথ্য ও ছবি : আশিস মণ্ডল*

নিযুক্তদের নোটিশ

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : ২০১৬ সালে এসএসসিতে যাঁরা চাকরি পেয়েছিলেন তাঁদের প্রত্যেককে নোটিশ পাঠাতে বলল কলকাতা হাইকোর্ট। শিক্ষক-অশিক্ষক মিলিয়ে ২৩,৫৪৯ জন চাকরি পেয়েছিলেন। তাঁদেরই নোটিশ পাঠাতে বলল বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। এই নোটিশ পেয়ে স্বাক্ষর না করলে তাঁরা চলতি মাসে বেতন পাবেন না বলে জানিয়ে দিল আদালত।

২০১৬ সালে এসএসসির মাধ্যমে যাঁরা চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল। খালি খাতা ও ফাঁকা ওএমআর শিট জমা দিয়ে চাকরি পাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের অযোগ্য বলে চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন চাকরিপ্রাপকরা। তাঁদের দাবি, তাঁদের কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই চাকরি বাতিল করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের একক বেঞ্চের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছিল। ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, নোটিশ পাওয়ার পর তাঁদের দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নিতে হবে। তা না করলে ডিসেম্বর মাসের বেতন পাবেন না। আদালতের নির্দেশ ঠিকমতো পালন হয়েছে কিনা দেখার জন্য একজন নোডাল অফিসার নিয়োগের কথাও বলা হয়েছে আদালতে।

শুভেন্দুর স্বস্তি

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর: শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে মানহানি মামলায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ওই মামলায় নিম্ন আদালতে আপাতত বিচারপ্রক্রিয়া স্থগিত থাকবে বলে নির্দেশ দেয় বিচারপতি শম্পা সরকারের বেঞ্চ।

কেন্দ্রের 'জল জীবন মিশন' প্রকল্পে একাধিক বিষয়ে রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায়ের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধী দলনেতা অভিযোগ করেছিলেন, খোলা বাজারে ফেরুলের দাম ২১৩ টাকা। অথচ তা কেনা হয়েছে ৫৭০ টাকায়। ১,০৮৬ কোটি টাকার প্রকল্পে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার দুর্নীতি করা হয়েছে। এরপরই মানহানির মামলার বিষয়ে শুভেন্দুকে নোটিশ পাঠান মন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, শুভেন্দু তাঁর পাঠানো নোটিশের কোনও জবাব দেননি। গত ৩ জানুয়ারি বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে উলুবেড়িয়ার মহকুমা আদালতের দেওয়ানি বিভাগে মানহানির মামলা দায়ের করেন মন্ত্রী। মামলাটি নিম্ন আদালতেই বিচারাধীন ছিল। মন্ত্রীর দায়ের করা মামলাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন শুভেন্দু। বুধবার শুভেন্দুর মামলার শুনানিতে বিচারপতি নির্দেশ দেন, হাইকোর্টে মামলার বিষয়টি মন্ত্রী পুলক রায়কে জানিয়ে শুভেন্দু অধিকারীকে নোটিশ দিতে হবে। এরপরই হাইকোর্টে আবার মামলাটি উঠবে। নিম্ন আদালতে আপাতত এই মামলায় বিচারপ্রক্রিয়া স্থগিত থাকবে। ১১ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

সমাবর্তন বাতিল

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : বাতিল হয়ে গেল কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান। বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের এপিজে আব্দুল কালাম অডিটোরিয়ামে ওই সমাবর্তন অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মঙ্গলবার কলেজের এক শিক্ষক ও কয়েকজন শিক্ষাকর্মী সমাবর্তন অনুষ্ঠান বাতিল করার দাবিতে উপাচার্য অমলেন্দু ভুঁইয়া ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের রাত পৌনে ১০টা পর্যন্ত ঘেরাও করে রাখেন। এদিন কলেজের রেজিস্ট্রার দেবাংশু রায় অনুষ্ঠান বাতিলের নোটিশ জারি করেছেন। সেখানে অবশ্য বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি যে ঘটনা ঘটেছে, সেই ঘটনার প্রেক্ষিতেই সমাবর্তন অনুষ্ঠান বাতিল করা হল। এইভাবে সমাবর্তন অনুষ্ঠান বাতিল হওয়ায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষকমহলে।

৪২ আসনে প্রার্থী হিন্দু মহাসভার

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা হয়নি। তার মধ্যেই বাংলা থেকে ৪২টি আসনেই ভোটে লড়াইয়ে কথা ঘোষণা করল মহাসভা।

সংগঠনের রাজ্য সভাপতি চন্দ্রচূড় গোস্বামী জানিয়েছেন, লোকসভা নির্বাচনে এরাজ্যের ৪২টি কেন্দ্রে তাঁরা লড়াই করতে চলেছেন। তাঁর দাবি, শুধু লড়াই নয়, তাঁরা হতে চলেছেন আগামী লোকসভার নির্ধারক শক্তি। ইতিমধ্যেই মতুয়া সম্প্রদায়ের একাংশ তাঁদের সমর্থন করবে বলে জানিয়েছে। এজন্য ঠাকুরনগরে মতুয়াদের নিয়ে দলের আঞ্চলিক কমিটিও গঠন করা হয়েছে। অতীতে বিজেপির মঞ্চে দেখা গেলেও বর্তমানে রাজ্যের শাসক দলের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা লক্ষ করা গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন, বাংলার রাজ্য সংগীত নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা সর্বদল বৈঠকেও উপস্থিত ছিলেন তিনি। রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, এদের পিছনে রয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। জেতার জন্য তিনি জাতীয় সংগীত, চণ্ডীপাঠের পর হিন্দু মহাসভাকে ধরেছেন। তবে মানুষ স্থির করে নিয়েছে এবার গঙ্গার আরতির ঘাটে তৃণমূলকে ডুবিয়ে দেবে।

আধ ডজনের বেশি মন্ত্রী-বিধায়ক ভোটদানে বঞ্চিত

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : টানা দু'দিন আলোচনা শেষে বিধানসভায় ভোটাভুটিতে পাশ হল ক্রিমিনাল জাস্টিস ডেলিভারি সিস্টেম। আর এই নিয়ে বুধবার বিধানসভায় ঘটল প্রায় নজিরবিহীন ঘটনা। ভোটাভুটি চেয়েছিল বিজেপি পরিষদীয় দল। আর মূলত তাঁদের আপত্তিতেই ভোটাভুটিতে এদিন অংশ নিতে পারলেন না রাজ্যের আধডজন মন্ত্রী ও শাসক দলের দুই বিধায়ক। ঘটনাটি নজিরবিহীন। কারণ, বিজেপি পরিষদীয় দলের আপত্তিতে এঁদের ভোট দিতে না দেওয়ার ব্যাপারে এদিন খোদ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মতি জানান। তাঁর নির্দেশেই এঁরা ভোট দিতে পারলেন না।

বুধবার অধিবেশনে ভোটাভুটির সময় অধ্যক্ষ বিধানসভাকক্ষের দরজা বন্ধ করার নির্দেশ দেন। শুরু হয় সভায় শাসক ও বিরোধী দলের বিধায়কদের মধ্যে ভোটাভুটির জন্য স্লিপ বিতরণ। সেই সময় দরজা ঠেলে সভায় প্রবেশ করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। তাঁদের সঙ্গে সভায় ঢোকেন তৃণমূলের বিধায়ক নির্মল মাজি। আর তাঁদের সভায় ঢুকতে দেখেই বিজেপি বিধায়করা প্রতিবাদ করে ওঠেন। তাঁদের দাবি, এঁদেরকে সভায় ভোট দিতে দেওয়া চলবে না। অধ্যক্ষ তাঁদের ভোট দিতে দিলে প্রতিবাদে তাঁরা সভা থেকে ওয়াকআউট করবেন। এই সময় আরও দুই মন্ত্রী সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন সভায় ঢোকেন। তৃণমূল বিধায়ক বিবেক গুপ্তও এইসময় সভায় আসেন। এঁদের সবাইকে দেরিতে সভায় আসতে দেখে অধ্যক্ষ বিজেপি বিধায়কদের প্রতিবাদকে পরোক্ষে সমর্থন করে নির্দেশ দেন, যেসব মন্ত্রী ও বিধায়ক স্লিপ দেওয়ার সময় সভার ভিতরে ঢুকেছেন, তাঁরা ভোট দিতে পারবেন না।

বিজেপি'র আপত্তি মানলেন অধ্যক্ষ

বিজেপি বিধায়করা দাবি তোলেন, এঁরা কক্ষে থাকলেও তাঁরা সভা থেকে ওয়াকআউট করবেন। এরপর অধ্যক্ষ বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক মনোজ টিগ্গাকে বলেন, 'আপনারা ওয়াকআউট করবেন না। ওঁরা কেউ ভোটে অংশ নেবেন না।'

এরপর শুরু হয় ভোটপর্ব। ভোটে প্রস্তাবটি পাশ হয় ১০১-৪২ ভোটে। ন্যায় সংহিতা বিলের বিরোধিতা করে শাসক দলের আনা প্রস্তাব এদিন পাস হয় এই বিতর্কের মধ্যেই। তৃণমূলের বিধায়কদের বক্তব্য, 'এই বিলে একাধিক অমানবিক ধারা যুক্ত হয়েছে। যা মোটেই জনস্বার্থ রক্ষা করে না। যদিও বিরোধী দল বিজেপি বিধায়কদের দাবি, দেশের স্বার্থেই কেন্দ্র এই বিল এনেছে। দেশের স্বার্থরক্ষায় এই বিল স্বাভাবিকভাবেই সমর্থনযোগ্য।'

চলচ্চিত্র উৎসবে আজ বাঁকুড়ার সিনেমা প্রদর্শন

দীপেন ঢাং

বাঁকুড়া, ৬ ডিসেম্বর : কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এবার সবার নজরে বাঁকুড়া। ক্লাইমেট ক্রাইসিস-নিয়ে ৫ ছবি প্রদর্শিত হবে। তার মধ্যে একমাত্র বাংলা ছবি 'কলমকাঠি' বানিয়েছেন লালমাটির দেশের ছেলে বিপ্লব দাস। দেশীয় প্রজাতির কলমকাঠি ধান কীভাবে পরিবেশ রক্ষার হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে, রুপোলি পর্দায় সেটাই তুলে ধরেছেন তিনি। বাঁকুড়ার অনেকেই বলছেন, কলকাতার বাইরেও যে এত ভালো সিনেমা তৈরি হয় সেটা বাঁকুড়া দেখিয়ে দিল।

৭ ডিসেম্বর বিকাল ৩.৩০ মিনিটে ভবানীপুর বিজলি সিনেমাহলে প্রদর্শিত হবে এই সিনেমা। ইতিমধ্যে দেশ-বিদেশের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে একাধিক বিভাগে পুরস্কার জিতেছে রাঢ়বঙ্গের হারিয়ে যাওয়া কলমকাঠি ধান নিয়ে তৈরি সিনেমা। বাঁকুড়ার পটভূমিতে চিত্রনাট্য ও সংলাপ লেখা থেকে শুরু করে পরিচালনা করেছেন ১ ঘণ্টা ২০ মিনিটের এই কাহিনীচিত্র কলমকাঠি।

পরিচালক বিপ্লব দাস তাঁর কলমকাঠি-তে তুলে ধরেছেন, চাষবাসে রাসায়নিক সারের প্রয়োগ কীভাবে পরিবেশ, বাস্তুতন্ত্র ও মাটির সর্বনাশ ডেকে আনছে। কলমকাঠি একটি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ধানের প্রজাতি। আগেও রাঢ়বঙ্গ ও মানভূমের মাটিতে কলমকাঠি ধান চাষ করে গোলা ভরে থাকত ঘরে ঘরে। সেই সুমিষ্ট ধান গবেষণাগারে ঠাঁই নিয়েছে। বিপ্লব দাস ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির বাঁকুড়া জেলা সংগঠনের অন্যতম কর্মকর্তা। জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে ঘুরে তিনি গ্রামবাংলার মানুষের মনে গেঁথে থাকা কুসংস্কার দূর করতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

কথায় কথায় জানালেন, বন্ধুদের সঙ্গে চায়ের আড্ডায় বসে কলমকাঠি ধান নিয়ে সিনেমা তৈরির বিষয়টি মাথায় আসে। কলমকাঠি ধানকে বাঁচাতে এবং দেশীয় ধানের চাষ ফিরিয়ে আনতে বাঁকুড়ার মানুষকে কাজে লাগিয়েছি এই সিনেমায়। ছাতনার শুশুনিয়া পাহাড় কোলের চাঁদড়া কল্যাণ সংঘের একটি আলোচনা সভার পরই চিত্রনাট্যও লিখে ফেলি। ছাতনার শুশুনিয়া পাহাড় কোলের অমরকানন শময়িতা মঠের আদর্শ গ্রাম শিউলিবোনা, সোনামুখীর পাঁচাল, বাঁকুড়া শহর, রাজগ্রাম, খাতড়ার সোনামণি পাহাড়ে ২০ দিন ধরে শুটিং করেছি।

বিপ্লবের কথায়, কলমকাঠি সহ অনেক দেশীয় ধান খরা অঞ্চলে অত্যন্ত উপযোগী। ছবিটি নির্মাণ করেই দেশ-বিদেশের বহু চলচ্চিত্র উৎসবে সিডি পাঠিয়েছিলাম। ইউক্রেন, সুইডেন, আমেরিকা, তুর্কি, মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার জিতেছি। এর আগে ইন্দো-ফ্রান্স ফিল্ম ফেস্টিভাল থেকেও একাধিক বিভাগে পুরস্কৃত হয়েছে কলমকাঠি। সিনেমার সংগীত পরিচালনা করেছেন পূর্বাশা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত বিভাগেও আগে এই সিনেমা পুরস্কার জিতেছে।

পরিচালক বলেন, আমরা ফিল্মমেকার নই। কলমকাঠিও সেই অর্থে ফিল্ম নয়। অভিনয়, মেকআপ, ক্যামেরা, লাইট, সাউন্ড-কোনওটাই এখানে ফিল্মের মতো করে করা হয়নি। আমাদের চেষ্টা ছিল, দুই দশক আগের এই সুমিষ্ট ধানের চালকে ফিরিয়ে আনা। পরিবেশ রক্ষার বার্তা দেওয়া।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বিপন্ন কোনও পশুকে বাঁচাতে পেরে আনন্দ। নতুন চাকরিতে যোগ দিতে পারেন। বৃষ : অলসতার কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। কাউকে উপদেশ দিতে যাবেন না। মিথুন : ব্যবসার কাজে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। কর্কট : হঠাৎ নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা। অন্যায়কারীকে আজ চিনতে পারবেন। সিংহ : ভ্রমণে আনন্দ লাভ। ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। কন্যা : দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তা পেয়ে ব্যবসায় উন্নতি। সংসারে আত্মীয়রা আসায় আনন্দ। তুলা : নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সুযোগ পেয়ে খুশি। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কমবে। বৃশ্চিক : ভাইয়ের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। ধনু : শরীর নিয়ে এক ধরনের দুশ্চিন্তা থাকবে। ব্যবসার জন্যে ধার করতে হতে পারে। মকর : খুব কাছের লোকের দ্বারা প্রতারিত হতে পারেন। নতুন অফিসে যোগ দিতে পারেন। কুম্ভ : রাজনীতির ব্যক্তি হলে আজ নতুন কোনও দায়িত্ব নিতে হতে পারে। কোমরের ব্যথায় দুর্ভোগ। মীন : বিদেশে যাওয়ার পথ খুলে যাবে। চোখের সমস্যা। বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতভেদ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ভাঃ ১৬ অগ্রহায়ণ, ৭ ডিসেম্বর ২০২৩, ২০ অঘোন, সংবৎ ১০ মার্গশীর্ষ বদি, ২২ জমাঃ অউঃ। সূঃ উঃ ৬।৯ অঃ ৪।৪৯। বৃহস্পতিবার, দশমী রাত্রি ২।৫৩। হস্তানক্ষত্র অহোরাত্র। আয়ুষ্মানযোগ রাত্রি ১১।৪০। বণিজকরণ দিবা ১।৫৯ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ২।৫৩ গতে ববকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ২।৫৩ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ২।৯ গতে ৪।৪৯ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।২৯ গতে ১।৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ২।৫৩ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- রাত্রি ২।৫৩ গতে শেষরাত্রি ৪।৩৪ মধ্যে গর্ভাধান। বিবাহ- রাত্রি ২।৫৩ গতে শেষরাত্রি ৪।৩১ মধ্যে তুলালগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ২।৫৩ মধ্যে মাসদগ্ধা। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৭ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ২। ৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৮ গতে ৯।২৩ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ৩।৩৯ মধ্যে ও ৪।৩৩ গতে ৬।১০ মধ্যে।

১৯৩৩ সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যিক মণিশংকর মুখোপাধ্যায়।

বিখ্যাত বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৭৯ সালে আজকের দিনে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
বৃহস্পতিবার, ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
■ ৪৪ বর্ষ ■ ১৯৮ সংখ্যা

শরিকি বিবাদে জট

মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং রাজস্থানের বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের ভরাডুবিতে 'ইন্ডিয়া' জোটের ভবিষ্যৎ প্রশ্নের মুখে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিলেশ যাদবরা সরাসরি এজন্য কংগ্রেসকেই দোষারোপ করেছেন। আলতো সমালোচনা করেছে আপ এবং জেডিইউ। 'ইন্ডিয়া'র এই রথী-মহারথীদের স্পষ্ট বার্তা, কংগ্রেস হেরেছে নিজের দোষে। তাতে বাকি শরিকদের দায় নেই। হারের জন্য জোটের ঘাড়ে দায় চাপানোর বক্তব্য অবশ্য কংগ্রেসের তরফে এখনও শোনা যায়নি।

লোকসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে, বিরোধীদের ছন্নছাড়া দশা তত প্রকট হচ্ছে। জোট হলেও যেন জোটধর্ম পালনে মতি নেই বিরোধীদের। কংগ্রেসের নেই, অন্য শরিকদেরও নেই। ডিএমকে, আরজেডির মতো ইউপিএ'র পুরোনো সঙ্গীরা ছাড়া বাকিরা প্রায় সকলেই ইন্ডিয়া জোটে কংগ্রেসের বড়দাদাসুলভ মানসিকতার বিরোধী। তিন রাজ্যে হারের পর সেই বিরোধিতার সুর আরও চড়ছে। কংগ্রেস মাথা নীচু করে কাদায় পড়া হাতির মতো এসব সহ্য করতে বাধ্য হচ্ছে।

মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও রাজস্থানে বিধানসভা ভোটের আগে জোট শরিকরা বিজেপির বিরুদ্ধে একসঙ্গে ভোটে লড়াই করার কথা বললেও ওই রাজ্যগুলির কংগ্রেস নেতৃত্ব সরাসরি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এমনকি ভোপালের বৈঠক শেষমুহূর্তে বাতিল করতে হয় প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের একগুঁয়েমির কারণে। কংগ্রেস ধরে নিয়েছিল, পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটে পাঁচটিতেই তারা জয়ী হবে এবং জোটের বড় শরিক হিসেবে ছড়ি ঘোরানোর সুযোগ তাদের হাতে চলে আসবে।

কিন্তু বিজেপি নামক দোর্দণ্ডপ্রতাপ দলটিকে হারানোর ক্ষমতা এবং রণকৌশল যে ওই তিন রাজ্যে কংগ্রেসের কাছে নেই, তা সম্ভবত মল্লিকার্জুন খাড়গে, রাহুল গান্ধিরা বিস্মৃত হয়েছিলেন। তিন রাজ্যে সেই ভুলেরই মাশুল দিতে হল। এই অবস্থায় 'ইন্ডিয়া' জোট শেষপর্যন্ত টিকে থাকবে কি না, তা নিয়ে এখন ভোটারদের মধ্যেও প্রশ্ন উঠছে।

২০২৪ সালে কেন্দ্র থেকে বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে বিরোধী দলগুলি কয়েকমাস আগে 'ইন্ডিয়া' জোট গঠন করার পর কয়েকদফা বৈঠকই শুধু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত জোটের অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি তৈরি হয়নি। জোটবদ্ধ আন্দোলন বা কর্মসূচি কোনওটিই গ্রহণ করা হয়নি। বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে সরানোর কাজটি কোন পথে হবে, কী তার উপায় ইত্যাদি বিষয়ে কার্যত দিশাহীন বিরোধীরা।

তিন রাজ্যের ফলাফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, মানুষ হারেননি, হেরেছে কংগ্রেস। তিনি যা বলেননি সেটা হল, 'মানুষকে জেতাতে' বিরোধীরা এমন কোনও বিকল্প তুলে ধরতে পারেনি যাতে মানুষ আস্থা রাখতে পারে। দেশে সমস্যার কমতি নেই। মানুষ অজস্র সমস্যায় জর্জরিত। কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্ম নিয়ে বিস্তর অভিযোগ। কিন্তু আগামী ৫ বছর দেশের ৮১ কোটিরও বেশি মানুষকে কেন্দ্র বিনামূল্যে র‍্যাশন দেওয়ার মতো একাধিক পদক্ষেপ করেছে। এই কৃতিত্বের সুফল ভোগ করছে সরকার।

অন্যদিকে, বিরোধী জোটের অভ্যন্তরে মুষলযুদ্ধ শুরুর ইঙ্গিত মিলছে। তাতে মানুষের কল্যাণে কারও নজর থাকা নিয়ে সংশয় তৈরি হচ্ছে। এই আস্থা তৈরি করতে না পারাটা 'ইন্ডিয়া' জোটের সবথেকে বড় ব্যর্থতা। কংগ্রেসকে একা ক্ষীর খেতে দিতে চায় না তৃণমূল, সপা, আপের মতো দলগুলি। সেটা না হয় হল। কিন্তু ঢাকঢোল পিটিয়ে জোটের নাম ঠিক করলেও বিরোধীদের একজোট হতে না পারা 'ইন্ডিয়া'র আরেক ব্যর্থতা।

সদ্য সমাপ্ত পাঁচ রাজ্যের বিধানসভার এই ভোটের ফলাফলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপি আপাতত অদম্য, অপ্রতিরোধ্য, অজেয় বলে মনে হচ্ছে। জোটধর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে জোট শরিকরা একে অন্যের পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাঁধিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎকে আরও সমস্যাসংকুল করে তুলছে ক্রমশ।

অমৃতধারা

যারা সদগুরু সেবার অধিকার পেয়েছে, জানবে আধ্যাত্মিক জগতে তাদের প্রত্যেকের উন্নতি ধরাই রয়েছে। তাদের জন্য সমস্তই সাজানো রয়েছে, শুধু সময়ের সাপেক্ষ। চিত্তশুদ্ধি হলেই তাদের দৃষ্টি খুলে যাবে। ভগবানকে দেখতে চাওয়াও একটা কামনা। দেখতে চাইলেই তিনি দেখা দেবেন না, কারণ কামনা থাকতে কখনও ভগবানকে পাওয়া যায় না। একমাত্র তাঁর উপর নির্ভর ছাড়া– তাঁর কৃপা ছাড়া কেউ ভগবানের দর্শন পায় না। নিষ্কাম হলে, চিত্তশুদ্ধি হলে তিনি আপনা হতেই দর্শন দেন। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া চোখের পলক পড়ে না — গাছের পাতা নড়ে না– অন্য কাজ তো দূরের কথা। এ কথা খুবই সত্য, কিন্তু এটা উপলব্ধির বিষয়। সাধারণ জীবকে এ কথা শোনালে চলবে না। অহংনাশ না হলে এ সত্য কেউ বুঝতে পারবে না।

–স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব

শব্দরঙ্গ ■ ৩৬৯৯

১		২	☆	৩			
	☆	৪			☆	☆	☆
	☆		☆	৫		৬	
৭	৮	☆	☆		☆		☆
☆		☆	৯	☆	☆	১০	১১
১২				☆	১৩	☆	
☆	☆	☆	১৪			☆	
১৫				☆	১৬		

পাশাপাশি : ১। আগ্নেয়াস্ত্র ৩। অল্প সময়ের জন্য দায়িত্ব ৪। ঢাকা দেওয়ার বস্ত্র ৫। লাজুক প্রকৃতির ৭। জননী, মা ১০। হালকা ১২। কুলীন নন ১৪। খুব নরম ও মোলায়েম ১৫। ছিপছিপে পাতলা ১৬। রাক্ষস।

উপর-নীচ : ১। বিক্রির দলিল ২। অনাবশ্যক বিবাদ ৩। দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি ৬। চিবুকের হাড় বা হনু ৮। হুঁকোর সঙ্গে সম্পর্কিত ৯। একেবারে নতুন ১১। ঘুম কাটেনি ১৩। খিল বা গোঁজ।

সমাধান ■ ৩৬৯৮

পাশাপাশি : ২। বালাসন ৫। কুলুঙ্গি ৬। বকবকম ৮। শালি ৯। মার ১১। মানিকজোড় ১৩। মাদল ১৪। ফিনফিন।

উপর-নীচ : ১। অকুস্থল ২। বাঙ্গি ৩। সড়ক ৪। মলম ৬। বলি ৭। বহর ৮। শালিক ৯। মাড় ১০। কিশলয় ১১। মার্জনা ১২। জোগান ১৩। মান।

নতুন প্রজন্মের মনের মধ্যে আবেগের জায়গা ক্রমেই যেন হারিয়ে যাচ্ছে

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

অর্ঘ্য বিশ্বাস

দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরে পঁয়ত্রিশরকম ভাজা বা ভজার গল্প। ছায়া ছায়া গাছ আর সজনে পাতার ঝিরঝির হাওয়ায় মাটির বারান্দার লেখাপড়ার আভাস এখন আর চর্মচক্ষে দেখবেন না কেউ। শুধু পুরোনো ফিল্মের চমৎকার ইলাস্ট্রেশন কিংবা অদ্ভুত অতীত ভাবনায় 'মুছে যাওয়া দিনগুলি আমায় যে পিছু ডাকে... স্মৃতি যেন আমার এ হৃদয়ে বেদনার রঙে রঙে ছবি আঁকে...' এই জাতীয় কিংবা 'ভেবে দেখেছ কি... তারারাও যত আলোকবর্ষ দূরে'র গান মাথায় নিয়ে সেই মুদির দোকানের ভিটেয় ব্যবসা আর পাঠশালা সামলানো গুরু ঠাকুরের ছবি, গল্প, উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্রের আঙ্গিকে লক্ষ করেছি। পথের পাঁচালীর অপুর বগলে আসন স্লেট-চকখড়ি নিয়ে চাদর গায়ে পাঠশালার এক পরিষ্কার চিত্র মনের মধ্যে যখন-তখন নাড়া দেয়। বৃদ্ধ ঠাকুমা গান্ধি চশমার ঝাপসা কাচের ভিতর থেকে ঠিক দেখে নেন পড়াশোনার পরিবেশ ঠিকঠাক আছে কি না।

বাড়ির ভেতর বাহির কোনওটাই বুঝি তখন এত দেখার বোঝার সুযোগ হয়ে উঠত না। নিজেদের খেলাধুলো, পড়াশোনার ফাঁকে। আর বড়দের কথার মধ্যে উটকো মন্তব্য করতে গেলে বড় বেমানান অভদ্র ডেঁপো এসব ভেবে নেওয়া হত। ফলত 'শ্রুতি' কে, 'হৃদয়'কে অর্থাৎ মনকে প্রশস্ত রাখতে হত অনেকখানি।

একটু বোকাটে মনে হতে পারে অনেকেরই আজকের নিরিখে। কিন্তু মস্তিষ্কের চলন, কাজকর্ম কখনও নিষ্ক্রিয় হত না। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় এক বন্ধুত্বের জায়গা ছিল। আর বিকেল না হতেই একদল স্কুলফেরত ছাত্রছাত্রী পাগলের মতো খেলার মাঠ, জঙ্গল আদাড় বাদাড়ে ছুটে বেড়াত। ফলত মাথা শুধু নয়, মনের ভিতর আবেগেরও বিস্তর জায়গা ছিল। এখন কী হয় সেটা পরের আলোচনা।

একটা কথা না বললেই নয়। এখন ছোট থেকেই হিসেবি কায়দায় মন দেওয়া-নেওয়া পর্ব চলে। কোএড ইস্কুলের কল্যাণে অনেক সময় অনেক ঘটনাই মিডিয়া মারফত জানা যায়, তাই নিয়ে বিরাট শোরগোল ওঠে। এসব জানাজানি পর্ব অতীতেও হত স্বাভাবিক মনের চলনে। তা ছিল অত্যন্ত গোপন, নিঃশব্দ চরণপাতে। নিজের মতো প্রেম এসেছে, দু'দিনের মন দেওয়া-নেওয়া। ভয় ভয়। ছাত্রছাত্রী, কিশোর-কিশোরীর বই ভাঁজে মিষ্টি আঁকাবাঁকা হাতের লেখার কয়েক লাইন। তারপরই মা বাবা অভিভাবকদের কড়কে দেওয়া আবার পাহাড় নদী জল গাছের মতো পাশাপাশি বন্ধু হয়ে থাকা বা জীবনেও কথা না বলা... এই তো ছিল। কখনও চরম পর্বে গড়ানোর প্রশ্ন ছিল না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে।

এখন পাঠরত ছাত্রছাত্রীর সামনে বিপুল জগৎ। তারা এগিয়ে আছে মনে হচ্ছে কয়েক ধাপ। মেধার বিচ্ছুরণ সুযোগও ঘটছে অনেকসময়। মেধা সবক্ষেত্রে সমমানের না হলেও বর্তমানের প্রচারসর্বস্ব দুনিয়ায় বেশিরভাগ শিক্ষার্থী শিল্পী বা কবি, সাহিত্যিক তকমা পাবার সুযোগ পাচ্ছে সহজেই। কতটা মেধা, কতটা দক্ষতা তা ভাবার সুযোগ নেই তাদের কাছে। ফলে ইচ্ছে বা শিক্ষায় পরিশ্রমে কিছু ক্ষেত্রে ঘাটতি এসেছে। অন্যদিকে, অনেকেই নিজেকে যন্ত্রসর্বস্ব প্রতিযোগিতায় মেলে রাখতে না পেরে গুটিয়ে নিচ্ছে। হয়তো সে প্রতিভার সন্ধান হওয়া উচিত ছিল স্কুল থেকেই।

মোটকথা পড়াশোনা-বিদ্যাচর্চা ছাড়াও ছাত্রছাত্রীর সামনে এখন খোলা দুনিয়া। আমরা যাকে জেনেছি নিষিদ্ধ, পরের প্রজন্মের কাছে তা প্রয়োজন।

করোনাকালের বিরাট ঝড় পেরিয়ে এসেছে ওরা। ছোটদের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে সবচেয়ে বেশি। নানা সাবধানতার মাঝখানেই অনলাইন ক্লাস চলেছে, কোনও কোনও উৎসাহী মা-বাবা বাড়িতেই স্নানটান করিয়ে স্কুলড্রেস পরিয়ে বসিয়ে দিয়েছেন ক্যামেরার সামনে বা হ্যান্ডসেট বা নিজস্ব ল্যাপটপে যতটুকু দেখা যায় সন্তানকে, স্কুলের একটু গন্ধ যেন শিক্ষক-শিক্ষিকা মারফত ওদের এসে ছুঁয়ে দিচ্ছে। শিখেছে অনেক পরিচ্ছন্নতা। কিন্তু ক'জন? এ প্রশ্ন উঠবেই।

যাদের স্কুলমুখী হওয়ার কারণই ছিল বিদ্যালয়ে ভাত, ডাল, ভাজা অথবা ডিম-ভাতের জন্য, তারা উৎসাহ হারিয়েছে লকডাউন পরবর্তী সময়ে। এক বিরাট শূন্যতা তৈরি হয়েছে নানা অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে শুরু করে শহরের মাঝখানেও। নামী স্কুলের ছাত্রী ও ট্যাবের টাকা কিংবা স্কলারশিপের টাকায় বিয়েতে বসেছে। বাবা-মায়ের কথা শোনেনি। বহুক্ষেত্রে বাবাও দায় মেটাতে বিয়ে দিয়েছেন। সমস্যা আর পচন ধরেছে তলে তলে। কমছে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা।

প্রতিদিন খবর দেখছি, শুনছি, পরীক্ষার ঘরে হাতেগোনা ছাত্রছাত্রী বসে আছে। তারা কি লেখাপড়া, ডিগ্রি, অ্যাকাডেমিক ভবিষ্যৎ নিয়ে অন্ধকারে? আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে বইয়ের পৃষ্ঠা খোলার? এর চেয়ে অর্থসংগ্রহের অন্য পথ তারা দেখে নিয়েছে কোভিডকালেই। বাবার সঙ্গে কেউ সবজি বিক্রি করেছে, কেউ খেতে কাজ শিখেছে, কেউ শিখেছে হাতেকলমে কারিগরি বিদ্যা। আর বহু মধ্যবিত্ত পরিবার দেখেছে অনলাইনে কিছু নিজস্বতা দিয়ে ইনকাম হচ্ছে প্রচুর, লেগে থাকলে। ফলে স্কুলে যাওয়ার ইচ্ছেটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেছে অনেকে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠই বা নেবে কেন! যদি মাথায় সূর্য আর বৃষ্টির দেবতাকে নিয়ে ধর্না মঞ্চে স্থায়ী হতে হয়! সেখানেই বাচ্চাকে নিয়ে থাকতে হয়!

শিক্ষার মূল্যবোধে বদল ঘটেছে। স্বাধীন ব্যবসায় বাঙালির বিশেষ নাম না থাকলেও এখন চিত্র অন্য। আমারই ছাত্রী সহ ছাত্রসমদের মধ্যে দেখছি বিপণনে অতি আগ্রহ। ঘরে বসেই ইঞ্জিনিয়ার ছাত্রী চাকরি ছেড়ে দিয়ে শাড়ির ব্যবসায় প্রভূত উন্নতি ও প্রাচুর্যে ভরপুর একমাত্র অনলাইন ব্যবসায়। ডাক্তার ছাত্রী নিজের ভালোবাসার টানে ছবি আঁকা, হাতের কাজ কাজে লাগিয়ে গয়না তৈরি করে লাভের মুখ দেখছে। পাশাপাশি অন্য কাজও সামলাচ্ছে। ফলে ছাত্রছাত্রী মহলে এক বিপরীত বার্তা হাওয়ায় হাওয়ায়।

অতীত, বর্তমান, তুল্যমূল্য বিচার ঝামেলার। রাজনৈতিক চাপানউতোর প্রজন্মের পর প্রজন্মের চোখ খুলে দিলেও খানিকটা সমঝে চলতে হয় বরাবরই। স্কিল ডেভেলপমেন্টের বদলে নির্ধারিত পাঠক্রমে ঢুকে থাকতে হয়েছে বহু বছর। ছাত্রছাত্রী রেজাল্ট ভালো করছে মানেই দুটো রাস্তা খোলা, ডাক্তারি আর ইঞ্জিনিয়ারিং। ২০০৫ থেকে ২০২০ কী তারও পর কিছুদিন এইভাবে চলেছে। আর জয়েন্টে পিছনে র‍্যাংক করেও ছাত্রছাত্রী বিদেশ বিভুঁইয়ে বিরাট অঙ্কের টাকায় ডিগ্রি নিতে গিয়ে বা স্কলারশিপেও ওখানেই থেকে গিয়েছে। স্থায়ী বাসিন্দাও হয়েছে কেউ কেউ। ফলে পরে যারাই আসছে সামনে উদাহরণ দেখছে, মেলাতে পারছে না নিজেদের সঙ্গে।

সাধারণের দৃষ্টির বিচারই আসল। এই যে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী পাশ করছে, বিষয়গত সাম্মানিক, স্নাতকোত্তর পেরিয়ে চোখে স্বপ্ন নিয়ে গবেষণায় গিয়েছিল। গত দশ বছরে এই স্কলাররা যোগ্যতা অনুযায়ী, মান অনুযায়ী কর্মক্ষেত্র পায়নি। অধ্যাপনার কাজের সুখস্বপ্ন থেকে অনেকেই বিরত এখন। স্কুলগুলোও শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে, ছাত্রছাত্রী পূর্ণ পরিষেবা পাচ্ছে না।

অভ্যন্তরীণ এই সমস্ত সমস্যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রকট হতে হতেই বহির্জগতের একাধিক রুপোলি হাতছানিতে তলিয়ে যাচ্ছে কিশোর-কিশোরী মন থেকে যুবক-যুবতী। হায়ার সেকেন্ডারি শেষ করেই ফেসবুকের কল্যাণে বন্ধুকে বিয়ে করে এক ছাত্রী ঘর ছেড়েছিল। এক মাস না যেতেই প্রতারক চিনে নিতে পেরে ফিরে গিয়েছে বাবা-মা'র কাছে। পূর্ণ উদ্যমে অনার্সের ক্লাস করছে। সে সফল হবে তো! ভয় হয় ছোটদের এখন পরামর্শ, উপদেশ দিতে। তৃতীয় নয়নের মতো যন্ত্রের কাছে সমর্পিত হতে চলেছে বুদ্ধাঙ্ক। সাধারণ মানের ছাত্রছাত্রীকে পথ দেখাবে কে!

রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন আগেই বলেছিলেন শিক্ষাকে দানপানের উপযুক্ত করে তোলা চাই। ফুটো কলসিতে জল ভরা হল, তা পানের উপযুক্ত হল না, সে শিক্ষা কেবল বোঝা। বহন করেই চলতে হবে, বাহন করা যাবে না।

বাতাসে আরও এক ফিশফিশ স্কুলগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে। অশনিসংকেত কি ঘনিয়ে আসছে? কীসের সাক্ষী থাকব জানি না, তাকিয়ে আছি নতুনের দিকে। একঝাঁক ছোট মানুষ আমাদের স্বপ্ন জাগায় ভবিষ্যৎ আলোর কথা বলে। উৎসব আসে রমরম শব্দে। মুহূর্ত দুঃখ আতিশয্য ভূত ভবিষ্যৎ ভুলে 'একটাই জীবনের' আনন্দ ভাগ করে নেয়। সেখানে ধনী, দরিদ্র বা সব ধর্মের মানুষ এক এবং অনায়াস। সমস্ত জানলা খুলে দেওয়া যায় ভালোবাসা থাকলে। ইচ্ছেনদীটা ঠিকঠাক বাইতে পারলে। সমস্ত সুস্থ-অসুস্থতার ঊর্ধ্বে তরুণ চোখগুলোই নতুন কথা বলতে পারে। ওরা চাইলে ক্ষয়ে যাওয়া মূল্যবোধ উঠে দাঁড়াবেই একদিন। পৃথিবীও সবুজে ভরবে।

(লেখক সাহিত্যিক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)

বোল্লার যাদের খবর রাখেন না মানেকা গান্ধিরা

ঋষি ঘোষ

বলি চালু না বলি বন্ধ-এই দুই ভাবনার মধ্য দিয়ে যে সংকীর্ণ পথ, তাই এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে মা বোল্লাকালীর মন্দিরের দিকে। ভক্ত আর বিশ্বাসীর দুটি পথ দুটি দিকে বেঁকে যাওয়ার মতোই মেলায় রাস্তার ধারের ঢালু অংশে বসত ভৈরবীচক্র। ত্রিতাপজ্বালা ভুলতে সেখানে ভৈরবের সামনে এক আসনে বসতেন কুশমণ্ডির রামপ্রকাশ, বালুরঘাটের রমজান আর পুরাতন মালদার শুভদীপ।

সমাজতত্ত্ববিদ আশিস নন্দী তাঁর একটি লেখায় বলেছিলেন, যখন সমগ্রের সঙ্গে মিশে মানুষ ধর্মীয় আচারে প্রবৃত্ত হয় তখন সেই সমূহের মনোবৃত্তি তার আচরণে প্রকট হয়ে ওঠে আর যখন এককভাবে সে কোনও আচার পালন করে, তখন তার সামনে কোনও সমগ্রের ধারণা তৈরি হয় না। তার সামনে ভিড় করতে থাকে ছোট ছোট ব্যক্তিগত প্রত্যাশা।

তাদের প্রার্থনা থাকে-এই বছর ধান বিক্রির সময় ধলতার কেটে নেওয়া পারসেন্টেজ যেন একটু কম হয়। লাভের টাকা যেন একটু বেশি তোলা যায় ঘরে। চাকরি হবে বলে সেই চার বছর আগে দু'লক্ষ টাকা এক নেতার আত্মীয়কে দিয়ে রেখেছিলেন রামপ্রকাশ। বাকিটা ফিরে এলে অন্তত একটা ছোট মুদিখানার দোকান দেওয়া যাবে রাজ্য সড়কের ধারে। বাবা যদি বাতলে দেন এমন কোনও পথ! বিয়ের পরও নববিবাহিতাকে ঘরে তুলছে না শ্বশুরবাড়ি থেকে। ভৈরবীচক্রের ধুনির আগুনের দিকে জলেভরা টকটকে লাল দুই চোখ মেলে তাকিয়ে থাকেন প্রৌঢ় পিতা...মাঝেমধ্যে আড়চোখে দেখে নেন মেলার রাস্তায় চাদর জড়ানো জবুথবু দুই মহিলাকে। লম্বা দাড়িওয়ালা যে তরুণ পরমার্থতত্ত্ব জানার জন্য ঘোরাঘুরি করছিল, জানা গেল সে এসেছে এই অঞ্চলের লোকশিল্পীদের হাতে বানানো খমকের সন্ধানে।

রাত বাড়ে...বাবার প্রসাদের সঙ্গে সিক্সটি আপ আর পেচ্ছাপের গন্ধ মিলেমিশে আখড়ার বাতাস ভারী হয়ে উঠতে থাকে। দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে পাটকাঠির আগুন খুঁচিয়ে বৃদ্ধ আখড়াধারী জড়ানো গলায় বলে ওঠেন সেই মহাবাক্য-সবকুছ রাখ হ্যায়, রাখ হি সবকুছ হ্যায়। কতটা পথ পেরোলে পথিক চেনা যায়, বব ডিলানের হাত ধরে তা জানতেন বাঙালি গানওয়ালা, কিন্তু কতটা পথ পেরোলে লোকবিশ্বাস শেষপর্যন্ত বিশ্বাসের মর্যাদা পায়; তা জানা নেই কারও।

বোল্লাকালীর ইতিহাস নিয়ে সুনয়কান্তি মণ্ডলের চটি বইটি মেলার ছবির দোকানে ঝুলত। তাতে উত্তরবঙ্গ সংবাদ থেকে শুরু করে কালীক্ষেত্র ফেসবুক পেজ পর্যন্ত সবার তথ্যঋণ উল্লেখ থাকে, থাকে না শুধু বোল্লামেলার আখড়াগুলির বিবরণ। স্থানীয়দের ফিশফাশে জানা যায়-এখন আখড়ার সংখ্যা অনেক কম। তা সত্ত্বেও আরোগ্যপ্রত্যাশী মানুষ ভিড় করেন। তাঁদের জীবনে বৃহৎ কোনও লক্ষ্য নেই। প্রাপ্তি আর প্রত্যাশাকে এক নীচু তারে বাঁধতে শিখেছেন তাঁরা। কাঞ্চনমূল্যের বিনিময়ে মোটা দর্শনী দিয়ে 'স্পেশাল লাইন'-এ দাঁড়িয়ে মায়ের পা ছোঁয়ার সামর্থ্য যাঁদের নেই, তাঁদের জন্য রয়েছে রাস্তার ধারের খড় বিছানো মাঠ। বেটা, যাওয়ার আগে কিছু রেখে যাস! বড়জোর এই আহ্বানটুকু আসে পিছন থেকে।

তন্ত্রসিদ্ধ মার্গশীর্ষ অগ্রহায়ণের নির্মেঘ আকাশ বাঘের চোখের মতো ঝকঝক করতে থাকে। এই নীল আকাশের নীচে দুখি মানুষের ছোট ব্যক্তিগত পৃথিবী...আর পৃথিবীর পরে ওই নীলাকাশ! মানেকা গান্ধিরা তার কোনও খবরই রাখেন না।

(লেখক মালদার বাসিন্দা। অধ্যাপক)

বিন্দু বিসর্গ

কে কোনটা শুনতে চাও? একটু দাঁড়াও, টস করে নিই। –অভি

আলোচিত

সুহানাজি, তোমার পরিবার যখন জানল, তুমি কেবিসিতে আসবে, তখন তোমার বাবা শাহরুখ খান তোমায় কী বলেছিল আমার সম্পর্কে?

–অমিতাভ বচ্চন

আমি শুধু আপনাকে একটা কথা মনে করাতে চাই। আপনি আমার বাবার অনেক সিনেমায় তাঁর বাবার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তাই দয়া করে আমাকে সহজ প্রশ্ন করুন।

–সুহানা খান

আজ

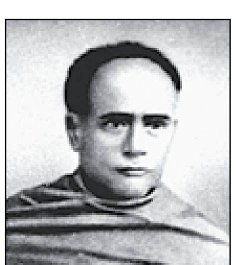

১৮৫৬ সালে আজকের দিনে কলকাতায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে প্রথমবার বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কালীমতি দেবীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের। ১৮৫৬ সালে ২৬ জুলাই পাশ হয়েছিল বিধবাবিবাহ আইন। ১৮৭২ সালে আজকের দিনে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় দিয়ে পথ চলা শুরু করেছিল ন্যাশনাল থিয়েটার।

ভাইরাল

একেই বলে তিল কে তাল করা। গভীর রাতে মত্ত অবস্থায় মুম্বইয়ের রাস্তায় ঘুরছেন অভিনেতা সানি দেওল। এক অটোচালক তাঁকে অটোয় তুলছেন। 'মাতাল' অভিনেতার ভিডিও ভাইরাল হতেই বিতর্ক। প্রযোজক বিশাল রানা জানিয়েছেন, ভিডিওটি সানির আগামী ছবি 'সফর'-এর শুটিংয়ের একটি দৃশ্য।

জনমত

মার্কসবাদকে পরিত্যক্ত বলা অনুচিত

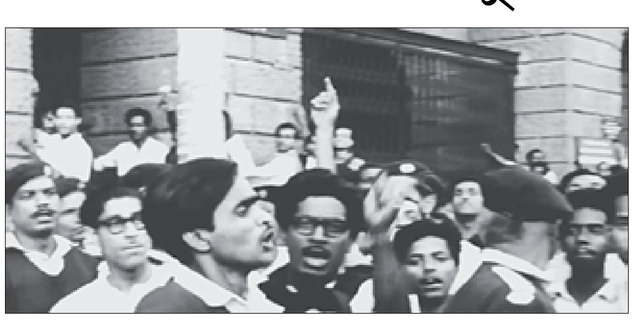

২২ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদের সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'দুটি বিষম ভুল এবং সেই ভুলের বেয়াড়া মাশুল' শীর্ষক নিবন্ধে 'শ্যাওলার মতো ভেসে চলা জীবন'-এর কথা পড়ে বেশ ভালো লাগল।

তিনি নকশাল আন্দোলনের দিশাহীনতার কথাও উল্লেখ করেছেন। তবে মার্কসিজম বিষয়টাই আজকের পৃথিবীতে প্রায় দুয়োরানি, পরিত্যক্ত নীতি বলে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। তিনি বলেছেন, কমিউনিজম বা সাম্যবাদের মার্কসীয় দর্শন স্বপ্ন হিসেবে খুব ভালো, কিন্তু বাস্তবসম্মত নয়। প্রথিতযশা সাহিত্যিকের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান রেখে সবিনয়ে দুটি কথা বলতে চাই।

নকশাল আন্দোলনে যতই ত্যাগ ও বীরত্বের দৃষ্টান্ত থাকুক না কেন, তা ছিল মার্কসবাদের নামে ব্যক্তিহত্যার সম্পূর্ণ ভ্রান্তনীতি। মোটেই মার্কসবাদ সম্মত নয়। ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের সমাজ আজও দুনিয়ায় শক্তিশালী হলে তা যে চিরস্থায়ী নয়, সেই বৈজ্ঞানিক সমাজ দর্শনই মার্কস এঙ্গেলস ইতিহাসের বস্তুবাদী বিচারধারায় উদ্ভাবন করে গিয়েছেন। কিন্তু কোথাও তার ভুল প্রয়োগ হলে মার্কসীয় দর্শনটাই ভুল প্রমাণিত হয় না। রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনকে পরাস্ত করে সমগ্র বিশ্বকে রক্ষা করেছে, নিজ দেশে সমাজতন্ত্র গঠনে বিপুল সাফল্যলাভ করেছে, সারা বিশ্বকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে, দেশে দেশে মুক্তিসংগ্রামের পাশে দাঁড়িয়েছে। একথা কে না জানে। কিন্তু প্রায় ৭০ বছর ধরে সাম্যবাদে উত্তরণের কর্মকাণ্ডের পর নেতৃত্বের কিছু গুরুতর ভুল বিচ্যুতির জন্যই ব্যর্থ হল। পৃথিবীর কমিউনিস্ট আন্দোলন তার থেকে শিক্ষা নিয়েছে।

পৃথিবীর বুকে ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের উদয় হয়েছে তিনশত বছর আগে। সাম্রাজ্যবাদ আর ধনতন্ত্র মানবসমাজে চিরস্থায়ী হতে পারে না। কমিউনিজম বা সাম্যবাদ দূরের লক্ষ্য হতে পারে। তবে তা শুধু স্বপ্ন নয়, সমাজ বদলের ধারায় এক ঐতিহাসিক বাস্তব। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের মতোই সমাজতন্ত্র অর্জনের জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম চলতে থাকবে যতদিন না তা বাস্তবে রূপ পায়।

স্বাধীনতার আট বছর আগে জন্মগ্রহণ করে দেশবিভাগের অনেক যন্ত্রণা ভোগ করেছি। তবু শুধু স্বপ্ন নয়, ভারতেও একদিন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এটাই বাস্তববাদী বিশ্বাস। আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী মহান নেতাদেরও লক্ষ্য ছিল সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্র ছাড়া ধনতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার আর কোনও বিকল্প হতে পারে কি?

প্রশান্ত বকসি
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

পতিরামে স্থায়ী বাসস্ট্যান্ড হোক

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার এক পরিচিত নাম পতিরাম। পতিরামের পরিচিতি কখনও সংস্কৃতি-শিক্ষার মেলবন্ধনে, কখনও বা পার-পতিরামের সেই ঐতিহ্যবাহী হাটে অসংখ্য মানুষের সমাগমে। সময়ের সঙ্গে আজ পতিরামের জনপ্রিয়তা বেড়েছে। জনসংখ্যাও আগের তুলনায় বেড়েছে। চতুর্ভুজ আকারে পতিরাম যেন প্রাণকেন্দ্র, যার একদিকে গঙ্গারামপুর, অন্যদিকে কুমারগঞ্জ, আবার একদিকে ত্রিমোহিনী অন্যদিকে বালুরঘাট। পাইকারি ও খুচরো ব্যবসার প্রায় প্রাণকেন্দ্র পতিরাম।

তবে দীর্ঘদিনের এক সমস্যার আজও সমাধান পাননি পতিরামবাসী। পতিরামে আজও কোনও স্থায়ী বাসস্ট্যান্ড নেই। ফলে যানজটে ভোগান্তি নিত্যদিনের ঘটনা। বিশেষ করে হাটবার রবিবার ও বৃহস্পতিবারে অসংখ্য গাড়ির ভিড়ে চলাচলে সমস্যায় পড়তে হয় যাত্রীদের। পতিরাম চৌরঙ্গি মোড়ে অনেক সময়ে যানজট এমনই পর্যায়ে পড়ে যে অনেককেই সমস্যায় ফেলে। এই অবস্থায় পতিরামে স্থায়ী বাসস্ট্যান্ডের দাবিটাই জোরালো হয়েছে সকলের কাছে। এই বিষয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শংকর সাহা
পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর।

স্কুলছুট সমস্যা প্রসঙ্গে কিছু কথা

গ্রামাঞ্চলে দশম ও দ্বাদশের টেস্টে ছাত্রছাত্রীদের অনুপস্থিতির বিষয়টি সমাজ তথা দেশের ক্ষেত্রে একটি ভয়ংকর দিককে ইঙ্গিত করে। কারণ, একটি দেশ তখনই সম্পূর্ণভাবে উন্নত হতে পারে যখন গ্রাম ও শহরের শিক্ষার অনুপাত, কর্মসংস্থান ও স্বাস্থ্যের পরিসংখ্যান সমান হয়। এ সমস্যা সমাধানের জন্য অষ্টম শ্রেণি থেকেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সে বড় হয়ে কী বিষয় নিয়ে পড়তে চায় বা কী হতে চায়, সে বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা জরুরি। এখানে শিক্ষক-শিক্ষিকারা বন্ধুর মতো ছাত্রছাত্রীদের মনের ইচ্ছা শুনবেন ও সেভাবে তাকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করবেন। শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য পূরণের জন্য পড়াশোনার বিকল্প আর কিছু নেই সে সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের জানাবেন। এতে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার প্রসার বাড়বে এবং আমরা বহু প্রতিভার মুখ দেখতে পাব।

ছাত্রীদের স্কুলমুখী করার জন্য এবং কিশোরী অবস্থায় তাদের বিয়ে রোধ করার জন্য অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা কার্যকরী হতে পারে। তাঁদের বোঝাতে হবে, সরকারি প্রকল্পের সুবিধার মাধ্যমে ছাত্রীটি লেখাপড়া শিখে তার ভবিষ্যৎ জীবনকে উজ্জ্বল করতে পারে। সেও অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে নিজের রোজগারের পথ সুনিশ্চিত করে পরিবারে সচ্ছলতা আনতে পারে এবং স্বাধীনভাবে নিজে জীবনযাপন করতে পারে। মেয়েটিকে স্বাবলম্বী করার জন্য শিক্ষাই যে একমাত্র পথ তা অভিভাবকদের বুঝিয়ে বলতে হবে।

প্রধানত স্কুল কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা গ্রামাঞ্চলে স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা কমানোর ক্ষেত্রে দারুণভাবে সহযোগী হতে পারে। কারণ, শিক্ষকতা শুধুমাত্র পেশা নয়, এটি একটি ব্রত, একজন শিক্ষক সমাজসংস্কারক এবং পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা আন্তরিকভাবে আগ্রহী হলে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। এসব পদ্ধতি অবলম্বন করলে অবশ্যই গ্রামাঞ্চলের মানুষ শিক্ষার উপযোগিতা বুঝবেন, ফলে স্কুলছুট শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমবে। বোঝাতে হবে দারিদ্র্য কখনোই শিক্ষাক্ষেত্রে বাধা হতে পারে না। বরং সব বাধা সরিয়ে শিক্ষার অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে হবে। কারণ, শিক্ষাই মানুষকে সর্বতোভাবে আলোময় জীবনের সন্ধান দিতে পারে।

বীণা বল , শক্তিগড় শ্রীপল্লি, শিলিগুড়ি।

দুটি বিল পাশ করিয়ে নেহরুর নীতিকে শা'র কটাক্ষ

'পাক অধিকৃত কাশ্মীর আমাদের'

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : বছর ঘুরলেই লোকসভা ভোট। তার আগে জম্মু-কাশ্মীর ইস্যুতে বড় পদক্ষেপ করল কেন্দ্র। বুধবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে ২টি বিল পাশ করিয়ে নিল সরকার পক্ষ। একটি জম্মু-কাশ্মীর রিজার্ভেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৩। অন্যটি জম্মু-কাশ্মীর রিঅর্গানাইজেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৩। প্রতিবাদে কক্ষত্যাগ করে কংগ্রেস সহ বিরোধীরা। তার আগে অবশ্য বিলের ওপর হওয়া বিতর্ককে কেন্দ্র করে একপ্রস্থ বাগযুদ্ধের সাক্ষী হয় সংসদের নিম্নকক্ষ।

জম্মু-কাশ্মীর বিল-বিতর্কে অংশ নিয়ে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে নিশানা করেন অমিত শা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমি সংসদে দাঁড়িয়ে বলছি, প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর আমলে ২টি ভুল নীতির কারণে কাশ্মীরকে বেশ কয়েকবছর ভুগতে হয়েছে। সবচেয়ে বড় ভুল ছিল আমাদের বাহিনী যখন জিতছিল তখন যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়েছিল। এর ফলে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জন্ম হয়। যুদ্ধবিরতি ৩ দিন পরে হলে ওই এলাকাটি ভারতের অংশ হত। দ্বিতীয় ভুল ছিল আমাদের বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘকে জড়িয়ে ফেলা।'

শা জানান, পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) ভারতের অংশ। সেই নীতি মেনেই জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভার আসন পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকার পাশাপাশি পাক অধিকৃত কাশ্মীরকেও বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে ভাগ করা হয়েছে। এদিন সেই আসন সংখ্যাও প্রকাশ করেছে কেন্দ্র। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'জম্মুতে আগে ৩৭টি বিধানসভা কেন্দ্র ছিল। এবার তা বেড়ে ৪৩ হয়েছে। কাশ্মীরের আসন সংখ্যা ৪৬ থেকে হয়েছে ৪৭টি। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জন্য আমরা ২৪টি আসন সংরক্ষিত রেখেছি। কারণ, ওটা আমাদের এলাকা।' তিনি আরও বলেন, 'মনোনীত সদস্যদের মধ্যে পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে একজন প্রতিনিধিকে রাখা হয়েছে।' অর্থাৎ, সব মিলিয়ে মোট ২৫ জন সদস্য ওই এলাকা থেকে জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় জায়গা পাবেন। আর বিধানসভার আসন সংখ্যা ১০৭ থেকে বেড়ে হয়েছে ১১৪।

২০১৯-এর ৫ অগাস্ট সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ করে জম্মু-কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করার আগে সেখানকার বিধানসভায় মনোনীত সদস্যদের সংখ্যা ২ জন ছিল। তা বৃদ্ধি করে ৫ জন করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ২ জন হবেন কাশ্মীর উপত্যকার বাসিন্দা। ওই মনোনীত সদস্যদের একজন মহিলা হবেন বলে শা জানিয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য টেবিল চাপড়ে সমর্থন করেন শাসক শিবিরের সাংসদরা। বিধানসভার আসন পুনর্বিন্যাসের ব্যাখ্যা দিলেও কবে জম্মু-কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচন হবে বিরোধীদের সেই প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি।

এদিন সংসদে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের প্রসঙ্গেও সরব হন শা। কাশ্মীর উপত্যকা থেকে পণ্ডিতদের অভিবাসনের জন্য নাম না করে কংগ্রেসকে দায়ী করেন। তাঁর কথায়, 'যাঁরা সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের জন্য কাশ্মীর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন এই বিল তাঁদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে আনা হয়েছে। কাশ্মীর ছেড়ে যাওয়া সম্প্রদায়ের ২ জন প্রতিনিধিকে রাখা হবে। তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা।'

> প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর আমলে ২টি ভুল নীতির কারণে কাশ্মীরকে বেশ কয়েকবছর ভুগতে হয়েছে। সবচেয়ে বড় ভুল ছিল আমাদের বাহিনী যখন জিতছিল তখন যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়েছিল। এর ফলে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জন্ম হয়। যুদ্ধবিরতি ৩ দিন পরে হলে ওই এলাকাটি ভারতের অংশ হত।
>
> –অমিত শা, *কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী*

একনজরে

- লোকসভায় পাশ জম্মু-কাশ্মীর রিজার্ভেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, জম্মু-কাশ্মীর রিঅর্গানাইজেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল
- বিধানসভা আসন বেড়ে হবে ১১৪
- পিওকে-র জন্য মোট ২৫টি আসন সংরক্ষিত
- কাশ্মীর ছেড়ে যাওয়া সম্প্রদায়ের ২ জন প্রতিনিধি থাকবেন বিধানসভায়

গিরিরাজের বিদ্রুপে তৃণমূল নেত্রীর 'ঠুমকা'

পরে 'জশন' বলে ডিগবাজি

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : ১০০ দিনের কাজের বকেয়া এবং ভুয়ো জবকার্ড বাতিল ইস্যুতে কেন্দ্রের সঙ্গে চাপানউতোর চলছেই। তারই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে সুর চড়াল তৃণমূল কংগ্রেস।

মঙ্গলবার কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাচের ব্যাপারে গিরিরাজ বলেন, 'গোটা বাংলা দুর্নীতিতে জর্জরিত। গরিব মানুষ তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অথচ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সলমন খানের সঙ্গে নাচছেন, ঠুমকা লাগাচ্ছেন। এটা তাঁকে শোভা পায় না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য জগতে রয়েছেন।' তাঁর ওই মন্তব্য সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে বাগডোগরা বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া, 'কে? ছাড়ুন তো ওদের কথা।' তিনি বলেন, 'আমি নাচ জানি না। আমি আদিবাসীদের সঙ্গে নাচি। ওঁদের সমর্থন করার জন্য। চলচ্চিত্র উৎসবে সেসব হয়নি। আমরা বলিউডকে সম্মান করি। এটা ছিল সম্মান প্রদর্শন। আর কিছু নয়।'

পরেও অবশ্য গিরিরাজ তাঁর মন্তব্য পালটে ফেলেন। তিনি বলেন, 'ঠুমকা আমি বলিনি। অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। আমি বলেছিলাম, বাংলা দুর্নীতিতে ডুবে আছে, আর মমতাদিদি জশন (আনন্দ উৎসব) মনাচ্ছেন। তৃণমূল আমার কথাকে বিকৃত করে বাড়িয়ে চড়িয়ে বলছে।'

যদিও তার আগেই তৃণমূল নেতারা কড়া বার্তা দেন গিরিরাজকে। দলের সাংসদ মহুয়া মৈত্র এক ভিডিওবার্তায় বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীস্বরূপা। এহেন কদর্য ভাষা ও মানসিকতা নারীবিদ্বেষী মনোভাবের প্রতীক। বাংলার মহিলারা এর জবাব দেবে। কী উচিত কোনটা অনুচিত, তা বলার আপনি কে?'

গিরিরাজের মন্তব্যের নিন্দা করেন তৃণমূল সাংসদ ড. শান্তনু সেনও। তিনি বলেন, 'দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে এমন ভাষায় আক্রমণ করার সাহস পান কী করে গিরিরাজ? এই নিয়ে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া উচিত।' বৃহস্পতিবার সংসদে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে ধর্নায় বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সাংসদরা।

বিধানসভায় এক সাংবাদিক বৈঠকে গিরিরাজের সমালোচনা করেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও শশী পাঁজা। চন্দ্রিমা বলেন, 'চলচ্চিত্র উৎসবে সলমন খান অতিথি হিসেবে রাজ্যে এসেছিলেন। অতিথিকে সম্মান জানানো বাংলার সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী যদি নেচে থাকেন, তাতে অন্যায়ের কিছু নেই। একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা বারবার অপমান করে যাচ্ছেন। বাংলার মানুষ এর জবাব এর আগেও দিয়েছেন, আবারও দেবেন।' তৃণমূলের মন্ত্রীরা বলেন, 'বিধানসভা নির্বাচনের সময় মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে দিদি ও দিদি ডাক দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পেরেছিলেন বাংলার মানুষ এই ধরনের অপসংস্কৃতি পছন্দ করেন না। তা সত্ত্বেও বিজেপি নেতাদের সংশোধন হয় না।'

> গোটা বাংলা দুর্নীতিতে জর্জরিত। গরিব মানুষ তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অথচ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সলমন খানের সঙ্গে নাচছেন। এটা তাঁকে শোভা পায় না।
>
> –গিরিরাজ সিং

> একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা বারবার অপমান করে যাচ্ছেন। বাংলার মানুষ এর জবাব এর আগেও দিয়েছেন, আবারও দেবেন।
>
> –চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

টুকরো খবর

প্রথম মহিলা এইড-ডি-ক্যাম্প মনীষা পাধি

আইজল, ৬ ডিসেম্বর : মিজোরামের রাজ্যপাল হরিবাবু কম্ভমপতির এইড-ডি-ক্যাম্প বা ব্যক্তিগত সচিব পদে নিয়োগ করা

হল ভারতীয় বায়ুসেনার স্কোয়াড্রন লিডার মণীষা পাধিকে। মণীষাই ভারতীয় বায়ুসেনার প্রথম মহিলা আধিকারিক যিনি এইড-ডি-ক্যাম্প (এডিসি) পদে নিযুক্ত হলেন। ২৯ নভেম্বর আইজলের রাজভবনে বায়ুসেনার মহিলা আধিকারিককে আনুষ্ঠানিকভাবে এডিসি-র দায়িত্ব দেওয়া হয়। নতুন পদ পাওয়ার আগে মণীষা বিদার, পুনে এবং ভাতিন্ডায় বায়ুসেনার দপ্তরে কাজ করেছেন।

ইউনেসকো সম্মান গুজরাটের গরবা'র

প্যারিস, ৬ ডিসেম্বর : গুজরাটি লোকনৃত্য গরবাকে 'অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' বলে স্বীকৃতি দিল ইউনেসকো। গরবার সম্মানে গর্বিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বুধবার এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, গরবার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষিত রাখতে ও আরও ছড়িয়ে দিতে আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।' গরবাকে পুরস্কৃত করার জন্য ইউনেস্কোকে অভিনন্দনও জানান মোদি। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল বলেন, 'গরবা আমাদের গর্বিত করেছে। শুধু গুজরাট নয়, গোটা ভারতের কাছেও এটা গর্বের মুহূর্ত।' সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য প্রকাশ পায় এমন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেই অধরা সংস্কৃতি হিসাবে নির্দিষ্ট তালিকায় জায়গা দেয় রাষ্ট্রসংঘের এই সংস্থা।

১০০ ওয়েবসাইট নিষিদ্ধ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : 'ঘরে বসে আয় করুন'। আংশিক বা পুরো সময় কাজ করে হাজার হাজার টাকা আয়ের হাতছানি। দৈনিক পত্রপত্রিকা থেকে শুরু করে সমাজমাধ্যমে এই ধরনের ভুয়ো বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষকে লোভনীয় টোপে বিপুল টাকা খোয়াচ্ছেন সাধারণ মানুষ। ঘরে বসে উপার্জনের আশায় বিজ্ঞাপনের ডাকে সাড়া দিয়ে সঞ্চয়ের সবটুকু খুইয়ে তাঁরা দ্বারস্থ হচ্ছেন পুলিশের। এই ধরনের আর্থিক প্রতারণায় অভিযুক্ত একশোর বেশি ওয়েবসাইট 'ব্লক' করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এমন বিজ্ঞাপনী প্রচারে ভুলে যাতে সর্বস্ব খোয়াতে না হয়, তার জন্য আমজনতাকে সাবধানও করেছে অমিত শা'র মন্ত্রক।

মধ্যপ্রদেশে সম্ভবত ফের দায়িত্বে মামা

১০ বিজেপি সাংসদের ইস্তফায় মন্ত্রিত্বের জল্পনা

নয়াদিল্লি ও ভোপাল, ৬ ডিসেম্বর : লোকসভা ভোটের আগে তিনটি রাজ্যের বিধানসভা ভোটে জিতেও স্বস্তি নেই বিজেপির। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং রাজস্থানে কাদের শেষপর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী করা হবে তা নিয়ে জোর জল্পনা চলছে গেরুয়া শিবিরের অন্দরে। এরই মধ্যে বিধানসভা ভোটে জেতা ১০ বিজেপি সাংসদ বুধবার সাংসদ পদে ইস্তফা দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং, প্রহ্লাদ প্যাটেলও রয়েছেন। প্রহ্লাদ প্যাটেল জানিয়েছেন, শীঘ্রই তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকেও পদত্যাগ করবেন। এবার মোট ২০ জন সাংসদকে ভোটে প্রার্থী করেছিল বিজেপি। তাঁদের মধ্যে ১২ জন সাংসদ জয়ী হন। এদিন যে ১০ জন সাংসদ পদত্যাগ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ কিরোরীলাল মিনাও।

ভোটে জয়ী সাংসদদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে একটি বৈঠক বসেছিল। তাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা হাজির ছিলেন। পরে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে ওই সাংসদদের নিয়ে দেখা করেন নাড্ডা। বিজেপির জয়ী সাংসদদের মধ্যে নরেন্দ্র সিং তোমর, প্রহ্লাদ প্যাটেল, রাকেশ সিং, উদয় প্রতাপ এবং রীতি পাঠক মধ্যপ্রদেশে জয়ী হয়েছেন। অপরদিকে ছত্তিশগড়ে জিতেছেন অরুণ সাও এবং গোমতী সাই। রাজস্থান থেকে নির্বাচিত হয়েছেন রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর, দিয়া কুমারী এবং কিরোরীলাল মিনা। তবে এই ১০ জন এদিন পদত্যাগ করলেও ওই তালিকায় নাম ছিল না বাবা বালকনাথ এবং রেণুকা সিংয়ের।

মধ্যপ্রদেশে এবারও শিবরাজ সিং চৌহানকে মুখ্যমন্ত্রী করা হবে কিনা তা নিয়ে জল্পনা চলছে। বিজেপির একটি সূত্র জানিয়েছে, শিবরাজকে পঞ্চমবার মুখ্যমন্ত্রী করা নাও হতে পারে। সেই কারণেই নরেন্দ্র সিং তোমর, প্রহ্লাদ প্যাটেলদের মতো কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বিধানসভায় প্রার্থী করা হয়েছে। কিন্তু আগামী বছর লোকসভা ভোটে শিবরাজকে সরিয়ে নেওয়াটা বিজেপির পক্ষে ঝুঁকির হতে পারে। কারণ, বিজেপির মধ্যপ্রদেশ জয়ে মোদি ম্যাজিকের পাশাপাশি 'লাডলি বহেনা'র মতো শিবরাজের একাধিক সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প অন্যতম অনুঘটকের কাজ করেছিল। তিনি এদিন বলেন, 'বিজেপি সরকার বিআর আম্বেদকারের দেখানো পথে চলছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে আমরা সমাজের একেবারে প্রান্তিক মানুষটির কল্যাণে কাজ করছি।' শিবরাজ মঙ্গলবার বলেছিলেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রিত্বের দৌড়ে নেই। লোকসভা ভোটে মধ্যপ্রদেশের ২৯টি আসনে বিজেপিকে জেতানোই তাঁর লক্ষ্য। শিবরাজকে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদে ফেরানো হোক বা না হোক, রাজস্থান-ছত্তিশগড়ে নতুন মুখ তুলে আনার পক্ষপাতী বিজেপি নেতৃত্ব।

যাঁরা ইস্তফা দিলেন

- ১০ বিজেপি সাংসদ বুধবার সাংসদ পদে ইস্তফা দিয়েছেন
- মধ্যপ্রদেশ থেকে জয়ী নরেন্দ্র সিং তোমর, প্রহ্লাদ প্যাটেল, রাকেশ সিং, উদয় প্রতাপ এবং রীতি পাঠক
- ছত্তিশগড়ে জিতেছেন অরুণ সাও এবং গোমতী সাই
- রাজস্থান থেকে নির্বাচিত রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর, দিয়া কুমারী এবং কিরোরীলাল মিনা

পদত্যাগের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, জেপি নাড্ডার সঙ্গে ১০ জন।

জব কার্ড ও মনরেগায় সাধ্বী-গিরিরাজের দুই সুর

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : উত্তরপ্রদেশে ভুয়ো জব কার্ড বাতিলে শীর্ষ বলে যে রিপোর্ট সামনে এসেছে তা মানতে অস্বীকার করলেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি। তিনি বলেন, 'এই রিপোর্ট ভ্রান্তিপূর্ণ। এই বিষয়ে কিছুই জানি না। পশ্চিমবঙ্গেই ভুয়ো জব কার্ডের সংখ্যা সর্বাধিক, উত্তরপ্রদেশে নয়।' বিষয়টি খতিয়ে দেখতে আপ্তসহায়কদের নির্দেশও দেন তিনি। এই প্রসঙ্গে অবশ্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের মন্তব্য, 'এটা মূলত একটি চলমান প্রক্রিয়া। তাতে অসুবিধার কিছুই নেই।' সাধ্বীর এহেন ডিগবাজিতে কটাক্ষ ছুড়ে দিয়ে তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এইভাবে রিপোর্ট কখনও পালটানো যায় নাকি? রিপোর্ট উনিই তো দিয়েছেন। সেটা এখন সংসদেরই সম্পত্তি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা নিজেদেরই কাজকর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। এখন বিপদে পড়ে সুর পালটানোর চেষ্টা, হাস্যকর!'

এদিকে মঙ্গলবার সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন, রাজ্যের ১০০ দিনের কাজে বকেয়া জটিলতা কাটাতে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। আজ সেই দাবি নস্যাৎ করে বলেন, 'এই দাবি সম্পূর্ণ অসত্য। সুদীপ মিথ্যা বলেছেন। আমি কখনই এমন পরামর্শ দিইনি। উনি বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। তৃণমূলের নেতারা তাতে যথেষ্ট পারদর্শী।' তিনি বলেন, 'সুদীপবাবুর মতো একজন বর্ষীয়ান নেতার কাছে এহেন আচরণ কাম্য নয়।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এহেন মন্তব্যে সুদীপের দাবি, 'এই বিষয়ে গিরিরাজজির দোষ দেখছি না। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর এই প্রস্তাবে কোনও অন্যায় ছিল না। হতে পারে দলগত কোনও অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখে পড়েছেন তিনি। রাজ্যের কোনও বিজেপি নেতা হয়তো নালিশ ঠুকেছেন।'

ক্ষমা চাইলেন ডিএমকে সাংসদ

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : বিজেপি শুধুমাত্র গোমূত্র রাজ্যগুলিতেই জয়ী হয়। ডিএমকে সাংসদ এস সেন্থিলকুমারের এই মন্তব্যে নিন্দা করে বিজেপি। বুধবার শেষপর্যন্ত ক্ষমা চেয়ে নিলেন ডিএমকে সাংসদ এস সেন্থিলকুমার বলেন, 'আমার গতকালের অসাবধানতাবশত করা মন্তব্যে যদি কোনও সাংসদ, জনতার একাংশের আবেগে আঘাত লেগে থাকে তাহলে আমি তা প্রত্যাহার করে নিতে রাজি।' লোকসভার বিবরণী থেকে তা মুছে দেওয়ার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, কিন্তু তিনি মন্তব্য প্রত্যাহার করে নিলেও বিজেপি বিতর্কের রেশ থিতু হতে দিতে রাজি নয়। এদিন লোকসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, অর্জুনরাম মেঘওয়াল, অনুরাগ ঠাকুররা ডিএমকে সাংসদের মন্তব্যকে সামনে রেখে কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া জোটকে নিশানা করেন। রাহুল গান্ধি ওই মন্তব্যকে সমর্থন করেন কিনা তাও জানতে চান তাঁরা।

রেবন্তের শপথে সোনিয়া

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : তেলেঙ্গানায় কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বৃহস্পতিবার শপথ নেবেন রেবন্ত রেড্ডি। হায়দরাবাদে ওই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি। বুধবার একথা জানিয়েছেন খোদ সোনিয়া। এদিন সংসদের বাইরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। সেখানে রেবন্ত রেড্ডির শপথে উপস্থিত থাকার কথা জিজ্ঞাসা করা হলে সোনিয়ার জবাব, 'সম্ভবত'। মঙ্গলবার রেবন্তকে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী করার কথা জানিয়েছিল কংগ্রেস। তারপরেই দিল্লিতে এসে সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, সোনিয়া গান্ধি ও রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করেন তিনি। সদ্য শেষ হওয়া বিধানসভা নির্বাচনে কেসিআরের নেতৃত্বাধীন বিআরএসের বিরুদ্ধে বিপুল জয় পেয়েছে কংগ্রেস। এই জয়ের কারিগর মনে করা হচ্ছে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রেবন্ত রেড্ডিকে।

করণী সেনাপ্রধান খুনে বনধ রাজস্থানে

জয়পুর, ৬ ডিসেম্বর : করণি সেনার একটি গোষ্ঠীর প্রধান সুখদেব সিং গোগামেডি মঙ্গলবার আততায়ীদের হাতে খুন হওয়ায় উত্তপ্ত রাজস্থান। রাজপুত সম্প্রদায় এই হত্যাকাণ্ডের বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি করেছে। খুনের প্রতিবাদে, অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে বুধবার রাষ্ট্রীয় রাজপুত করণি সেনার ডাকা বনধে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ দেখা গিয়েছে। জয়পুরে বিক্ষোভ হয়েছে। প্রতিবাদীরা ভিলওয়াড়ায় ট্রেন থামিয়ে দিয়েছেন। রাজস্থানের রাজ্যপাল কলরাজ মিশ্র রাজ্যপুলিশের অধিকর্তা উমেশ মিশ্রর কাছ থেকে হত্যাকাণ্ডের তদন্তের ব্যাপারে সামগ্রিক রিপোর্ট চেয়েছেন। সুখদেব সিং হত্যার তদন্তে পুলিশ বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করেছে। এই ঘটনায় তিন অভিযুক্তের মধ্যে নীতিন ফৌজি সেনাবাহিনীতে কর্মরত। জানা গিয়েছে, নীতিন দু'দিনের ছুটিতে বাড়িতে এসেছিলেন। তখন এই ঘটনা।

ডিজিপি জানিয়েছেন, দুষ্কৃতীদের সন্ধানে তল্লাশি চলছে। একটি সূত্রের খবর, তিন আততায়ী রোহিত রাঠোর, নবীন শেখাওয়াত, নীতিন ফৌজি বিয়ের কার্ড দেওয়ার ভান করে সুখদেব সিংয়ের বাড়িতে ঢুকেছিলেন। তিনি কিছু বোঝার আগেই চলেছে গুলির বন্যা। নীতিনের সেনাবাহিনীতে থাকা নিয়ে পুলিশ রা কাড়েনি।

রেডিও জকি থেকে বিধায়ক

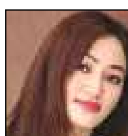

আইজল, ৬ ডিসেম্বর : মিজোরামের প্রথমসারির রেডিও জকি বেরিল ভান্নাইসঙ্গী বিধায়ক নির্বাচিত হলেন। এতদিন মুখর থাকতেন রেডিওতে। এবার সরব হবেন বিধানসভায়। ৩২ বছর বয়সি বেরিল মিজোরামের সর্বকনিষ্ঠ বিধায়ক হিসেবে আইজল দক্ষিণ-৩ আসনে জোরাম পিপলস মুভমেন্ট (জেডপিএম)-এর হয়ে জিতেছেন। ইনস্টাগ্রামে বেরিলের অনুগামী সংখ্যা ২ লক্ষ ৫২ হাজার। রেডিও জকির জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে নির্বাচনি লড়াইয়ে নেমেছিলেন। উতরেছেন সসম্মানে। শিলংয়ের নর্থ-ইস্টার্ন হিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তরে উত্তীর্ণ বেরিল আইজল পুর কর্পোরেশনে কর্পোরেটরও ছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে বেরিল বলেছেন, 'আমি একটা কথা মেয়েদের বলব, আপনাদের লিঙ্গপরিচয় কখনও আপনাদের ইচ্ছাকে বাধা দিতে পারে না। আপনি কোন সমাজে আছেন সেটা বড় কথা নয়। যদি মনে করেন কাজ করবেন তাহলে তাতে মনোনিবেশ করুন।'

মিচাংয়ের জেরে হাবুডুবু চেন্নাই, আঁচ ওড়িশাতেও

ভরাডুবির খাঁড়া ১২টি শহরের মাথায়

চেন্নাই, ৬ ডিসেম্বর : ঘূর্ণিঝড় মিচাংয়ের জেরে বুধবার প্রবল বৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণ ওড়িশার জেলাগুলিতে। অন্যদিকে ঝড়ে এখনও বিধ্বস্ত অবস্থা চেন্নাইয়ের। বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পরেও শহরের একাধিক রাস্তায় জল জমে আছে। নৌকা চলছে জলমগ্ন রাস্তায়। ঝড়বৃষ্টির কারণে শহরে ইতিমধ্যে ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। শহরের বহু এলাকা বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন, অভাব পানীয় জলেরও। এখনও জলবন্দি কয়েক হাজার মানুষ। বন্ধ দোকানপাট। বিপন্নদের ত্রাণবিলি চলছে।

দুর্যোগের প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সব স্কুল-কলেজ ও পরীক্ষা বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে এমকে স্ট্যালিন সরকার। 'গত ৪০ বছরে কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে এতটা ক্ষতি হয়নি রাজ্যের', জানিয়েছেন এআইএডিএমকে সাংসদ পি রবীন্দ্রনাথ। ডিএমকে সাংসদ টিআর বালুর দাবি, 'মিচাংয়ের জেরে ক্ষয়ক্ষতিকে 'জাতীয় বিপর্যয়' বলে ঘোষণা করা উচিত কেন্দ্রের।'

ঘূর্ণিঝড় ও বৃষ্টিতে মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। মোদি বলেন, 'বিপর্যস্ত এলাকাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরাতে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন দিন-রাত এক করে খাটছে।'

এদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে তৈরি ঘূর্ণিঝড় ভারতের শহরগুলিকে কতটা বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে তা আরও একবার দেখিয়ে দিল মিচাংয়ের তাণ্ডব। চেন্নাইয়ে মাত্র ৪৮ ঘণ্টায় ৪০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ে বিমানবন্দর, রেলপথ, হাইওয়ে সহ গোটা শহর। পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে নিকাশি ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং অপরিকল্পিত নগরায়নের জেরে। অন্ধ্রপ্রদেশেও ভয়ংকর প্রভাব পড়ে মিচাংয়ের।

২০২১ সালেই জলবায়ু পরিবর্তন ও তার প্রভাব নিয়ে ভারতকে সতর্ক করেছিল জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তর্সরকারি প্যানেল (আইপিসিসি)। তারা বলেছিল, সমুদ্রের জলস্তর বাড়তে থাকায় ভারতের অন্তত ১২টি উপকূলীয় শহর জলের তলায় চলে যেতে পারে। একই কথা সম্প্রতি বলেছে বিশ্ব ব্যাংক নিয়ন্ত্রিত সংস্থা পটসড্যাম ইনস্টিটিউট ফর ক্লাইমেট ইমপ্যাক্ট রিসার্চ অ্যান্ড ক্লাইমেট অ্যানালিটিক্স। তাদের বক্তব্য, ভারত বিষুবরেখার কাছাকাছি থাকায় এই অঞ্চলে সমুদ্রের জলস্তর বাড়ার সম্ভাবনা বেশি। ফলে ভারতের উপকূলীয় শহরগুলির বন্যাকবলিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। একটানা প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে চেন্নাইয়ের মতো দশা হতে পারে চেন্নাই, মুম্বই, কোচি, বিশাখাপত্তনম, কলকাতা সহ দেশের অন্তত এক ডজন উপকূলবর্তী শহরের। শহরগুলি যে জলে ডুবে যাবে শুধু তা-ই নয়, একইসঙ্গে নোনা জল ঢুকে পড়ায় ক্ষতি হবে চাষাবাদ ও পানীয় জলের। উষ্ণায়নের জেরে উপকূলীয় শহর ছাড়াও বানভাসির আশঙ্কা রয়েছে বিহার, উত্তরাখণ্ড এবং হিমাচল প্রদেশের শহরগুলিতেও। জলাভূমি দখল হয়ে যাওয়ায় প্রবল বৃষ্টিতে ডুবে যেতে পারে রাজধানী দিল্লি সহ দেশের একাধিক শহর। ভারতের ৪০ শতাংশ জেলাই খরার পাশাপাশি বন্যাপ্রবণ বলে জানিয়েছে বিশ্ব ব্যাংকের গবেষণা সংস্থা।

ভারী বৃষ্টিতে ডুবেছে গোটা চেন্নাই শহর। বুধবার আকাশ থেকে তোলা ছবি।

ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদ

এ বছর যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছ তাদের জন্য ভারতের প্রাকৃতিক অধ্যায়ের ভারতের ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, স্বাভাবিক উদ্ভিদ, জলবায়ু অধ্যায়গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই অধ্যায়গুলি থেকে ৫ মার্কস, ৩ মার্কস এবং ২ মার্কসের কোয়েসচন থাকবেই। তাই অধ্যায়গুলি ভালো করে আগে থেকেই প্রস্তুত করবে এবং সঙ্গে কিছু ছবি প্র্যাকটিস করে রাখবে যেমন, মৃত্তিকার শ্রেণিবিন্যাস বা স্বাভাবিক উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস চাইলে পাশে এদের অবস্থান অবশ্যই দেখাবে মানচিত্রে।

মাধ্যমিক ভূগোল

***প্রশ্ন 1. ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদের ওপর জলবায়ুর প্রভাব ব্যাখ্যা করো।**

উত্তর : মানুষের কোনওরকম প্রচেষ্টা ছাড়াই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে অভিযোজন করে যেসব উদ্ভিদ স্বাভাবিকভাবে জন্মায় ও বৃদ্ধি পায় তাদের স্বাভাবিক উদ্ভিদ বলে।

স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য ও ভৌগোলিক বণ্টন জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদানগুলির দ্বারা যথা- উষ্ণতা, অধঃক্ষেপণ ও আর্দ্রতা এবং আলোকশক্তি ও বায়ুপ্রবাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

জলবায়ুর প্রধান নিয়ন্ত্রক সমূহ

(a) উষ্ণতার প্রভাব ঃ

উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতার প্রয়োজন হয় যাকে কাম্য উষ্ণতা বলে। প্রতিটি উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য উষ্ণতার সক্রিয় এককের প্রয়োজন হয়, যাকে তাপ ধ্রুবক বলে। যার উপর নির্ভর করে উদ্ভিদের শ্বসন, বাষ্পমোচন, অঙ্কুরোদগম, সালোকসংশ্লেষ প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়।

বিজ্ঞানী রনকিয়ার ১৯৩৪ সালে উষ্ণতার চাহিদা অনুযায়ী উদ্ভিদ গোষ্ঠীকে চার ভাগে ভাগ করেন-

মেগাথার্মস:- এই শ্রেণির উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য সারা বছরই অধিক উষ্ণতার প্রয়োজন হয় গড়ে ২৫ ডিগ্রি থেকে ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যেমন নিরক্ষীয় অঞ্চলের উদ্ভিদ।

মেসোথার্মস :- এই শ্রেণির উদ্ভিদের সারা বছর মাঝারি উষ্ণতার প্রয়োজন হয় গড়ে ১৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে ২৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যেমন ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের শাল, সেগুন, নিম, অর্জুন প্রভৃতি।

মাইক্রোথার্মস:- এই শ্রেণির উদ্ভিদের সারা বছর স্বল্প উষ্ণতার প্রয়োজন হয় গড়ে ১২ ডিগ্রি থেকে ১৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যেমন নাতিশীতোষ্ণ ও পার্বত্য অঞ্চলের পাইন, ফার, বার্চ প্রকৃতি বৃক্ষ।

হেকিস্টোথার্মস :- এই শ্রেণির উদ্ভিদ দীর্ঘ শীত সহ্য করতে পারে গড়ে ১০ ডিগ্রি থেকে –৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যেমন তুন্দ্রা জলবায়ু ও উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের প্রভৃতি বৃক্ষ।

(b) অধঃক্ষেপণ ও আর্দ্রতার প্রভাব ঃ

ইহা উদ্ভিদের আকৃতি ও গঠনকে প্রভাবিত করে। বিজ্ঞানী ওয়ারমিং, হ্যানসন ও চার্চিল জলের প্রয়োজন অনুসারে উদ্ভিদ গোষ্ঠীকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করেছেন যথা-

জলজ উদ্ভিদ-কচুরিপানা

সাধারণ উদ্ভিদ-আম, জাম কাঁঠাল।

জাঙ্গল উদ্ভিদ-ক্যাকটাস, ফণীমনসা, বাবলা।

লবণাম্বু উদ্ভিদ-সুন্দরী, গরান, গেউয়া

বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে উদ্ভিদের বণ্টন প্রভাবিত হয় যথা-

গড় বৃষ্টিপাত - উদ্ভিদ - অঞ্চল

25 cm -মরু উদ্ভিদ - ক্রান্তীয়

25-75 cm - ক্রান্তীয় - ক্রান্তীয় সাভানা তৃণভূমি

75-100 cm - পর্ণমোচী, জাঙ্গল, গুল্ম উদ্ভিদ

100-250 cm - চিরহরিৎ - নিরক্ষীয় অরণ্য

(c) আলোর প্রভাব ঃ

সালোকসংশ্লেষ, অঙ্কুরোদগম, বাষ্পমোচন, উদ্ভিদের বৃদ্ধি প্রভৃতি কাজে আলোকশক্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। আলোর চাহিদা অনুযায়ী উদ্ভিদ গোষ্ঠীকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় যথা-

I) হেলিওফাইট বা আলোকপ্রিয় উদ্ভিদ-

এই শ্রেণির উদ্ভিদেরা পূর্ণ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সর্বাধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

যেমন সূর্যমুখী, নয়নতারা, জবা প্রভৃতি।

II) স্কিও ফাইট বা ছায়াপ্রিয় উদ্ভিদ-

এই শ্রেণির উদ্ভিদ মৃদু সূর্যালোকে সর্বাধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

যেমন পান, অর্কিড।

এছাড়াও বায়ুপ্রবাহ উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় ও অঙ্গস্থানিক কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে যেমন বায়ুর মাধ্যমে বীজ, পরাগরেণু প্রভৃতি স্থানান্তরিত হয়।

***প্রশ্ন 2. ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদকে প্রধানত কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয় এবং যে কোনও তিনটি সম্পর্কে চিত্র সহ ব্যাখ্যা কর।**

টিঙ্কু বড়াইক
শিক্ষক
সলসলাবাড়ি মডেল হাইস্কুল (উচ্চমাধ্যমিক)
উদয়ন বিতান
আলিপুরদুয়ার

উত্তর : যে সমস্ত উদ্ভিদ কোনও স্থানের জলবায়ু ও মৃত্তিকা সহ প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের পরিচর্যা ছাড়াই জন্মায় ও বিকাশলাভ করে তাদের স্বাভাবিক উদ্ভিদ বলে। ভারতের মোট ভূমিভাগের ১৯.২৭ শতাংশ বনভূমি দ্বারা আবৃত। বিজ্ঞানী চ্যাম্পিয়ন ও পুরি ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু এবং মৃত্তিকা প্রভৃতি উপাদানের উপর নির্ভর করে স্বাভাবিক উদ্ভিদকে প্রধানত নিম্নলিখিত শ্রেণিতে ভাগ করেছেন।

1. পার্বত্য অঞ্চলের অরণ্য
2. আর্দ্র পর্ণমোচী অরণ্য
3. শুষ্ক পর্ণমোচী অরণ্য
4. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্য
5. ম্যানগ্রোভ অরণ্য
6. মরু অঞ্চলের উদ্ভিদ

নিম্নে তিন প্রকার উদ্ভিদের ব্যাখ্যা করা হল-

(a) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্য ঃ

1. অবস্থান ঃ

উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চল, পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিমঢাল, আন্দামান-নিকোবর ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রায় ১২ শতাংশ অঞ্চলজুড়ে এই অরণ্য দেখা যায়।

2. জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য ঃ

I. এই বনভূমি অধ্যুষিত অঞ্চলে গড়ে প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়।

II. এই অঞ্চলের বার্ষিক গড় উষ্ণতা ২৫ ডিগ্রি থেকে ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয়।

III. অত্যাধিক বৃষ্টিতে ও স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে জন্মায় বলে গাছগুলো সারা বছর চিরসবুজ থাকে।

3. অরণ্যের বৈশিষ্ট্য ঃ

I. এই অরণ্যের গাছের পাতাগুলি বড় হওয়ায় চাঁদোয়ার স্তর তৈরি করে। ফলে সূর্যের আলো মাটিতে প্রবেশ করতে পারে না।

II. গাছগুলি হয় শাখা-প্রশাখা যুক্ত হয় এবং সংঘবদ্ধভাবে অবস্থান করে।

III. এই অরণ্যের তলদেশ লতাগুল্ম, আগাছা ও অর্কিড জাতীয় পরগাছা উদ্ভিদে পূর্ণ থাকে।

4. প্রধান উদ্ভিদ ঃ

শিশু রোজউড, আয়রন উড মেহগনি, রাবার প্রভৃতি।

5. ব্যবহার ঃ

I. এখানকার ভারী কাঠ আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহার করা হয়।

II. রাবার গাছ থেকে প্রাপ্ত কাঁচামাল টায়ার ও টিউব তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

(b) ক্রান্তীয় মরু উদ্ভিদ ঃ

1. অবস্থান ঃ

রাজস্থানের থর মরুভূমি গুজরাট ও কাথিয়াবার অঞ্চল এবং দাক্ষিণাত্যের মালভূমির বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল ও পঞ্জাবে এই অরণ্য দেখা যায়।

2. জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য ঃ

I. এই অঞ্চলের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২৫ সেন্টিমিটারের কম হয় এবং উষ্ণতা ৩০ ডিগ্রি থেকে ৩৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেট থাকে।

II. এখানে বৃষ্টিপাতের তুলনায় বাষ্পীভবন বেশি হয় ফলে মাটি স্বল্প আর্দ্রতা যুক্ত হয়।

3. অরণ্যের বৈশিষ্ট্য ঃ

I. স্বল্প বৃষ্টিপাতের কারণে উদ্ভিদগুলির পাতা খুবই ক্ষুদ্র ও কম হয় এবং বহু ক্ষেত্রে পাতাগুলি কাঁটায় পরিণত হয়।

II. মাটিতে জলের পরিমাণ কম থাকায় উদ্ভিদের শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করে।

III. উদ্ভিদগুলির পাতা ও কাণ্ড মোম জাতীয় পদার্থে ঢাকা থাকে ফলে বাষ্পীভবন রোধ হয়।

4. প্রধান উদ্ভিদ ঃ

ফণীমনসা, খেজুর, আকন্দ।

5. ব্যবহার ঃ

এই অরণ্যের ব্যবহারিক গুরুত্ব নেই বললেই চলে। তবে ঘাসের ওপর নির্ভর করে কিছু চারণ ভূমি গড়ে উঠেছে।

(c) ম্যানগ্রোভ অরণ্য ঃ

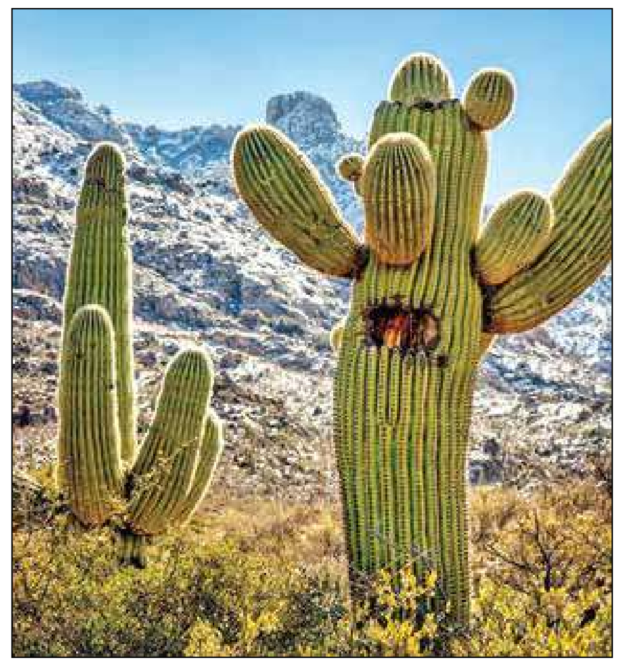

1.অবস্থান ঃ

গঙ্গা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, মহানদী অঞ্চল এবং আন্দামান নিকোবর রাজ্যের প্রায় ৭ শতাংশ অঞ্চলজুড়ে এই অরণ্য দেখা যায়। সুন্দরবন ভারতের তথা পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য।

2.জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য ঃ

I. এই অঞ্চলের উষ্ণতা ২৫ থেকে ২৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং গড় বৃষ্টিপাত ১০০ থেকে ১৫০ সেন্টিমিটার হয়।

II. উপকূল ও বদ্বীপ অঞ্চলের উষ্ণতা ও আর্দ্র জলবায়ুযুক্ত আবহাওয়া এই বনভূমি সৃষ্টির পক্ষে আদর্শ।

III. প্রতিদিন দু'বার করে জোয়ারের জলে প্লাবিত অঞ্চল, কর্দমাক্ত ও লবণাক্ত মাটি এই অরণ্য সৃষ্টির পক্ষে আদর্শ।

3. অরণ্যের বৈশিষ্ট্য ঃ

I. জোয়ারভাটার প্রভাবে মাটি সবসময় স্যাঁতসেঁতে থাকায় উদ্ভিদগুলি চিরসবুজ প্রকৃতির হয়। তাই এদের চিরসবুজ উপকূলীয় বনভূমি বলা হয়।

II. নরম মাটিতে জন্মায় বলে গাছগুলিতে ঠেসমূল এবং জোয়ারের সময় শ্বাসপ্রশ্বাস নেবার জন্য উদ্ভিদগুলির শ্বাসমূল দেখা যায়।

III. লবণাক্ত মাটিতে চারাগাছ জন্মাতে পারে না বলে গাছের ফলের মধ্যেই বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটে একে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম বলে।

4. প্রধান উদ্ভিদ ঃ

সুন্দরী, গরান, নারকেল, তাল।

5. ব্যবহার ঃ

I. সুন্দরী গাছের কাঠ বাড়িঘর ও নৌকা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

II. এই বনভূমি থেকে প্রচুর পরিমাণে বনজ সম্পদ সংগ্রহ করা হয় যেমন- মোম, মধু।

প্রস্তুতির সঙ্গে আস্থা রেখো আত্মবিশ্বাসে

উচ্চমাধ্যমিক পদার্থবিদ্যা

রাজ্যের স্কুলগুলোতে শেষ হয়েছে টেস্ট। উচ্চমাধ্যমিকের ফিজিক্স প্রশ্ন কেমন হতে পারে স্কুলে টেস্ট দিয়ে সে সম্বন্ধে একটা ধারণা নিশ্চয় তোমাদের তৈরি হয়েছে। এবার লক্ষ্য উচ্চমাধ্যমিক।

উচ্চমাধ্যমিকের ফিজিক্স পরীক্ষা শুরু হতে আর মাস দুয়েক বাকি। স্কুল জীবনের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। এই পরীক্ষা ভবিষ্যতের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। উচ্চমাধ্যমিক ফিজিক্স পরীক্ষা নিয়ে কিছুটা চিন্তা থাকেই পড়ুয়াদের মধ্যে। এতগুলো টপিক, বিভিন্ন ভৌতরাশির সংজ্ঞা, সূত্র, প্রমাণ, ফর্মুলা এবং তার সঙ্গে Numericals ও বিভিন্ন ভৌতরাশির একক, এছাড়াও শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতির একটা বাড়তি চাপ তো রয়েছেই। তবে ফিজিক্স পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেতে হলে মানসিক চাপ কাটিয়ে উঠতে হবে। এখনই লেগে পড়তে হবে চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে। যেটুকু সময় হাতে রয়েছে সেই সময়টুকু পরিকল্পনামাফিক কাজে লাগিয়ে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি খুব ভালোভাবে নিলে ফিজিক্স পরীক্ষায় অবশ্যই ভালো ফল করা সম্ভব।

WBCHSE কর্তৃক প্রদত্ত সিলেবাস অনুযায়ী এবছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ধরন অনুযায়ী পরীক্ষার আগে পর্যন্ত অনবরত অভ্যাস করে যাবে। ফিজিক্সের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার আগে মানসিক প্রস্তুতি যেমন প্রয়োজন, তেমনই দরকার বিশেষ কিছু পদ্ধতি মেনে প্রস্তুতি নেওয়া। ফিজিক্সে Theory এবং Numericals - এই দুটো অংশ থাকে। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী বছরভর গাণিতিক সমস্যাগুলোর সমাধান ভালো করে প্র্যাকটিস করেছ তারা আরও বেশি করে পরীক্ষার দিন পর্যন্ত অনবরত প্র্যাকটিস করে যাবে। বিশেষ করে যে সব অধ্যায়গুলোতে গাণিতিক সমস্যা বেশি করে আছে, যেমন - স্থির তড়িৎক্ষেত্র ও তড়িৎবিভব, ধারক ও ধারকত্ব, ওহম-এর সূত্র ও রোধ, প্রবাহীর চৌম্বক প্রভাব এবং চুম্বকত্ব, তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ, পরিবর্তী প্রবাহ, জ্যামিতিক আলোকবিজ্ঞানের মতো অধ্যায়গুলোর গাণিতিক সমস্যাগুলো বেশি করে সমাধান করবে। গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করার পর শেষে একক লিখতে ভুলবে না। অনেক সময় দেখা যায় তোমরা গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করে ফেলেছ কিন্তু একক ভুল লেখার কারণে পুরো নম্বর পেতে ব্যর্থ হও। তাই অবশ্যই মনে করে নির্ধারিত ভৌতরাশির জন্য নির্ধারিত একক লিখতে হবে। ফিজিক্স মানে কিন্তু শুধুই গাণিতিক সমস্যা নয়। এখানে অনেক Theoretical অধ্যায় আছে যেখান থেকে উচ্চমাধ্যমিকে অনেক নম্বর থাকে। যদি গাণিতিক সমস্যাগুলোতে একটু খামতি থাকে তাহলে এই Theoretical অধ্যায়গুলোতে আরও বেশি জোর দিতে হবে। অন্য অধ্যায়গুলোর Theoretical অংশেও ফোকাস দিতে হবে। তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বস্তুর দ্বৈত প্রকৃতি এবং বিকিরণ, পরমাণুর গঠন, পারমাণবিক ও নিউক্লীয় পদার্থবিজ্ঞান, তরঙ্গ আলোকবিজ্ঞানের মতো অধ্যায়গুলো পুরোপুরি Theoretical এবং মন দিয়ে এই অধ্যায়গুলো পড়লে এখান থেকে ভালো নম্বর তুলতে সমর্থ হবে।

এছাড়াও সিলেবাসের অন্তর্গত বিভিন্ন যন্ত্রসমূহ, যেমন- গ্যালভানোমিটার, পোটেনশিওমিটার, মিটার ব্রিজ, AC জেনারেটর, সাইক্লোট্রন, ডায়োড, অর্ধতরঙ্গ ও পূর্ণতরঙ্গ একমুখীকারক, ট্রানজিস্টার Theoretical অংশের অন্তর্গত। এগুলোও ভালোমতো পড়ে নিতে হবে। Theory-র Concept ক্লিয়ার থাকলে গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করা অনেক সহজ হয়ে যায়। তাই Theory অংশটা খুব ভালো করে পড়তে হবে। লেখচিত্রের অংশটুকুও খুব ভালো মতো দেখে নিতে হবে। এছাড়া আলো ইউনিটের অন্তর্গত বিভিন্ন রেখাচিত্র খাতায় যত বেশি করে সম্ভব আঁকবে। যখন যে টপিক পড়ছ তা খাতায় নিজের ভাষায় লিখবে। যদি তুমি টপিকগুলো বুঝে যাও এবং নিজে সেগুলো খাতায় লেখো তাহলে সেই টপিকগুলো তোমার বেশি সময় ধরে মনে থাকবে। সমগ্র পাঠ্যবিষয়গুলোকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আরও একবার ভালো করে পড়ে নাও। পড়ার সময় সঙ্গে রেখো রিভিশন শিট। পড়ার সময় আমরা পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় অনেক তথ্য পড়ি। রিভিশন শিট তোমায় এই প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় তথ্য আলাদা করতে সাহায্য করবে। পড়ার সময় যে তথ্যগুলো পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং একই সঙ্গে ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল, সেই তথ্যগুলোকেই আলাদা করে তুলে রেখো একটা রিভিশন শিটে।

পুরো পাঠ্যবইটি যতবার সম্ভব খুঁটিয়ে পড়তে হবে কারণ MCQ সহ অনেক ছোট প্রশ্ন আসে ফিজিক্স পরীক্ষায়। তাই এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর করতে হলে অবশ্যই পাঠ্যবই আরও খুঁটিয়ে পড়তে হবে। প্রশ্নপত্রে Section I -এ থাকবে MCQ। এই সেকশনে ১৪টি MCQ থাকবে। VSA- 1 mark-এর চারটি প্রশ্ন থাকবে। এছাড়াও 2 marks, 3 marks ও 5 marks-এর প্রশ্ন থাকবে। 2 marks -এর প্রশ্নগুলো (1+1), 3 marks-এর প্রশ্নগুলো (2+1) এবং 5 marks -এর প্রশ্নগুলো (3+2) অথবা (4+1) হিসেবে থাকতে পারে। পরীক্ষায় সব ধরনের প্রশ্নের উত্তর লিখে ভালো নম্বর পেতে হলে বিভিন্ন কোয়েশ্চন ব্যাংক ও টেস্ট পেপারে থাকা বিগত বছরের প্রশ্নগুলো ও বিভিন্ন Sample paper- এর প্রশ্নগুলোর উত্তর সময় ধরে লেখার অভ্যাস করবে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রায় সময়ই দেখা যায় বিগত বছরের প্রশ্নগুলো থেকে কিছু প্রশ্ন দেওয়া হয়। এছাড়াও এমন কিছু বিশেষ টপিক থাকে যেগুলো থেকে কোনও না কোনও প্রশ্ন পরীক্ষায় চলেই আসে। এ ধরনের টপিকগুলো ভালো করে জানতে হবে ও পড়তে হবে। পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র হাতে পাওয়ার পর যেসব প্রশ্নের উত্তর একেবারে জানা সেগুলো দিয়ে শুরু করে পরের প্রশ্নে যাবে। হাতের লেখা যথাসম্ভব ভালো করবে, তাহলে পরীক্ষকের মনে ভালো ছাপ পড়ে যায় উত্তরপত্র দেখার সময়। এটাকে খুব সাধারণ পরীক্ষার মতো করেই নিতে হবে। স্কুলে যেভাবে প্রতিবছর পরীক্ষা দিয়ে এসেছ তেমনই মনে করতে হবে। নার্ভাস না হয়ে স্বাভাবিকভাবে পরীক্ষা দিতে হবে। নার্ভাস হলেই বিপদ।

ফিজিক্স পরীক্ষায় কোনও প্রশ্ন যদি একটু জটিলও লাগে তাহলেও মাথা ঠান্ডা রেখে পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষার হলে একটা-দুটো প্রশ্নের উত্তর লিখতে শুরু করলেই স্বাভাবিক হতে শুরু করবে। ভয় না পেয়ে আনন্দের সঙ্গে পরীক্ষা দাও। পরীক্ষার আগের দিন বেশি রাত পর্যন্ত জেগে পড়বে না। বরং একেবারে মাথা ঠান্ডা রেখে পরীক্ষার আগের রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়বে। পরীক্ষার দিন সাতসকালে উঠে আগের দিনের পড়াগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে নেবে। সবশেষে বলব, নিজস্ব প্রস্তুতি ও আত্মবিশ্বাসের উপর আস্থা রাখবে। ফলাফল নিয়েও কোনও দুশ্চিন্তা করবে না। মনে রাখবে পরিশ্রমের কোনও বিকল্প হয় না,বছরভর নিরলস পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল অবশ্যই পাবে।

পার্থপ্রতিম ঘোষ
শিক্ষক
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল (উচ্চমাধ্যমিক)
আলিপুরদুয়ার

বয়স্ক শিক্ষা

অমরজিৎ সিংহ রায়
শিক্ষক
বড়ম গোকুলপুর জুনিয়ার হাইস্কুল
দক্ষিণ দিনাজপুর

প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবিজ্ঞানে বয়স্ক শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তোমাদের সুবিধার জন্য এই বিষয় সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য আলোচনা করলাম। আশা করি, পুরো বিষয় মনোযোগ দিয়ে পড়লে তোমরা বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কিত যে কোনও প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবিজ্ঞান

বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সে নিয়মিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় যারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তাদের জন্য শিক্ষামূলক যেসব সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়, সাধারণভাবে তাকেই বয়স্ক শিক্ষা বলা হয়। অর্থাৎ বয়স্ক শিক্ষা হল প্রথাগত শিক্ষাক্রমের বাইরে বয়স্ক মানুষের জন্য সংগঠিত সেই শিক্ষা ব্যবস্থা, যা তাদের জীবনধারা বিকাশে সাহায্য করে। শিখন, পঠন, গণিতের দক্ষতা দান, নাগরিকদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা ইত্যাদি হল বয়স্ক শিক্ষার মূল কথা।

বয়স্ক শিক্ষা মূলত দুই প্রকৃতির- বয়স্ক সাক্ষরতা এবং প্রবহমান শিক্ষা। বয়স্ক সাক্ষরতা হল যেসব বয়স্ক ব্যক্তি আগে কোনওদিন বিদ্যালয়ে যাননি তাঁদের শিক্ষা এবং প্রবহমান শিক্ষা হল সেই ধরনের বয়স্ক ব্যক্তিদের শিক্ষা যাঁরা কোনও না কোনও সময় কিছু সময়ের জন্য হলেও বিদ্যালয়ের শিক্ষা অর্জন করেছেন।

বয়স্ক শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সামাজিক, আর্থিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষকে সময়োপযোগী করে গড়ে তোলা। সে কারণে সকল নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষরতা ও শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৭৮ সালের ২ অক্টোবর জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা হয়। বিশেষত পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্কদের এই কর্মসূচিকে কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

তবে বয়স্ক শিক্ষা বলতে ঠিক কী বোঝায়, তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১৯৪৯ সালে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বয়স্ক শিক্ষাকে সামাজিক শিক্ষা হিসেবে অভিহিত করেন। তাঁর মতে, শুধু সাক্ষর করে তোলাই বয়স্ক শিক্ষা নয়। গণতান্ত্রিক সমাজ জীবনে প্রতিটি নাগরিক যাতে তার যোগ্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয় সেই শিক্ষাও বয়স্ক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হবে।

Earnest Barker বলেছেন- বয়স্ক নিরক্ষর মানুষের জীবনদর্শন ও কাজকর্মের সঙ্গে সংগতি রেখে আংশিক সময় ভিত্তিতে যে শিক্ষা, তাকে বয়স্ক শিক্ষা বলে।

Brystu বলেছেন, দৈনন্দিন জীবনে মানুষ তার প্রয়োজনে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যা কিছু শেখে ও বুদ্ধিবৃত্তির উন্নয়নে তাদের শক্তির যতটুকু অংশ ব্যয় হয় তার সবটুকুই বয়স্ক শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত।

তবে বয়স্ক শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রাচীনকালে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেমন রামায়ণ, ভাগবত পাঠের আসর, কীর্তনের আয়োজন ইত্যাদি বিনোদনমূলক সম্পর্কে ভারতীয় মূল্যবোধ, নীতিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় থেকে শিক্ষালাভ করা যেত। এই প্রক্রিয়া ছিল জীবনব্যাপী, যা মানুষকে উন্নতির পথে ধাবিত হতে সাহায্য করত, জ্ঞানের আলোক প্রসারিত করতে সাহায্য করত।

পরবর্তীকালে ব্রিটিশ যুগে পাশ্চাত্য ধাঁচে শিক্ষা কাঠামো প্রতিষ্ঠার যুগে বয়স্ক শিক্ষা একটি পৃথক বিষয় হিসেবে ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং সরকারি নীতির মধ্যে ধীরে ধীরে স্থান করে নিয়েছিল।

১৯৩৮ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিষয়ক পরামর্শদাতা পর্ষদ কর্তৃক আয়োজিত মিটিংয়ে একটি বয়স্ক শিক্ষা কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে শিক্ষামন্ত্রক একটি নির্দেশনা প্রকল্প রচনা করেন। ১৯৩৮ সালে দিল্লিতে প্রথম সর্বভারতীয় বয়স্ক শিক্ষা সম্মেলন বসে এবং ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর যে কমিশন বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে তা হল কোঠারি কমিশন। কমিশনের মতে, বয়স্কদের দ্রুত পরিবর্তনশীল জগৎ এবং জটিলতর হয়ে ওঠা সমাজকে ভালোভাবে বুঝতে হবে। বয়স্ক ব্যক্তিরা যেসব কাজে যুক্ত সেইসব কাজকে কেন্দ্র করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে।

পরবর্তীতে ১৯৬৮ সালে জাতীয় শিক্ষানীতিতেও বয়স্ক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালে বয়স্ক শিক্ষা সম্মেলনে বিধিমুক্ত বয়স্ক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের নিজেদের সম্পর্কে ও তাদের চারপাশের সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে চেতনার বিকাশ। নাগরিকতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, সাংস্কৃতিক কাজকর্ম, দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভৃতি ছিল শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে বয়স্ক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও সঠিক পরিকল্পনার অভাব, জনসচেতনতার অভাব প্রভৃতি নানা কারণে বয়স্ক শিক্ষার আশানুরূপ অগ্রগতি ঘটেনি।

সবশেষে বলা যায়, গণশিক্ষার প্রসার ছাড়া আমাদের দেশের প্রকৃত উন্নতি কখনোই সম্ভব নয়। নিরক্ষরতার সংখ্যা যেখানে জনসংখ্যার একটা বৃহৎ অংশ সেখানে গণতন্ত্র সার্থকভাবে রূপায়িত হতে পারে না। তাই বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও তার সঙ্গে স্বাস্থ্যশিক্ষা, মূল্যবোধের শিক্ষা, মার্জিত রুচি অনুযায়ী অবসর বিনোদনের শিক্ষা দিতে হবে। এটি শুধুমাত্র সরকারি চেষ্টায় সম্ভব হবে না। এই জাতীয় সমস্যা সমাধান হবে তখনই যখন সব শিক্ষিত দেশবাসী সমবেতভাবে নিরক্ষর প্রতিবেশীকে উৎসাহ দেবেন শিক্ষার আলোয় আলোকিত হবার জন্য।

জেনে রেখো

১) বয়স্ক শিক্ষাকে সামাজিক শিক্ষা বলে অভিহিত করেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।

২) Dr. Laubach পঞ্জাবে একটি সাক্ষরতা আন্দোলন গড়ে তোলেন যার স্লোগান ছিল- 'প্রত্যেকে একজন ব্যক্তিকে শেখাও'।

৩) ১৯৪৯ সালে মোহনলাল সাক্সেনার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়, যার কাজ ছিল বয়স্ক শিক্ষার বিস্তারের বিষয়টি পর্যালোচনা করা।

৪) জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি কার্যকর হয় ১৯৭৮ সালে।

৫) পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বয়স্ক শিক্ষা বা সামাজিক শিক্ষার পরিবর্তে বয়স্ক সাক্ষরতা শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

৬) স্বাধীনতার পরে বয়স্ক শিক্ষার প্রসারে, বয়স্ক শিক্ষা জাতীয় পর্ষদ (National Board of Adult Education) গঠিত হয়।

৭) NAEP-এর সম্পূর্ণ নাম- National Adult Education Programme।

৮) বয়স্ক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা-

ক) বয়স্ক নিরক্ষরদের মধ্যে সাক্ষরতার প্রসার ঘটানো।

খ) সামাজিক উন্নতিতে সহায়তা করা।

৯) বয়স্ক শিক্ষার দুটি সমস্যা লেখো।

(ক) শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে বয়স্কদের আগ্রহের অভাব।

(খ) সঠিক পরিকল্পনার অভাব।

১০) জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল?

(ক) নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বয়স্ক ব্যক্তিগণকে সচেতন করে তোলা।

(খ) পড়া, লেখা ও গণিত- এই 3R এর জ্ঞান প্রদান করা।

কটন ক্যান্ডি ডে

কখনও গোলাপি, কখনও নীল রংয়ের এই 'বুড়ির চুল' বা 'হাওয়াই মিঠাই' মেলা, রাস্তার পাশে কিংবা শপিং মলে দেখতে পাওয়া যায়। খেতে সুস্বাদু এই তুলোর মতো দেখতে মিষ্টি জিনিসটি বিশেষত ছোটদের খুব প্রিয়। ৭ ডিসেম্বর কটন ক্যান্ডি ডে পালন করা হয়।

শীতের খাবারের স্বাদ এখনও অধরা

আসেনি ভুটানের কমলালেবু

শীতকাল মানেই দুপুরের মিষ্টি রোদ গায়ে মেখে কমলালেবু খাওয়া। এই স্মৃতি কমবেশি সকলের কাছেই প্রিয়। তবে বর্তমানে সবকিছুতেই গিয়ে মিশেছে ভেজাল। দামও বাড়ছে দেদার। তবুও যেন বাজারজুড়ে কমলালেবুর রমরমা। এদিকে ভুটানের কমলালেবু না পেয়ে নাগপুরের লেবু দিয়েই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছেন শহরবাসী। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে লিখলেন **পল্লব ঘোষ।**

আলিপুরদুয়ার, ৬ ডিসেম্বর : শীত পড়েই গিয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত দেখা নেই ভুটানের কমলালেবুর। এর বদলে এখন বাজার দখল করে নিচ্ছে নাগপুরের কমলালেবু। তাই দুধের স্বাদ এখন ঘোলে মেটাতে হচ্ছে আলিপুরদুয়ারবাসীকে। নাগপুরের কমলালেবু দিয়েই এখন দোকান সাজিয়ে তুলছেন ফল বিক্রেতারা। তবে ফল ব্যবসায়ীরা আশাবাদী, মাসখানেকের মধ্যেই বাজারে ভুটানের কমলালেবু চলে আসবে। তারপরই সবাই এই কমলালেবুর স্বাদ নিতে পারবেন।

রবিবার বড়বাজার, নিউটাউন বাজার, বৌবাজার এলাকা সহ বিভিন্ন বাজারে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে ফলের দোকানগুলিতে সামনের দিকে নাগপুরের কমলালেবু সাজানো রয়েছে। এবিষয়ে শহরের এক ফল ব্যবসায়ী বুম্বা সোম বলেন, 'শীত শুরু হলেও এখনও পর্যন্ত ভুটানের কমলালেবু বাজারে ঢোকেনি। ফলে নাগপুরের কমলা দিয়েই ব্যবসা করতে হচ্ছে। নাগপুরের কমলার বড় হলেও ভুটানের কমলালেবু অনেকটাই মিষ্টি। নাগপুরের কমলালেবুর ছাল মোটা হয়। কিছুটা হলদে ও সবুজ রংয়ের হয়। ক্রেতারা অনেকেই নাগপুরের কমলালেবু কিনতে চান না। তাঁদের প্রথম পছন্দ ভুটানের কমলালেবু।'

নাগপুরের কমলালেবু এই মুহূর্তে ১০০ থেকে ১২০ টাকা প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে, শহরের এক ক্রেতা সুরভী তালুকদারের কথায়, 'এইসময় ভুটানের কমলালেবু খেতে অভ্যস্ত ছিলাম। কিন্তু এবছর এখনও সেটা বাজারে আসেনি। তাই এখন ভরসা নাগপুরের কমলা। স্বাদে ও গন্ধে ভুটানের কমলাই অতুলনীয়।'

ভুটানের এই কমলালেবুর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন শহরবাসী। সেই কমলালেবু নাগপুরের কমলার মতো বড় না হলেও মাঝারি আকৃতির হয়। দেবযানী মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এখন শুধু অপেক্ষা ভুটানের কমলালেবু আসার। নাগপুরের কমলালেবুর স্বাদ খুব একটা মিষ্টি হয় না। নাগপুরের এই কমলা জুস বানিয়ে খেতেই বেশি ভালো লাগে।'

ফল ব্যবসায়ী বিকাশ সাহার কথায়, 'নাগপুরের কমলা স্বাদে-গন্ধে ভুটানের কমলার কাছে কিছুই না। উপায় নেই। এগুলো বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছি। নাগপুরের কমলার পাশাপাশি কিনো-ও বিক্রি করা হচ্ছে। অনেকে আবার সেই কিনো-কে পঞ্জাবের কমলালেবু বলে। তবে মাসখানেকের মধ্যে ক্রেতারা ভুটানের কমলালেবু নিয়ে যেতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে।' যতদিন না ভুটানের সুস্বাদু কমলালেবু আসছে, ততদিন সেই স্বাদ মেটাতে হবে নাগপুরের কমলালেবু দিয়েই। আর কিনো তো আছেই।

সুফল বাংলা স্টলে ঝোলাগুড় বিক্রির জন্য রাখা হয়েছে। -সংবাদচিত্র

গুড়ের মানে ধন্দ

শীত এলেই সকলের বাড়ি থেকে বের হয় গুড় জ্বাল দেওয়ার গন্ধ। আজকাল প্রত্যেক খাবারে মিশছে ভেজাল। গুড়ও ব্যতিক্রম নয়। এর মধ্যেও কোনটা আসল কোনটা নকল, এর ফারাক বুঝতে পারছে না সাধারণ 'চোখ'। দামও বেড়েই চলেছে দিনের পর দিন। তবুও কি আর মন মানে? সাধারণ মানুষ গুড় কিনছেন, খাচ্ছেনও। গুড় নিয়ে বাজারে কী চলছে, লিখলেন **মণীন্দ্রনারায়ণ সিংহ**

আলিপুরদুয়ার, ৬ ডিসেম্বর : শীত এলেই বাঙালি বাড়ি থেকে গুড় জ্বাল দেওয়ার গন্ধে গোটা পাড়া ম-ম করে। শীত এলেই গুড়ের পায়েস, মিষ্টি, পিঠে, পাটিসাপটা ইত্যাদির প্রতি ভোজনরসিকদের আকর্ষণ বেড়ে যায়। তবে এইসবের জন্য ভালো মানের গুড় দরকার। তাতেই মেলে আসল স্বাদ। তবে নলেন গুড় থেকে পাটালি গুড়ের দামে বিশাল হেরফের দেখে রীতিমতো বিভ্রান্ত গ্রাহকরা।

খুচরো বাজারে খেজুর গুড় প্রতিকেজি কোথাও ১২০ টাকা, কোথাও আবার ২৬০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। গুড়ের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন ওঠাই শুধু নয়, গুড়ের ভেজাল কারবার নিয়েও উদ্বিগ্ন গ্রাহকরা। আদৌ খেজুর গুড় নাকি পুরোটাই রাসায়নিক মেশানো বিষ? এটা প্রশাসনের খতিয়ে দেখার দাবি নানা মহলে উঠে এসেছে।

আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক বিপ্লব সরকার বলেন, 'শীঘ্রই বাজার থেকে খেজুর গুড়ের নমুনা সংগ্রহ করে তা ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে। তবেই বোঝা যাবে কোনটা জাল কোনটা আসল।'

> প্রতি কেজি খেজুর গুড় পাইকারি দরে ৭০ টাকা ও ১২০ টাকা দামে বিক্রি হয়। মুর্শিদাবাদ এমনকি স্থানীয়ভাবে সোনাপুর এলাকাতেও খেজুর গুড় তৈরি হয়ে এখানকার বাজারে আসছে। অর্ডার করলেই গুড় এখানে চলে আসে।
>
> – গৌতম ঘোষ
> *পাইকারি বিক্রেতা*

> জলঙ্গি থেকে আমাদের স্টলে গুড় আসে। তবে গুড়ের গুণমান ভালো থাকায় বাজারে বিক্রি হওয়া গুড়ের তুলনায় আমাদের গুড়ের দাম বেশি।
>
> – আমজাদ আলি
> *ম্যানেজার, সুফল বাংলা স্টল*

আলিপুরদুয়ার বড়বাজারের পাইকারি খেজুর গুড় বিক্রেতা গৌতম ঘোষ বলেন, 'প্রতিকেজি খেজুরগুড় পাইকারি দরে ৭০ টাকা ও ১২০ টাকা দামে বিক্রি হয়। মুর্শিদাবাদ এমনকি স্থানীয়ভাবে সোনাপুর এলাকাতেও খেজুর গুড় তৈরি হয়ে এখানকার বাজারে আসছে। অর্ডার করলেই গুড় এখানে চলে আসে।'

কলেজ হল্ট এলাকার এক ফল ব্যবসায়ী পাপাই দাস বলেন, 'খুচরো প্রতিকেজি গুড় ১৫০ টাকা, ২২০ টাকা দরে বিক্রি করছি। নলেন গুড় প্রতিকেজি ৪৮০ টাকা দরে পাওয়া যাবে।'

কলেজ হল্টের ব্যবসায়ী শিবু সাহার কথায়, 'খদ্দেরদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে এই সময় খেজুড় গুড় দোকানে রাখতে হয়। তবে গুড় কীভাবে তৈরি হয় সেটা আমাদের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়।'

আলিপুরদুয়ার সুফল বাংলার স্টলে খেজুর গুড় প্রতিকেজি ২৬০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। নলেন গুড়ের প্রতিকেজি দর এখানে ৩০০ টাকা।

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক পার্থপ্রতিম দাসের কথায়, 'ফ্রেশ গুড় খাওয়া ভালো। কিন্তু রং ও ফ্লেভার মেশানো গুড় দীর্ঘদিন খেলে তা থেকে ক্যানসারও হতে পারে। এছাড়া ভেজাল গুড় খেয়ে পেটের রোগ, স্কিনের সমস্যা, সর্দিকাশি, অ্যালার্জিও হতে পারে।'

সুফল বাংলার ম্যানেজার আমজাদ আলির কথায়, 'জলঙ্গি থেকে আমাদের স্টলে গুড় আসে। তবে গুড়ের গুণমান ভালো থাকায় বাজারে বিক্রি হওয়া গুড়ের তুলনায় আমাদের গুড়ের দাম বেশি।'

কম দামে যাঁরা গুড় বিক্রি করছেন, সেই বিক্রেতারাও দাবি করছেন, তাঁদের গুড়ের কোয়ালিটি খারাপ নয়। তবে খেজুর গুড়ের বাজারদরে এত হেরফের কেন? এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে গ্রাহকদের মনে।

গ্রাহকদের কথায়, 'কমদামি থেকে শুরু করে বেশি দামি সব গুড়েই খেজুরের গন্ধ মেলে। অনেকেরই আশঙ্কা, এমন কোনও রাসায়নিক ব্যবহার করে খেজুর গুড়ের গন্ধ আনা হচ্ছে না তো?' আলিপুরদুয়ার শহরের বাসিন্দা পরেশ কর্মকারের বক্তব্য, 'শীত এলে খেজুর গুড়ের পায়েস খাই। কিন্তু বাজারে যে গুড় বিক্রি হচ্ছে, তার মধ্যে কোনটা সঠিক কোনটা ভেজাল তা বোঝা মুশকিল।'

আলিপুরদুয়ারের পরিবেশকর্মী জীবনকৃষ্ণ রায় বলেন, 'খেজুরের গুড় তৈরির যে পরিমাণ খরচ তাতে এত কম দামে তা পাওয়া সম্ভব নয়। আসল খেজুর গুড় তৈরির খরচ প্রতিকেজি ৩০০ টাকারও বেশি হতে পারে। তাই বাজারে ভেজাল খেজুর গুড় বিক্রি হচ্ছে এ নিয়ে সন্দেহ নেই। এটা প্রশাসনের খতিয়ে দেখা উচিত।'

টুকরো খবর

সিপিএমের ধিক্কার মিছিল

ফালাকাটা, ৬ ডিসেম্বর : সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে ধিক্কার মিছিল করল সিপিএম। বুধবার ফালাকাটা ১ নম্বর এরিয়া কমিটির তরফে এই ধিক্কার মিছিল করা হয়। মিছিলটি সিপিএমের এরিয়া পার্টি অফিস থেকে শুরু হয়ে মেইন রোড ধরে ট্রান্সপোর্ট মোড়, সুভাষপল্লি, মাদারি রোডে আসে। পরে ওই মিছিল এরিয়া দপ্তরে গিয়ে শেষ হয়। এরিয়া দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখান সদস্যরা। সিপিএম-এর ১ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক অনির্বাণ রায় বলেন, 'আজকের দিনেই অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছিল। সেই কালো দিনকে স্মরণ করেই আমরা সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দিবস পালন করি। এদিন এর জন্য প্রতিবাদ ও ধিক্কার মিছিল করা হয়। এদিন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নেপাল গোপ, জেলা নেতৃত্ব নৃপেন খাসনবিশ ও বাপন গোপ, কৃষক নেতা মতিলাল দাস ও কাজল দাস সহ অন্যরা।'

ঝুলন্ত দেহ

জয়গাঁ, ৬ ডিসেম্বর : জয়গাঁ ত্রিবেণি টোল এলাকায় এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। ওই যুবকের ঘর থেকেই উদ্ধার হয়েছে তাঁর ঝুলন্ত দেহ। মৃতের নাম মাজিদুল ইসলাম (২৫)। বুধবার দুপুরে যুবকের পরিবারের সদস্যরা ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। খবর দেওয়া হয় জয়গাঁ থানায়। মৃত যুবকের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দু'বছর ধরে নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন ওই যুবক। দু'দিন ধরে ঘর থেকে কোনও টাকা দেওয়া হচ্ছিল না তাঁকে। সম্ভবত এই কারণেই অবসাদে ভুগছিলেন। জয়গাঁ থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করেছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

স্বাস্থ্য শিবির

আলিপুরদুয়ার, ৬ ডিসেম্বর : বুধবার আলিপুরদুয়ার কোর্ট মোড় এলাকায় মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করে জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর। শব্দ নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অফিসে সেই শিবিরে প্রায় ৪০ জন অংশ নেন। তাঁদের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতার বিষয়ে অবগত করেন।

মৎস্য মারিব খাইব সুখে...

কুয়াশাছন্ন ভোরে ফালাকাটার মুজনাই নদীতে ভাস্কর শর্মার তোলা ছবি।

সাত বছর অপেক্ষার অবসান বইপ্রেমীদের

ফালাকাটায় উন্মাদনা কবি ও সাহিত্যিকদের

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৬ ডিসেম্বর : বহুদিন পর সরকারিভাবে বড় করে মেলা বসতে চলছে ফালাকাটায়। তবে এটা যেই সেই মেলা নয়। একেবারে বইমেলা। তাও আবার দশম বর্ষ আলিপুরদুয়ার জেলা বইমেলা। ২ থেকে ৭ জানুয়ারি ফালাকাটা টাউন ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত হবে বইমেলা। প্রায় ৭ বছর পর শহরে জেলা বইমেলা হতে চলায় খুশি বইপ্রেমীরা। বইমেলাকে কেন্দ্র করে এখন রীতিমতো উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে ফালাকাটার লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিকরা এখন মেলার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন।

বইমেলা কমিটির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক অজিত দে সরকার বলেন, 'সোমবার প্রথম বৈঠকের পরেই মঙ্গলবার আমরা বইমেলার স্থান টাউন ক্লাবের মাঠ পরিদর্শন করি। দ্রুত ওই মাঠ বইমেলার উপযুক্ত করে তোলা হবে। এরপরেই স্টল, মূল মঞ্চ সহ যাবতীয় কাজ শুরু করা হবে।'

আলিপুরদুয়ার জেলা বইমেলা কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, এটা জেলা বইমেলার দশম বর্ষ। ২০১৬ সালে ফালাকাটায় শেষ জেলা বইমেলা হয়েছিল। বহুবার দাবি জানানো হয়েছিল বইমেলার আয়োজন করার। এবার সেই জেলা বইমেলা হতে চলেছে। ফলে শহরবাসীর মধ্যে আলাদা উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। ফালাকাটায় জেলা

আজ বৈঠক

> সোমবার প্রথম বৈঠকের পরেই মঙ্গলবার আমরা বইমেলার স্থান টাউন ক্লাবের মাঠ পরিদর্শন করি। দ্রুত ওই মাঠ বইমেলার উপযুক্ত করে তোলা হবে। এরপরেই স্টল, মূল মঞ্চ সহ যাবতীয় কাজ শুরু করা হবে।
>
> – অজিত দে সরকার
> *পৃষ্ঠপোষক, বইমেলা কমিটি*

বইমেলা কমিটির তরফে মঙ্গলবার মাঠ পরিদর্শন করা হয়। দ্রুত সাবকমিটিগুলিকে নিয়ে বৈঠক করে দায়িত্বও ভাগ করে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

ফালাকাটা বইমেলা কমিটির অন্যতম সদস্য নারায়ণ দাস বলেন, '৭ বছর আগে ফালাকাটায় অনুষ্ঠিত জেলা বইমেলায় রেকর্ড সংখ্যক বই বিক্রি হয়েছিল। এবারও প্রচুর প্রকাশনী সংস্থা আসবে। আমাদের আশা এবারও রেকর্ড পরিমাণ বই বিক্রি হবে।'

ফালাকাটা বেলতলি ভান্ডানীর কবি নিতাই দাস বলেন, 'সাত বছর আগে যখন স্কুলে পড়তাম তখন ফালাকাটায় বইমেলা হয়েছিল। কিন্তু সে সময় বইমেলা সম্পর্কে তেমন ধারণা ছিল না। এখন অবশ্য নিজে নানা ধরনের বই পড়ি, লেখালেখিও করি। তাই আলাদা উন্মাদনা কাজ করছে।'

শুধু সাধারণ শহরবাসী নন। জটেশ্বর, ভুটানীরঘাট, পার্শ্ববর্তী কোচবিহারের ফুলবাড়ি, ঘোকসাডাঙ্গার বইপ্রেমী ও সাধারণ পাঠকরাও মুখিয়ে রয়েছেন বইমেলার দিকে। বইমেলা কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, সব এলাকার মানুষ যাতে বই মেলায় আসেন তার জন্য মাইক যোগে প্রচারাভিযান করা হবে।

বৃহস্পতিবার বইমেলা নিয়ে বৈঠক রয়েছে। সেখানে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করা হবে। এর মধ্যে থাকবে বইমেলায় পাঠকদের টানা মূল উদ্দেশ্য থাকবে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

ফালাকাটা, ৬ ডিসেম্বর : ফালাকাটা মশল্লাপট্টি স্পোর্টিং ক্লাবের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। ক্লাবের তরফে জানানো হয়েছে জানুয়ারি মাসে ক্লাবের ৪৬তম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। মশল্লাপট্টি স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক শুভব্রত দে বলেন, '২০, ২১ ও ২২ জানুয়ারি আমাদের ক্লাবের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। ওই তিনদিন বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হবে। নাচ, গান, কবিতা ছাড়াও শেষের দিন বহিরাগত শিল্পীদের নিয়ে বিচিত্রানুষ্ঠানেরও আয়োজন হয়েছে।'

মেলা, অনুষ্ঠান সবমিলিয়ে শীতকাল জমে ওঠে। ঠিক এই কারণে শীতকাল অনেকেরই প্রিয়, বলে ওঠেন এক প্রবীণ নাগরিক।

মশল্লাপট্টি স্পোর্টিং ক্লাবের এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দিকে তাকিয়ে থাকেন সাধারণ মানুষ। প্রতিযোগীরাও নানা ইভেন্টে অংশ নেওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকেন। বুধবার ক্লাবের তরফে অনুষ্ঠান সূচি প্রকাশ করায় খুশি শহরবাসী।

রক্তদান

আলিপুরদুয়ার, ৬ ডিসেম্বর : বুধবার দত্তপাড়া এলাকায় 'স্বপ্নপূরণ' স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করে। সেখানে ৪৩ জন রক্তদান করেন। তারমধ্যে ৪ জন মহিলা। এছাড়া প্রায় ৫০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়। সংস্থার তরফে সমীর দে বলেন, 'সংস্থার চতুর্থতম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে রক্তদান, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, থ্যালাসিমিয়া নিয়ে সচেতনতা ও সকলের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়।'

পরিদর্শনে বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন

টাউন ক্লাবের উন্নয়নে বরাদ্দ ১ কোটি ১০ লক্ষ

ফালাকাটা, ৬ ডিসেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলা সফরের আগেই ফালাকাটা টাউন ক্লাবের জন্য খুশির খবর। দীর্ঘ চার বছর ধরে পরিত্যক্ত থাকার পর টাউন ক্লাব স্টেডিয়ামের মাঠ সংস্কারের জন্য অর্থ বরাদ্দ করল উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। মাঠ সংস্কার সহ বিভিন্ন কাজ করার জন্য প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ইতিমধ্যেই টাউন ক্লাবের মাঠ খেলার উপযোগী করে গড়ে তুলতে টেন্ডারও ডাকা হয়েছে বলে খবর। বুধবার এই মাঠ পরিদর্শন করেন বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি মাঠে যাতে দ্রুত খেলার পরিবেশ তৈরি করা যায়, সে বিষয়েও আলোচনা করেন।

বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'রাজ্য সরকারের আর্থিক সাহায্যে ফালাকাটা টাউন ক্লাবের মাঠ আধুনিকভাবে তৈরি হচ্ছে। এই মাঠে যাতে দ্রুত খেলার পরিবেশ তৈরি করা যায়, সে বিষয়ে এদিন ক্লাবকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়। ফুটবল, হকি সহ অন্য অ্যাথলেটিক্স মিটগুলি কী করে উন্নয়ন করা যায়, সেবিষয়েও আমরা টাউন ক্লাবকে সাহায্য করব।'

ফালাকাটা টাউন ক্লাবের সভাপতি ত্রিনাথ সাহার কথায়, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরেই দাবি রেখেছিলাম, অন্তত টাউন ক্লাবের মাঠটি খেলার উপযুক্ত করে দেওয়া হোক। অবশেষে মাঠ সংস্কারের জন্য অর্থ বরাদ্দ ও টেন্ডার হওয়ায় আমরা খুশি। স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও আমরা খেলার উন্নয়নে সাহায্য চেয়েছি।'

ফালাকাটা টাউন ক্লাব সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগে মাঠের প্রাথমিক কাজ করার জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার টেন্ডার দিয়েছিল। ওই টাকায় মাঠের জঙ্গল পরিষ্কার, মাটির কাজ করা হয়। এবার আবার ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে টেন্ডার দিয়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। জানা গিয়েছে, ওই টাকায় মাঠের ঘাস পরিষ্কার, মাটি লেভেল করা, নিকাশি তৈরি, পেভার্স ব্লকের রাস্তা তৈরি সহ অন্য কাজ করা হবে।'

ফালাকাটায় প্রয়াত বিধায়ক অনিল অধিকারীর সময় টাউন ক্লাবের মাঠে অত্যাধুনিক স্টেডিয়াম তৈরির জন্য উদ্যোগ নেয় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। স্টেডিয়াম তৈরির জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর প্রায় ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। এরপর ২০১৯ সালে টাউন ক্লাবের মাঠে খেলাধুলো প্রসারের লক্ষ্যে অত্যাধুনিক স্টেডিয়ামের কাজ শুরু হয়। জানা গিয়েছে, ওই সময় মোট ২টি ভাগে ভাগ করে স্টেডিয়াম বানানোর কাজ শুরু হয়।

প্রথম ধাপের কাজ হিসেবে গ্যালারি তৈরি করা হয়েছে। মাঠের পশ্চিম পাশে বিশাল অংশজুড়ে ওই গ্যালারি তৈরি হয়েছে। সেটাও ২০১৯-২০২০ সালে। কিন্তু তারপর থেকে টাউন ক্লাবের স্টেডিয়ামের জন্য আর একটি ইটও গাঁথা হয়নি। এমনকি ওই অর্ধসমাপ্ত গ্যালারি তৈরির পর আর দ্বিতীয় ধাপের কোনও কাজ শুরু হয়নি।

এদিকে অভিযোগ, অর্ধসমাপ্ত স্টেডিয়ামের ফলে পুরো মাঠটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘ চার বছর ধরে এভাবে মাঠ পড়ে থাকায় খেলাধুলোও প্রায় বন্ধ হয়ে যায় শহরে। তাই স্টেডিয়াম না চেয়ে বরং মাঠটিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার দাবিতে সরব হন শহরের ক্রীড়াপ্রেমীরা। তবুও এতদিন স্টেডিয়াম নিয়ে কোনও পক্ষই উচ্চবাচ্য করেনি। যা নিয়ে ক্ষোভ জন্মাতে থাকে ক্রীড়া মহলে।

তবে অবশেষে টাউন ক্লাবের মাঠ সংস্কারে অর্থ বরাদ্দ হওয়ায় এবার খুশি শহরের খেলোয়াড়রা। তাঁদের আশা, মাঠের কাজ দ্রুত হলে আগামী ফুটবল মরশুমে তাঁরা প্র্যাকটিস করতে পারবেন। তখন ফের টাউন ক্লাবকে ঘিরে ফালাকাটায় খেলাধুলোর জোয়ার আসবে বলেই মনে করছেন ক্রীড়াপ্রেমীরা।

ঠিকাকর্মীর ভূমিকায় সুপার, সহকারী সুপার

বীরপাড়া, ৬ ডিসেম্বর : মাসের পর মাস পারিশ্রমিক বাবদ টাকা বকেয়া। ফলে সোমবার থেকে কর্মবিরতি শুরু করেন বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালের ২১ জন চতুর্থ শ্রেণির ঠিকাকর্মী। মঙ্গলবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য অপারেশন থিয়েটার বন্ধ। এবার নিয়ন্ত্রিত করা হল রোগী ভর্তিও। বুধবার একাধিক রোগীকে প্রাথমিক চিকিৎসা করেই অন্যত্র রেফার করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। পরিস্থিতি এমনই যে, এদিন হাসপাতালে রোগীদের রেজিস্ট্রেশনের কাজ করতে হয় হাসপাতালের সুপার ও সহকারী সুপারদের। এদিকে বুধবারও ঠিকাকর্মীরা জানান, টাকা না পেলে তাঁরা কাজ করবেন না। পাশাপাশি পদের স্থায়ীকরণের দাবিও তুলেছেন তাঁরা।

বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতাল

দৈনিক মাত্র ১৫০ টাকা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করেন ওই ২১ জন। ওই টাকাও পাচ্ছেন না মাসের পর মাস। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, বিষয়টি উর্ধ্বতন ও কর্তৃপক্ষের গোচরে একাধিকবার এনেও লাভ হয়নি। রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইকও স্বাস্থ্য দপ্তরের ওপর দায় চাপিয়েছেন। হাসপাতাল সূত্রের খবর, ওই ঠিকাকর্মীরা রেজিস্ট্রেশন করা, ল্যাব ও জরুরি বিভাগে কাজ করা থেকে অপারেশন থিয়েটারেও অন্যতম সহকারীর ভূমিকা নেন।

এদিন প্রধানপাড়ার নরেশ রায় বলেন, 'ছেলেকে ভর্তি করাতে এনেছিলাম। ইনজেকশন দিয়েই ডাক্তারবাবু জানালেন, ভর্তি করানোর উপায় নেই।' হাসপাতাল সুপার কৌশিক গড়াই বলেন, 'আমাদেরও বাড়তি কাজ করতে হচ্ছে। ঠিকাকর্মীরা পারিশ্রমিক না পাওয়ায় কর্মবিরতি শুরু হয়।' ঠিকাকর্মী আজাবুল আলির বক্তব্য, 'পারিশ্রমিক মেটানোর পাশাপাশি স্থায়ীকরণ চাই।'

মাঠে প্রস্তুতি

আলিপুরদুয়ার, ৬ ডিসেম্বর : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১০ ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ডে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করবেন। দিনরাত দ্রুতগতিতে ওই সভাস্থল তৈরির কাজ চলছে। বুধবার দুপুরে আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলা, পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী, পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর, জেলা পরিষদ সদস্য গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা প্যারেড গ্রাউন্ডের সভাস্থল পরিদর্শন করেন। প্যারেড গ্রাউন্ড মাঠেই এদিন জেলা পুলিশের আধিকারিকদের সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠকও সেরেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ৯ ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ারে সার্কিট হাউসে রাত কাটাবেন। সার্কিট হাউস যেন এখন দুর্গের চেহারা নিয়েছে।

আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি অনুষ্ঠানের আগে প্যারেড গ্রাউন্ড মাঠ ও চারদিকের জঞ্জাল সরানো হচ্ছে। ওই অনুষ্ঠানের পরও মাঠে জঞ্জাল হবে। তা দ্রুততার সঙ্গে সরিয়েও ফেলবে আলিপুরদুয়ার পুরসভা।'

পথের কাটাকুটি

পাকদণ্ডি বেয়ে পাহাড় থেকে নামছে পর্যটকবোঝাই টয়ট্রেন। সমতল থেকে তখন পাহাড়ের পথে অন্য পর্যটকরা। রংটংয়ের কাছে ক্রসিংয়ে। ছবি : সূত্রধর

হাত থেকে পড়ে শিশুর মৃত্যু

রায়গঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর : বেসরকারি হোম কর্তৃপক্ষের নজিরবিহীন গাফিলতি। প্রাণ দিয়ে তার প্রমাণ দিল এক মাসের শিশু। হোমের কর্মীদের হাত থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে তার। ময়নাতদন্তে তার প্রমাণও মিলেছে। কিন্তু জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে তার কোনও তথ্যই নাকি নেই।

গত ১০ নভেম্বর সদ্যোজাত সন্তানকে ডালখোলা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ফেলে ট্রেনে চেপে পালিয়ে যায় এক কুমারী মা। রেলপুলিশ ওই সদ্যোজাতকে উদ্ধার করে। এরপর তাকে রাখা হয়েছিল রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় অবস্থিত এসএএ হোমে কর্তৃপক্ষের কাছে। হোম কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, মঙ্গলবার ওই নবজাতকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। শ্বাসকষ্টজনিত কারণে গতকাল তাকে রায়গঞ্জ মেডিকেলের এসএনসিইউ বিভাগে ভর্তি করা হয়। বুধবার সকালে মারা যায় সে।

পুলিশ ও মেডিকেল সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল হোমের এক কর্মীর হাত থেকে মাটিতে পড়ে গুরুতর জখম হয় ওই নবজাতক। সঙ্গে সঙ্গে তাকে মেডিকেলে নিয়ে আসা হয়।

১০ হাজার

প্রথম পাতার পর

মরিচঝাঁপি এলাকায় তো পাইপের ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসা জল জমতে জমতে অনেক জায়গায় মেঠোরাস্তা ভেঙে গিয়েছে।

আর এভাবে জল বন্ধ থাকায় বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। কেউ ভিন্ন এলাকায় গিয়ে পানীয় জল সংগ্রহ করছেন। কেউ কেউ জারের জল কিনে খাচ্ছেন। আবার অনেকেই নলকূপের জল খেতে বাধ্য হচ্ছেন। কলোনিপাড়ার গৃহবধূ অনীতা বর্মনের কথায়, 'তিনদিন ধরে ট্যাপকলে জল আসছে না। বাধ্য হয়ে এখন নলকূপের জলই খেতে হচ্ছে।' দ্রুত পরিষেবা স্বাভাবিকের দাবি জানান তিনি। ঝুমা দাস নামে আরেক গৃহবধূরও একই বক্তব্য। বাধ্য হয়ে কখনও বাড়ির নলকূপের জল খেতে হচ্ছে আবার কখনও জলের বোতল কিনে নিতে হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিলবাড়িহাটের ব্যবসায়ী বাবলু সরকার, সুভাষ রক্ষিতরা।

এদিকে, পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কমলেশ্বর বর্মন দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বেশ কয়েকটি নতুন জলের রিজার্ভারের কাজ চলছে। পলাশবাড়ির পাম্পহাউসের কাছেও রিজার্ভার তৈরি হচ্ছে। এই কাজগুলি সম্পন্ন হলেই পরে আর পরিষেবা ব্যাহত হবে না।'

ক্ষতি পর্যটনে

প্রথম পাতার পর

সংগঠনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলছেন, 'ডুয়ার্সের সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ রক্ষাকারী একমাত্র ট্রেন কাঞ্চনকন্যা। ডুয়ার্সের এই বিপুল পরিমাণ পর্যটন ব্যবসায়ীদের কথা মাথায় রেখে রেল বিকল্প ট্রেনের ব্যবস্থা করুক। আমরা সেই দাবিই জানিয়েছি।' উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে পর্যটন ব্যবসায়ীদের দাবি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন।

এদিকে, এই ট্রেনগুলি বাতিল বা আংশিক বাতিল হওয়ায় তিস্তা-তোর্ষার মতো ট্রেনের উপর চাপ বাড়তে পারে। তবে কুয়াশার মরশুমে প্রতিবারই বাতিল হয়ে যায় তিস্তা-তোর্ষা। এবারও তেমন হলে আলিপুরদুয়ার-কলকাতা যাতায়াতে ভয়ংকর সমস্যা তৈরির আশঙ্কা রয়েছে। সেক্ষেত্রে জরুরি প্রয়োজনে বাগডোগরা হয়ে বিমানে যাতায়াত করা ছাড়া গতি নেই। আলিপুরদুয়ার শহরের বাসিন্দা রজত সাহা বলছেন, 'পরিবারের চিকিৎসা সহ বিভিন্ন কাজে নিয়মিত কলকাতায় যেতে হয়। এ মাসেও কলকাতা যাওয়ার টিকিট করা ছিল। কিন্তু ট্রেন বাতিল হওয়ায় সমস্যা হবে।'

আবহাওয়া
বৃহস্পতিবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	২২.০	১৯.০
শিলিগুড়ি	২৭.০	১৫.০
জলপাইগুড়ি	২৬.০	১৬.০
কোচবিহার	২৬.০	১৭.০
আলিপুরদুয়ার	২৬.০	১৭.০
মালদা	২৩.০	১৮.০
রায়গঞ্জ	২৪.০	১৭.০
গ্যাংটক	১৮.০	৯.০

মিচাংয়ের রিটার্ন গিফটে শীত উত্তরে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর : ঘড়ির কাঁটা দুপুরের ঘরে পৌঁছানোর আগেই মেঘে ঢাকা সূর্য। 'সূর্যাস্তেও' দু-ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসি ধুনুরি রাম যাদবের। বললেন, 'তাহলে ঠান্ডা পড়ছে।' সম্মতি জানালেন পাশের রামসুন্দর রজক। শীতের কামড় যত বাড়বে, ততই বাড়বে লেপতোষকের চাহিদা। ওঁদের মুখের হাসিও চওড়া হবে।

> উত্তরের হাওয়া পাওয়ার ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা নেই। এরপর যত শক্তিশালী ঝঞ্ঝা ঢুকবে, ততই শীতের কামড় পাওয়া যাবে।
>
> —গোপীনাথ রাহা
> *কেন্দ্রীয় অধিকর্তা, সিকিম, আবহাওয়া দপ্তর*

আবহাওয়ার যা গতিপ্রকৃতি, তাতে বেশি দূরে নয় শীত। দিনের তাপমাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে মিচাংয়ের 'রিটার্ন গিফটে'। সাগরে নিম্নচাপ বা ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির সময় প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে আশপাশের এলাকার মেঘ টেনে নেয় শক্তিশালী হওয়ার জন্য। এই ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি। ফলে গত কয়েকদিন ধরেই তপ্ত ছিল উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া। কিন্তু অন্ধ্র উপকূলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আছড়ে পড়তেই শুরু হয়েছে মেঘ ফিরিয়ে দেওয়ার পর্ব। আবহবিদদের ভাষায় 'রিটার্ন গিফট'। ফলে যথারীতি উত্তরের আকাশেও মেঘ ঢুকতে শুরু করেছে। একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা হিমালয়ে ধাক্কা খাওয়ায়, মেঘ-ঝঞ্ঝার যোগফলে হালকা বৃষ্টির পরিস্থিতিও সৃষ্টি হয়েছে। সিকিম পাহাড়ের উঁচু অংশে নতুন করে তুষারপাতের পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছে।

বঙ্গোপসাগরে একের পর এক নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ায় বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল উত্তুরে হাওয়া। কিন্তু পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রবেশে উত্তুরে হাওয়া বৃহস্পতিবার থেকে হুহু করে ঢুকবে বলে মনে করছেন আবহবিদরা। ফলে পারদপতন অনিবার্য। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'যে পশ্চিমী ঝঞ্ঝাটি প্রবেশ করেছে, তা তেমন শক্তিশালী নয়। কিন্তু উত্তরের হাওয়া পাওয়ার ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা নেই। এরপর যত শক্তিশালী ঝঞ্ঝা ঢুকবে, ততই শীতের কামড় পাওয়া যাবে। বৃষ্টি পাওয়ার সম্ভাবনাও তৈরি হবে।' বৃহস্পতিবার মূলত পাহাড়ি অঞ্চলে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও সমতলের কয়েকটি এলাকাতেও বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। তার প্রভাবে ঠান্ডা বাড়বে।

হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গ তো বটেই, শীতের আমেজ পাওয়া যেতে পারে গৌড়বঙ্গের তিনটি জেলাতেও। একদিন পর অর্থাৎ শুক্রবার থেকে দিনের তাপমাত্রা যেমন বাড়বে, তেমনই হুহু করে রাতের তাপমাত্রা কমবে, এমন পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর থেকে।

কিন্তু তা কতটা হ্রাস পেতে পারে? আবহবিদদের বক্তব্য, উত্তরবঙ্গের সর্বত্রই আগামী তিনদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি হ্রাস পেতে পারে। পরবর্তী দিনগুলিতে তা আরও কমবে। বুধবার দার্জিলিংয়ের সেন্ট জোশেফ কলেজ সংলগ্ন এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭.৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। কালিম্পংয়ে আবার তা ১২.৫। শিলিগুড়ির (১৭.১) থেকে অনেকটাই কম জলপাইগুড়ি (১৫.৯) এবং কোচবিহারে (১৪.৬)। তবে মালদা এবং বালুরঘাটে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৬ এবং ১৯.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। গতিপ্রকৃতি যে দিকে গড়াচ্ছে, তাতে আবহবিদদের ধারণা, বড়দিনের আগেই বরফ পড়ার পরিস্থিতি হতে পারে দার্জিলিংয়ে, যার কিছুটা হলেও আমেজ পাবে সমতল।

চোখ খোলে মমতার প্রশাসনের

প্রথম পাতার পর

বরং গনতকার মন্ত্রী ভাগ্যের দোহাই দিয়েছেন। এখনও প্রশাসনের ঘুম ভাঙেনি। আসলে চিমটি না কাটলে প্রশাসনের ঘুম ভাঙে না। দীর্ঘদিন ধরে মানুষ দুর্বিষহ জীবন কাটালেও রাস্তা সারাইয়ের ব্যাপারে প্রশাসন উদ্যোগী হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রী বেশ ঘটা করে পথশ্রী প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন। গ্রামের সব রাস্তা পাকা হবে বলেছিলেন। এজন্য বেশ কয়েক কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে বলে দাবিও করেছিলেন। তাহলে বেহাল রাস্তা সারাই করা হচ্ছে না কেন? নাকি এখানেও সেই 'কাটমানি', 'সিন্ডিকেট', 'তোলাবাজি' ইত্যাদি পরিচিত ঘটনাগুলি চলছে? চলতি বছরের গোড়ায় চালকদের দাবিমতো ভাড়া দেওয়ার সামর্থ্য না থাকায় জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ থেকে ক্রান্তি ব্লকের নগরডাঙ্গি এলাকার এক বাসিন্দাকে কাঁধে করে মায়ের মৃতদেহ নিয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল।

এই ঘটনাও শোরগোল ফেলেছিল। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে প্রশাসনকে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু সেই নির্দেশ কাজে আসেনি। হাসপাতাল চত্বরে কীসের জোরে এত সাহস দেখাতে পারেন অ্যাম্বুল্যান্সচালকরা? মর্জিমতো তাঁরা দ্বিগুণ-তিনগুণ ভাড়া হাঁকেন। অসহায় রোগীদের কাছ থেকে টাকাপয়সা প্রায় লুটে নেন। আকছার এমন ঘটনা ঘটলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চোখ বন্ধ করে থাকে। চিমটি না কাটলে তাদের ঘুম ভাঙে না।

উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জের অসীম দেবশর্মার পাঁচ মাসের ছেলে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে মারা গেলে অভাবী পরিবার বিপাকে পড়ে। অ্যাম্বুল্যান্সে ছেলের দেহ নিয়ে যেতে চাইলে চালকরা ৮ হাজার টাকা দাবি করেন। অত টাকা না থাকায় পরিবারটি মেডিকেল কর্তৃপক্ষকে জানালেও কোনও কাজ হয়নি। শেষমেশ জামাকাপড়ের ব্যাগে সন্তানের দেহ ভরে বাসে বাড়িতে ফেরে পরিবারটি। এই ঘটনার পরেও হইচই হয়েছিল।

সবক্ষেত্রেই এ রকম ঘটনার পর কয়েকদিন হইচই হয়। নানা ধরনের পদক্ষেপের কথা বলা হয়। বিরোধী দলগুলি সংবাদমাধ্যমের সামনে নেচেকুঁদে কার্যত বিপ্লব করে। দু'দিন মিডিয়ায় গরমাগরম আলোচনা চলে। তারপর সবকিছু ঠান্ডা হয়ে যায়। প্রশাসন আবার ঘুমিয়ে পড়ে। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতেই থাকে।

মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একবার শিলিগুড়িতে দলীয় কর্মসূচিতে এসেছিলেন। দিনটি ছিল শনিবার। রবিবার সকালে ফিরে যাবেন জেনে আমরা সাংবাদিকরা শিলিগুড়ি সার্কিট হাউসে অপেক্ষা করছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী বেরোনোর সময় কিছু যদি বলেন। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর জানতে পারলাম বুদ্ধবাবু বেরিয়ে গিয়েছেন। ফ্লাইটের নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই তিনি বেরিয়ে গিয়েছেন।

কেন? পরে জানা গেল, সকালে বুদ্ধবাবু নকশাল নেতা কানু সান্যালের বাড়িতে গিয়েছিলেন। কানুবাবু প্রয়াত হয়েছেন। তখন জানা যায়নি, কানুবাবুর গ্রাম নকশালবাড়ির সেবদোল্লাজোতে পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যার কথা তিনি বুদ্ধবাবুকে বলেছিলেন কি না। সেই গ্রামে এখনও পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছায়নি। শোনা যায়, গ্রামবাসী ঝোরার জল খাচ্ছেন। ২০১৪ সালে দার্জিলিংয়ের তৎকালীন সাংসদ এসএস আলুওয়ালিয়া কানুবাবুর গ্রামটি দত্তক নিয়েছিলেন। এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে তিনিও কিছু করেননি।

শোনা গিয়েছিল, সরকার উদ্যোগী হয়েছিল। ওই পর্যন্তই। শেষমেশ স্থানীয় বাসিন্দারা আদালতে মামলা করেন। ভাবুন একবার, পানীয় জলের জন্য গ্রামবাসীকে আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মাঝেমধ্যে দাবি করেন, নব্বই শতাংশ কাজ তিনি করে দিয়েছেন। রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ পরিষেবা, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন।

গত ১২ বছরে মানুষের জন্য তিনি এত কাজ করেছেন যা আগে কোনও সরকার করতে পারেনি বলে তিনি জোর গলায় চিৎকার করেন। তাহলে সেবদোল্লাজোতের দীপু হালদার, শান্তি নাগেশিয়া, ছোটেন মুন্ডাদের সামান্য পানীয় জলের জন্য আদালতে যেতে হয় কেন? কেন বামনগোলার আইগনতারার গৃহবধূকে হাসপাতালে যাওয়ার পথে মরতে হয়? কিংবা কালিয়াগঞ্জের অসীম দেবশর্মাকে মৃত সন্তানের দেহ লুকিয়ে ব্যাগে ভরে বাসে বাড়িতে ফিরতে হয় কেন?

এরপরও কি প্রশাসনের দায়িত্ব নেই? নাকি ওই গনতকার মন্ত্রীর মতো প্রশাসনের কর্তারাও বলবেন ভাগ্যে ছিল তাই ...।

থিম সং

প্রথম পাতার পর

সবাইকে ভালোভাবে দলের কাজ করার আবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় কার্সিয়াং মোটরস্ট্যান্ডে পৌঁছানোর পর অনীত থাপা, জিটিএর ডেপুটি চেয়ারম্যান রাজেশ চৌহান সহ অন্য নেতারা মুখ্যমন্ত্রীকে খাদা পরিয়ে স্বাগত জানান।

বহু সাধারণ মানুষও মুখ্যমন্ত্রীকে এক ঝলক দেখার জন্য রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের বিয়ে আর তাঁর সফরকে ঘিরে যেন একটা উৎসবের চেহারা নিয়েছিল মোটরস্ট্যান্ড, স্টেশন এলাকা। অনীত খাদা পরানোর পরে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে এক-দেড় মিনিট কথা বলেন। তারপর পাঙ্খাবাড়ি রোডে তাজ টি রিসর্টের উলটো দিকের আমাস্টে রিসর্টে চলে যান। এখানেই আগামী তিনদিন তিনি থাকবেন।

অনীত বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ে এসেছেন। পাহাড়ের জন্য তিনি নিশ্চয়ই কিছু ভালো খবর নিয়েই এসেছেন। আমরা এখানকার উন্নয়নে রাজ্যের তরফে নতুন প্রকল্প ঘোষণার ব্যাপারে আশাবাদী।' মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করতে তিনি রাতে রিসর্টেও যান। মুখ্যমন্ত্রী কার্সিয়াংয়ের বাংলোয় পৌঁছে যাওয়ার পর সব রাস্তা যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

পাট্টা পাবেন দুই বাগানের শ্রমিকরা

শামুকতলা, ৬ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের ভূমিহীন মানুষকে ফের মুখ্যমন্ত্রী জমির অধিকার তুলে দেবেন। এর আগে দুই দফায় ভূমিহীনদের কলকাতায় নিয়ে গিয়ে জমির পাট্টা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী ১০ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী আলিপুরদুয়ারে এসে ব্লকের ভূমিহীনদের হাতে জমির অধিকার তুলে দেবেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কোহিনুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কোহিনুর এবং ধওলাঝোরা চা বাগানের ১৫০৩ জন শ্রমিক জমির অধিকার হাতে পাবেন। তার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে প্রশাসনিক মহলে। বুধবার এই নিয়ে আলিপুরদুয়ার-২ বিডিও অফিসে জরুরি বৈঠক হয়।

গত বছর দুই দফায় গাড়িতে চাপিয়ে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের অন্তত ৬০০ ভূমিহীনকে জমির অধিকার তুলে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আলিপুরদুয়ারের জেলা প্রশাসনের কর্তারা জানান, জেলার বিভিন্ন ব্লকের ভূমিহীন চা শ্রমিকদের জমির পাট্টা তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী।

আলিপুরদুয়ার-২'এর বিডিও নিমা ছিরিং শেরপা বলেন, 'আমাদের ব্লকের ১৫০৩ জন ভূমিহীন চা শ্রমিকের হাতে জমির পাট্টা তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী।' মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে জমির অধিকার পাবেন জেনে দুই চা বাগানের শ্রমিকরা রীতিমতো খুশি। কোহিনুর চা বাগানের শ্রমিক সনিয়া মিঞ্জ বলেন, 'জমির অধিকার না থাকায় অনেক সমস্যায় ভুগছিলাম। জমির অধিকার পাব জেনেই খুশি হয়েছিলাম। সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে সেটা পাব কল্পনাও করতে পারিনি।'

মদ্যপ চালকদের জরিমানা

আলিপুরদুয়ার, ৬ ডিসেম্বর : মদ্যপ অবস্থায় যানবাহন চালানোর বিরুদ্ধে অভিযানে নামল পুলিশ। বুধবার আলিপুরদুয়ার শহরের তিন জায়গায় নাকা চেকিং পয়েন্ট করে ২২ জনকে আর্থিক জরিমানা করা হয়। কালজানি সেতু এলাকা, আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল মোড় ও আলিপুরদুয়ার চৌপথিতে গাড়ি থামিয়ে চালকদের পরীক্ষা করা হয়।

আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্য বলেন, 'নেশা করে গাড়ি চালানো নিষিদ্ধ। শীতের মরশুমে নেশা করে যানবাহন চালানোর প্রবণতা থাকে। এতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেড়ে যায়। তাই শহরের বিভিন্ন জায়গায় সারপ্রাইজ নাকা চেকিং শুরু হয়েছে। নিয়ম না মানলে পরবর্তীতে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ওয়াক-আউট বিজেপির

বন্ধ বাগান নিয়ে উত্তপ্ত বিধানসভা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : বুধবারই পাহাড়ে পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে এদিনই চা বাগান নিয়ে উত্তপ্ত হল রাজ্য বিধানসভা। বিরোধী বিজেপি দলের অভিযোগ, চা বাগান বন্ধ করে পালিয়ে যাচ্ছেন মালিকরা। এর ফলে উত্তরবঙ্গের চা-বলয়ে কাজ হারাচ্ছেন শ্রমিক-কর্মচারীরা। হেলদোল নেই রাজ্য সরকারের, অবহেলিত চা বাগান। এই অভিযোগ করে এদিন বিরোধী দল বিজেপি বিধানসভায় মুলতুবি প্রস্তাব আনে। যদিও মুলতুবি প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় সময় বরাদ্দ করেননি বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই নিয়ে বিধানসভায় হইচই শুরু করেন গেরুয়া শিবিরের বিধায়করা।

বিজেপির পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপক মনোজ ওরাওঁ। পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক মনোজ টিগ্গার নেতৃত্বে সতীর্থ বিধায়করা এর প্রতিবাদে সভায় তুমুল চিৎকার-চেঁচামেচি করে স্লোগান দিতে থাকেন। পালটা চিৎকার শুরু হয় ট্রেজারি বেঞ্চের বিধায়কদের মধ্য। এরপরই সভা থেকে প্রতিবাদের আওয়াজ তুলে বিজেপি বিধায়করা ওয়াকআউট করেন।

পরে বিজেপির মুখ্য সচেতক মনোজ টিগ্গা দাবি করেন, রাজ্যের বন্ধ চা বাগানগুলি খুলতে কেন্দ্রীয় সরকার সচেষ্ট হলেও রাজ্য সরকার সে ব্যাপারে উদাসীন। এই মুহূর্তে রাজ্যে ১১টি চা বাগান বন্ধ রয়েছে। বন্ধ চা বাগান খোলার বিষয়ে কেন্দ্রের সদিচ্ছা থাকলেও রাজ্যের উদাসীনতায় তা সম্ভব হচ্ছে না।

তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রে বাণিজ্যমন্ত্রী থাকাকালীন নির্মলা সীতারামন উত্তরবঙ্গের ডানকানের চা বাগানগুলিকে অধিগ্রহণ করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেন। অথচ রাজ্য সরকারের উসকানিতে ডানকান সংস্থা কেন্দ্রের উদ্যোগের বিরুদ্ধে আদালতে যায়। আর তাতেই অধিগ্রহণের উদ্যোগ থমকে যায়। নির্বিকার থাকে রাজ্য সরকার।

রাজ্য সরকারের দাবি, চা বাগান শ্রমিকদের মজুরি, সামাজিক সুরক্ষা সহ বিভিন্ন কল্যাণমূলক ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার বরাবর সচেতন। এই বাবদ ষষ্ঠ বেতন কমিশনে ২ কোটি ৫২ হাজার কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া এই হিসাবনিকাশ সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করেছেন সিপিএমের বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও সুজন চক্রবর্তী। বিকাশবাবু বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী হিসাবের কিছু বোঝেন না। ওঁর মাথা ঠিক নেই অন্য কারণে। তাই আবোলতাবোল বলছেন। কর্মচারীরা এসব বোঝেন? তাঁরা আন্দোলন থেকে সরে আসবেন না। দাবি আদায় করে ছাড়বেন।' প্রায় একই সুরে কঠোর সমালোচনায় সরব হন সুজন। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী কিছু জানেন না। বোঝেন না। এক এক সময় এক এক রকম হিসাব দিয়ে থাকেন। বিভ্রান্তি তৈরি করেন। ডিএ কর্মচারীদের অধিকার। এটা মানতেই হবে মুখ্যমন্ত্রীকে একদিন।'

চায়ে পে চর্চা

- এই মুহূর্তে রাজ্যে বন্ধ রয়েছে ১১টি চা বাগান
- অতিসম্প্রতি উত্তরের একাধিক বাগানের ঝাঁপ বন্ধ হয়েছে
- বিজেপির অভিযোগ, কেন্দ্রের সদিচ্ছা থাকলেও রাজ্য বাগানগুলি খুলতে আগ্রহী নয়
- মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ সফরকালীন বিধানসভায় হইচই বিজেপির
- মুলতবি প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় সময় না দেওয়ায় ক্ষোভ

পূর্তকর্তাদের কাছে সড়ক সংস্কারের দাবি

জটেশ্বর, ৬ ডিসেম্বর : ফালাকাটা ব্লকের এথেলবাড়ি চৌপথি থেকে খগেনহাট পর্যন্ত বিস্তৃত রাজ্য সড়ক দীর্ঘদিন থেকে বেহাল। স্থানীয় বাসিন্দারা বারবার দাবি জানানোর পর রাস্তার কিছু অংশে সংস্কারের কাজ শুরু করেছে পূর্ত দপ্তর। তবে স্থানীয়দের দাবি, শুধু রাস্তা সংস্কার করলেই হবে না, সেইসঙ্গে সেখানে বানাতে হবে বড় নর্দমাও। বুধবার পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে সরাসরি সেই দাবি তুলে ধরেন তাঁরা। স্থানীয়দের দাবি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন আধিকারিকরা।

এথেলবাড়ি চৌপথি থেকে খগেনহাট পর্যন্ত রাস্তার পাশে নর্দমা নেই। মাঝে এলাকার আরও কয়েকটি রাস্তার সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা হলেও এই রাস্তাটির কাজ হয়নি দীর্ঘদিন। সম্প্রতি তা শুরু হয়েছে। এদিন পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে গেলে এলাকাবাসী তাঁদের কাছে দাবিগুলি তুলে ধরেন।

স্থানীয় বাসিন্দা এমডি আকবর বলেন, 'এথেলবাড়ি চৌপথি থেকে মসজিদ গেট পর্যন্ত রাস্তাটির উপর বৃষ্টি হলেই জল জমে যায়। আমরা চাই রাস্তা সংস্কারের পাশাপাশি নর্দমা তৈরি করা হোক।' একই কথা স্কুল শিক্ষক ভূপেন বর্মনেরও। তিনি বলেন, 'সামান্য বৃষ্টিতে স্কুলের মাঠে ও রাস্তার জল জমে যাচ্ছে। বৃষ্টির জল বের হওয়ার রাস্তা নেই।' নর্দমা তৈরি হলে সেই সমস্যা মিটবে বলে তাঁর বিশ্বাস।

পূর্ত দপ্তর (সড়ক)-এর সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার শাহাবুদ্দিন আহমেদ সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। এদিকে ফালাকাটার বিডিও অনীক রায় বলেন, 'এবিষয়ে স্থানীয়দের তরফে এখনও কোনও দাবি আমার কাছে আসেনি। তবুও বাসিন্দাদের সমস্যার কথা সেখানকার প্রধান, উপপ্রধানকে জানানো হবে এবং বিষয়টি জেলা স্তরে আলোচনা করা হবে।'

বিশ্বে চতুর্থ এলআইসি

নিউজ ব্যুরো

৬ ডিসেম্বর : দেশের বৃহত্তম বিমা সংস্থা লাইফ ইনসুরেন্স কোম্পানি তথা এলআইসি'র মুকুটে আরও একটি পালক যুক্ত হল। আর্থিক সমৃদ্ধির দিক দিয়ে বিশ্বের সেরা পঞ্চাশটি বিমা সংস্থার তালিকায় চতুর্থ স্থান পেয়েছে ভারতের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ওই সংস্থা। বিশ্বের সেরা বিমা সংস্থাগুলির এই তালিকা প্রকাশ করেছে এসঅ্যান্ডপি গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স।

২০২২ সালের জীবন, দুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্য বিমার ভিত্তিতে ওই তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্বসেরা ৫০টি বিমা সংস্থার মধ্যে এশিয়ার ১৭টি সংস্থা স্থান পেয়েছে। প্রথম হয়েছে জার্মানির একটি সংস্থা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে চিন ও জাপানের একটি করে সংস্থা। এলআইসি চতুর্থ স্থান পাওয়ায় দেশের আর্থিক অগ্রগতির প্রমাণ আরেকবার এল বিশ্বের সামনে। তবে এখানেই থেমে না থেকে প্রথম স্থান দখলের দিকে এলআইসি এগিয়ে যাবে বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে।

আলোয় কালো কারবার

প্রথম পাতার পর

তাই টাকার পরিমাণ কোটেশনের চাইতে বেশি হচ্ছে।' কিন্তু কোন অঙ্কে বাড়তি পাঁচদিনের জন্য টাকা দ্বিগুণ হয়ে গেল তার হিসেব দিতে পারেননি প্রতীক। প্রশ্নের মুখে পড়ে তিনি জানান, যা বলার সবটাই তাঁর ব্যবসার সহযোগী অমিতকুমার দাস বলবেন।

অমিতের কথা, 'আমাদের অনেককিছু ম্যানেজ করে চলতে হয়। পুরসভার দুর্গাপুজোর কার্নিভাল, বিসর্জন, ছটপুজোর আলোকসজ্জা, পুরসভার সাংস্কৃতিক মঞ্চের আলো, রাসমেলা চত্বরের রাস্তার আলো সবকিছুই বিনা পয়সায় দিতে হয় আমাদের। তারপর এদিক ওদিকের খরচ তো আছেই। তাই সবটা কোটেশনের হিসাবে বিচার করলে হবে না।'

প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি বিনা পয়সায় পুরসভাকে আলোর বন্দোবস্ত করে দিয়ে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতেই রাসমেলা থেকে বাড়তি অর্থ তুলছে ওই সংস্থা আর সব জেনেবুঝেই কি চুপচাপ পুরসভা কর্তৃপক্ষ? পুরসভা ও বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার বোঝাপড়াতেই কি তাহলে আলো কেলেঙ্কারি শুরু হয়েছে? রবীন্দ্রনাথ ঘোষ অবশ্য কেলেঙ্কারি মানতে নারাজ। তাঁর বক্তব্য, 'এত বড় মেলায় অনেককিছুই বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে হয়। বিদ্যুতের ব্যাপারটার মধ্যে আমরা খুব একটা ঢুকি না। বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করে বিদ্যুৎ মাশুলের ব্যাপারটা ঠিক করে।'

বিনা পয়সায় দুর্গাপুজো, ছট, রাসমেলার মঞ্চে আলোর বন্দোবস্ত করার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। দুর্গাপুজোর অনেক পরে রাসমেলা হয়। রাসে কোন সংস্থা বিদ্যুৎ সরবরাহের বরাত পাবে সেটা কি তাহলে আগে থেকেই ঠিক হয়েছিল? তা না হলে ওই সংস্থা কীভাবে দুর্গাপুজো, ছটের ঘাটে পুরসভার জন্য নিখরচায় আলোর ব্যবস্থা করে দিল। এক্ষেত্রেও দুর্নীতির আভাস পেয়েছেন অনেকেই।

২০ দিনের রাসমেলায় ১৫ দিনের বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য কেন কোটেশন করা হল তার জবাবও মেলেনি। বাকি পাঁচদিনের জন্য পুরসভা তাঁদের কোনওরকম নির্দেশ দেননি বলেই জানিয়েছেন প্রতীক। চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, বিষয়টি তাঁরা ম্যানেজ করে নেবেন। ফাঁকা ওয়ার্ক অর্ডারে স্বাক্ষরের কথাও স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি।

তাঁর যুক্তি, 'ওয়াট অনুসারে বিদ্যুতের আলাদা মাশুল হয়। সেক্ষেত্রে হিসেব করাও খুব কঠিন। তাই ফাঁকা রেখে দেওয়া হয়। পরে ওটা পূরণ করা হবে।' যদিও পুর আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এভাবে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া যায় না।

কানপুরের পথে স্পেশাল ট্রেন

আলিপুরদুয়ার, ৬ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে কানপুর পর্যন্ত একটি স্পেশাল ট্রেন চালানোর উদ্যোগ নিল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন। ৯ ডিসেম্বর রাত ১১টা নাগাদ আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে যাত্রা শুরু করবে সেই ট্রেন। ১১ ডিসেম্বর ভোর ৪টা নাগাদ কানপুরে পৌঁছানোর কথা। চাহিদা থাকায় একদিনের জন্য এই স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে রেল সূত্রে খবর।

হাতির মস্তি বদলে দিল সাফারির নিয়ম

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর : মস্তিতে রয়েছে হস্তী। আর তাতেই বিপদের আঁচ বনে। অঘটন এড়াতে তাই বদলে ফেলা হল জঙ্গল সাফারির নিয়ম।

এবার থেকে আর যখন খুশি তখন নয়, একসঙ্গে পর্যটকদের নিয়ে গরুমারার জঙ্গলে ঢুকবে সাফারির গাড়ি। সঙ্গে থাকবেন বন্দুকধারী বনকর্মী। দিনের চারটি শিফটে নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মিলবে সাফারির অনুমতি। বন দপ্তরের এই নিয়মে অবশ্য খুশি পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের নর্থ রেঞ্জের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক মন মাসি খালকো বলছেন, 'ডিএফওর নির্দেশেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বুধবার থেকে এই নতুন সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে।'

দিনকয়েক ধরে মস্তিতে রয়েছে গরুমারার একটি দাঁতাল। মেজাজ খিটখিটে থাকায় তেড়ে আসছে মাঝেমধ্যেই। গত শনিবার লাটাগুড়ির জঙ্গলের বড়দিঘি বিটের এসএস ফোর কম্পার্টমেন্টে জ্বালানি সংগ্রহ করতে গিয়ে ওই হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয় এক মহিলার। রবিবার একটি বাইক ও যাত্রীবাহী বাসকে তাড়া করে দাঁতালটি। বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। ঘটনায় কেউ আহত না হলেও যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়।

একসঙ্গে সমস্ত গাড়ি পর্যটকদের নিয়ে জঙ্গলে ঢুকছে। গরুমারায় বুধবার।

এখানেই শেষ নয়। প্রায় প্রতিদিনই একাধিকবার মূর্তিমানের মতো জাতীয় সড়কের উপরে উঠে পড়ছে হাতিটি। পর্যটকদের সামনেও চলে আসছে বারবার। আর তার জেরেই পর্যটকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল।

নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ রবি ও সোমবার মিলে মোট তিনটি শিফটে গরুমারার যাত্রাপ্রসাদ নজরমিনারে পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ করে দিয়েছিল। আগাম নোটিশ ছাড়াই এভাবে জঙ্গলের প্রবেশ বন্ধ করায় ডিএফও-কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ক্ষোভ উগরে দেন পর্যটন ব্যবসায়ী থেকে পর্যটক- সকলেই। তার জেরেই নিয়ম বদলে ফেলল বন দপ্তর।

লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলছেন, 'আমরা দাবি জানিয়েছিলাম, পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ না করে নিরাপত্তা বাড়ানো হোক। সেই পথেই হাঁটল বন দপ্তর।'

বর্তমানে সকাল ছয়টা, নয়টা, দুপুর একটা এবং সাড়ে তিনটা- মোট চারটি শিফটে জঙ্গল সাফারি চালু রয়েছে গরুমারায়। প্রতিটি শিফট ২ ঘণ্টার। কিন্তু শিফট শেষ হওয়ার খানিক আগেও পর্যটকদের নিয়ে ঢুকে পড়ত সাফারির গাড়ি। ফলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে জঙ্গলে ঢুকতেন পর্যটকরা। বন দপ্তর ঠিক করেছে, এবার চারটি শিফটেই সাফারি চালু থাকবে। তবে, যখন খুশি তখন ঢোকা যাবে না। শিফট শুরুর পাঁচ মিনিটের মধ্যে পর্যটকদের নিয়ে লাইনে দাঁড়াবে সাফারির গাড়ি। সামনের গাড়িতে বন্দুক হাতে থাকবেন একজন বনকর্মী। পথে দাঁতালটি কোনও বেগরবাই করলে শূন্যে গুলি ছুড়ে সেটিকে ফেরত পাঠানো হবে।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, হাতিটির গতিবিধির ওপর আলাদা করে নজরও রাখছেন বনকর্মীরা। পরবর্তী সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত নতুন নিয়মে সাফারি চালু থাকবে।

পর্যটন ব্যবসায়ী উজ্জ্বল শীলের কথায়, 'পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বন দপ্তর যে উদ্যোগ নিয়েছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়।'

কিন্তু দাঁতালের মস্তির জেরে বন দপ্তরের নিয়মে এমন বদল, এটা সম্ভবত নজির হয়ে থাকবে গরুমারার ইতিহাসে।

‘আমাকে কি টি২০ বিশ্বকাপে প্রয়োজন?’

বিসিসিআই-কে প্রশ্ন রোহিতের

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : মিশন দক্ষিণ আফ্রিকার বাজনা বাজছে। টিম ইন্ডিয়া ইতিমধ্যেই জোহানেসবার্গের পথে রওনাও হয়ে গিয়েছে।

এমন অবস্থায় নিয়মিতভাবে সামনে আসছে ভারতীয় ক্রিকেটে দুই সুপারস্টার বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাকে নিয়ে নানা জল্পনা। আগামীর সংশয়ও। জানা গিয়েছে, দিন কয়েক আগে দিল্লিতে যখন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের জন্য ভারতীয় দল নির্বাচন হয়েছিল, সেই নির্বাচনি বৈঠকে অধিনায়ক হিটম্যান (লন্ডন থেকে জুমের মাধ্যমে বৈঠকে হাজির হয়েছিলেন) ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের শীর্ষকর্তা ও জাতীয় নির্বাচকদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, তাঁকে আগামী জুন মাসে আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে টি২০ বিশ্বকাপের জন্য প্রয়োজন রয়েছে কিনা। জবাবে বোর্ডের শীর্ষকর্তারা তো বটেই, রোহিতকে আগামী জুনের টি২০ বিশ্বকাপ খেলার জন্য অনুরোধ করেছিলেন অজিত আগরকাররাও। ভারত অধিনায়ক রোহিত নিজে এই ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এখনও স্পষ্ট নয়। যদিও বিসিসিআইয়ের অন্দরমহল থেকে বলা হচ্ছে, রোহিত মার্কিন মুলুকে টি২০ বিশ্বকাপে খেলবেন। কিন্তু তারপরও জল্পনা থামেনি। বরং হিটম্যান যেভাবে প্রশ্ন তুলেছেন, তা অনেককেই চমকে দিয়েছে। তিনি কেন এমন প্রশ্ন তুললেন, সেটা নিয়েও বিতর্ক চলছে এখনও।

টি২০–র জার্সিতে রোহিত শর্মাকে আর দেখা যাবে কিনা তা নিয়েই চর্চা।

বিসিসিআইয়ের এক শীর্ষ কর্তার দাবি সত্যি হলে, ঘরের মাঠে গত ১৯ নভেম্বর নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালে হার এখনও মানতে পারেননি হিটম্যান। তিনি নিজে তো বটেই, সমগ্র ক্রিকেটমহলই জানে চার বছর পর ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্ধারিত থাকা একদিনের বিশ্বকাপে ৪০ বছরের রোহিত খেলবেন না। তাহলে কি আমেরিকার মাটিতে আগামী জুনের টি২০ বিশ্বকাপ রোহিতের কেরিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ হতে চলেছে? এমন প্রশ্নেরও জবাব নেই।

তবে রোহিতের আন্তর্জাতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনাটা চলছে প্রবলভাবেই। হয়তো চলবেও।

ব্যাটারদের জন্য কঠিন পরীক্ষা, মানছেন দ্রাবিড়

আগ্রাসী ক্রিকেটের হুমকি প্রোটিয়া কোচের

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : মেয়াদ বাড়ার পর প্রথম সফর।

তিন সিরিজের মিশন দক্ষিণ আফ্রিকা। টি২০ দিয়ে শুরু। শেষে দুই ম্যাচের টেস্ট টক্কর। লাল বলের যে চ্যালেঞ্জকে সবচেয়ে কঠিন মনে করছেন ভারতীয় দলের হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড়। দল নিয়ে আত্মবিশ্বাসের মাঝেও তাই বাড়তি সতর্ক ‘দ্য ওয়াল’।

ভারতের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের ইতিহাসে ব্যর্থতাই বেশি। বিশেষত টেস্টে। সিরিজ জয়ের স্বাদ অধরা এখনও পর্যন্ত। গত সফরেও ওডিআই এবং টেস্ট, দুই সিরিজেই হারতে হয়েছে। যে সিরিজে কোচের দায়িত্বে ছিলেন আবার দ্রাবিড়ই।

খেলোয়াড় এবং কোচ হিসেবে পুরোনো অভিজ্ঞতা থেকে ‘মিস্টার ডিপেন্ডেবল’ জানেন, শুধু গেমপ্ল্যান থাকলেই চলবে না। স্বচ্ছ ধারণা প্রয়োজন দক্ষিণ আফ্রিকার পরিবেশ, পরিস্থিতি সম্পর্কে। গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন।

দ্রাবিড় বলেছেন, ‘ব্যাটারদের জন্য নিঃসন্দেহে কঠিন মঞ্চ। পরিসংখ্যান দেখলে তা বেশ পরিষ্কার। বিশেষত, সেঞ্চুরিয়ান ও জোহানেসবার্গে ব্যাটিং কঠিন। উইকেটে মুভমেন্ট রয়েছে। রয়েছে পেস। বাউন্সের হেরফেরও আছে। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের নিজস্ব গেমপ্ল্যান থাকা জরুরি। দরকার পরিকল্পনা নিয়ে স্বচ্ছ ধারণারও। সঙ্গে পরিশ্রম এবং সঠিক প্রস্তুতি।’

মাইসুরুর চামুন্ডি হিল মন্দিরে পুজো দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা রওনা হলেন দ্রাবিড়।

ব্যাটারদের কী করা উচিত, সেই রাস্তাও বাতলে দিলেন রোহিত–বিরাটদের হেডস্যর। পরিষ্কার জানালেন, ক্রিজে সেট হয়ে গেলে তার পুরোদস্তুর সুফল তুলে ফিরতে হবে। শুধু ভালো শুরু করলে হবে না, ইনিংসকে টেনে নিয়ে যেতে হবে। দ্রাবিড়ের কথায়, দলগত প্রচেষ্টার পাশাপাশি ব্যক্তিগত নৈপুণ্য সাফল্যের অন্যতম শর্ত মিশন দক্ষিণ আফ্রিকায়।

দ্রাবিড় বলেন, ‘প্রত্যেকেই একইরকম খেলবে, আশা করা ভুল। তবে দল তাদের কাছে কী প্রত্যাশা করছে, সেটা পরিষ্কার করে দেওয়া হবে। খেলোয়াড়দের দায়িত্ব মাঠে নেমে তা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করা। চাপ সামলানোর জন্য মানসিক দৃঢ়তা গুরুত্বপূর্ণ। আর একটা বিষয় হল, কেউ সেট হয়ে গেলে, তাকে চেষ্টা করতে হবে ম্যাচ জেতানো পারফরমেন্স করার।’

শুধু পিচ, পরিস্থিতি নয়, প্রোটিয়া শিবিরের তরফেও উড়ে আসছে গোলাগুলি। দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট দলের হেডকোচ শুকরি কনরাড প্রচ্ছন্ন হুমকিও দিয়ে রেখেছেন। চাপ তৈরি করেছেন সেদেশের মাটিতে ভারতীয় দলের অতীত ব্যর্থতার কথা তুলে। মনে করিয়ে দিয়েছেন, হোম সিরিজে ভারতের বিরুদ্ধে কখনও টেস্ট সিরিজ হারেননি তাঁরা। আসন্ন সিরিজেও সেই গর্বের রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রাখতে তাঁরা বদ্ধপরিকর।

ভারত ভালো দল হলেও, নিজের টিম নিয়ে আত্মবিশ্বাসী। দলের উদ্দেশে কনরাডের বার্তা, টিম ইন্ডিয়াকে শুরু থেকে চেপে ধরতে হবে। মাথা তুলতে দিলেই বিপদ। প্রথম বল থেকে কোমর বেঁধে ঝাঁপাবেন। দ্রাবিড়ের প্রশিক্ষণাধীন টিম ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ কীভাবে সামলায়, সেটাই দেখার।

দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়ার আগে আইপিএল সতীর্থ রশিদ খানের সঙ্গে দেখা করলেন শুভমান গিল।

বছরের সেরা লিও মেসি

নিউ ইয়র্ক, ৬ ডিসেম্বর : লিওনেল মেসির মুকুটে নতুন পালক জুড়ল। বুধবার টাইম ম্যাগাজিনের তরফে ২০২৩ সালের সেরা অ্যাথলিট হিসেবে বেছে নেওয়া হল আর্জেন্টাইন কিংবদন্তিকে। ৩৬ বছর পর আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ের অন্যতম কান্ডারি চলতি বছরে আটবার ব্যালন ডি’অর জিতে রেকর্ড গড়েছেন। প্যারিস সাঁ জাঁ ছাড়ার সময় তাঁর পুরোনো ক্লাব বার্সেলোনা ও সৌদির দল আল হিলালের লোভনীয় প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও মেজর লিগ সকারের দল ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়েছেন ও মার্কিন মুলুকে ফুটবলের জনপ্রিয়তা বাড়ানোয় এগিয়ে এসেছেন। তাঁর নেতৃত্বেই ইন্টার মায়ামি প্রথম ট্রফি জিতেছে। এই দিকগুলি বিবেচনা করেই লিওকে বছরের সেরা অ্যাথলিট বেছে নেওয়া হয়েছে।

জিম সেশনের এই ছবি পোস্ট করে ঋষভ পন্থ লিখলেন, ‘প্রত্যাবর্তনের চেষ্টায়।’

দক্ষিণ আফ্রিকায় আকাশ, দুশ্চিন্তায় বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : গ্রুপ পর্বের খেলা শেষ। এবার নকআউটের লড়াই।

চলতি বিজয় হাজারে ট্রফির প্রি–কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার লক্ষ্যেই আজ বেলার দিকে মুম্বই থেকে রাজকোটে পৌঁছে গেল বাংলা দল। দিনের বাকি সময়টা বিশ্রাম নিয়েই কাটিয়ে দিলেন অনুষ্টুপ মজুমদাররা।

সঙ্গে চলল শনিবারের গুজরাট ম্যাচ নিয়ে ভাবনা ও পরিকল্পনা। শনিবারের প্রি–কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের আগে কিছুটা হলেও দুশ্চিন্তায় বাংলা শিবির। সৌজন্যে দলের সেরা জোরে বোলার আকাশ দীপ। আজ সকালেই মুম্বই থেকে বেঙ্গালুরু হয়ে ভারতীয় ‘এ’ দলের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার পথে রওনা হয়ে গিয়েছেন আকাশ। শনিবারের গুজরাট ম্যাচে আকাশের পরিবর্ত কে হবেন, তা নিয়েই আপাতত বেশ দুশ্চিন্তায় বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। দলের সহকারি কোচ সৌরাশিস লাহিড়ি সন্ধ্যার দিকে রাজকোট থেকে মোবাইলে বলছিলেন, ‘আকাশ আমাদের দলের সেরা জোরে বোলার। ওর অভাব পূরণের কাজটা সহজ হবে না। যারা রয়েছে, তাদেরই বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে মাঠে সেরাটা দিতে হবে। তরুণদের জন্যও বড় সুযোগ।’

রাজকোটে অনুষ্টুপরা

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের ভারতীয় ‘এ’ স্কোয়াডে রয়েছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণও। আকাশ, অভিমন্যুদের ছাড়াই নক আউট পর্বের ম্যাচ খেলতে হবে বাংলাকে। ওপেনার অভিমন্যুর অভাব যদিও বা বাকিরা সামলে দিয়েছেন বিজয় হাজারের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে। কিন্তু আকাশের বদলি কে হবেন? বঙ্গ শিবিরে রয়েছে দুটি নাম। ঈশান পোড়েল ও গীত পুরি। প্রথম জনের ফিটনেস সমস্যা রয়েছে। অপরজন এখনও বিজয় হাজারের কোনও ম্যাচ খেলেননি। এমন অবস্থায় আগামীকাল রাজকোটের সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থার মাঠে অনুশীলনে নামতে চলেছে বাংলা দল। দলের অন্দরের খবর, আগামীকাল ও পরশু, দুই দিনের অনুশীলনের মাধ্যমেই আকাশের পরিবর্ত বেছে নেবে বাংলা। তার আগে দক্ষিণ আফ্রিকার পথে রওনা হয়ে যাওয়া আকাশকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছে বাংলা শিবির।

দলের সঙ্গে যাননি চাহার, টেস্টে অনিশ্চিত সামি

র‌্যাংকিংয়ে রমরমা ভারতের, রশিদকে সরিয়ে শীর্ষে রবি

বেঙ্গালুরু, ৬ ডিসেম্বর : আইসিসি র‌্যাংকিংয়ে ভারতের দাপট।

দল এবং ব্যক্তিগত বিভাগে ভারতের আধিপত্যের ছবি। সদ্য প্রকাশিত তালিকায় টেস্ট, ওডিআই এবং টি২০– তিন বিভাগেই এক নম্বর দলের শিরোপা টিম ইন্ডিয়ার। ব্যক্তিগত ব্যাটিং, বোলিং, অলরাউন্ডারদের সেরার টক্করে সাফল্যের প্রতিফলন।

টেস্ট ছাড়া বাকি দুই ফর্ম্যাটে এক নম্বর ব্যাটারের সিংহাসনে ভারতীয়। ওডিআইয়ে শুভমান গিল, টি২০–তে সূর্যকুমার যাদব। বোলিংয়ে ওডিআই ছাড়া বাকি দুই বিভাগেও সেরা রবি বিষ্ণোই (টি২০) ও রবিচন্দ্রন অশ্বীন (টেস্ট)। সঙ্গে এক নম্বর টেস্ট অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা। বারোটির মধ্যে ৮টিতেই শীর্ষস্থানই ভারতের কবজায়।

বিষ্ণোই তালিকায় নবতম সংযোজন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত টি২০ সিরিজে সাফল্যের (৫ ম্যাচে ৯ উইকেট) সুবাদে শীর্ষস্থানে উঠে এসেছেন ভারতীয় লেগস্পিনার। বছর তেইশের বিষ্ণোই (৬৯৯ পয়েন্ট) পিছনে ফেলেছেন আফগানিস্তানের তারকা স্পিনার রশিদ খানকে (৬৯২)। সেরা পাঁচের প্রত্যেকেই স্পিনার। বাকি তিনজন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা, আদিল রশিদ ও মহেশ থিকশানা। অক্ষর প্যাটেল এবং অর্শদীপ সিং যথাক্রমে রয়েছেন ১১ ও ২০তম স্থানে।

এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের শুরুতেই ধাক্কা ভারতীয় শিবিরে। বাবার অসুস্থতার কারণে দলের সঙ্গে যেতে পারেননি দীপক চাহার। বেঙ্গালুরু থেকে সূর্যকুমারের নেতৃত্বাধীন টি২০ দল জোহানেসবার্গ উড়ে গিয়েছে। কিন্তু বাবার অসুস্থতার দরুন পরিবারের সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নেন দীপক।

টি২০–র এক নম্বর বোলার হয়ে প্রোটিয়াদের চ্যালেঞ্জ নিতে যাচ্ছেন রবি বিষ্ণোই (বাঁয়ে)। দক্ষিণ আফ্রিকাগামী বিমানে কুলদীপ যাদব, রিঙ্কু সিং, অর্শদীপ সিং, তিলক ভার্মা, ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপরা।

জানান, বাবার অবস্থা সংকটজনক ছিল। ঠিক সময়ে হাসপাতালে না গেলে পরিস্থিতি খারাপ হত। দীপক বলেছেন, ‘আমাকে ক্রিকেটার হিসেবে গড়ে তোলার সবটুকু কৃতিত্ব বাবার। ওঁর জন্য আজ আমি এই জায়গায় পৌঁছেছি। আমার কাছে বাবার গুরুত্ব আলাদা। এরকম পরিস্থিতিতে রেখে আমার পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়।’

দীপক জানিয়েছেন, হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে কথা বলেছেন। কথা হয়েছে নির্বাচক কমিটির সদস্যদের সঙ্গেও। বাবা সুস্থ হলেই তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। ১০ তারিখ প্রথম টি২০। ম্যাচে দীপককে পাওয়া যাবে নাকি বিকল্পের পথে হাঁটবেন নির্বাচকরা, পরিষ্কার নয়।

আট বিভাগে এক নম্বর টিম ইন্ডিয়া

টেস্ট দল
ওডিআই দল
টি২০ দল
ওডিআই ব্যাটার : শুভমান গিল
টেস্ট বোলার : রবিচন্দ্রন অশ্বীন
টেস্ট অলরাউন্ডার : রবীন্দ্র জাদেজা
টি২০ ব্যাটার : সূর্যকুমার যাদব
টি২০ বোলার : রবি বিষ্ণোই

মহম্মদ সামিকে নিয়েও রয়েছে টানাপোড়েন। সাদা বলের জোড়া ফর্ম্যাট থেকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র টেস্ট দলে রয়েছেন। কিন্তু গোড়ালির সমস্যায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে সামিকে পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা। বিশ্বকাপে ইনজেকশন নিয়ে গোড়ালির সমস্যার মধ্যেই খেলেছিলেন। সমস্যা এখনও মেটেনি।

হাতে বেশ কিছুদিন সময় থাকলেও তা মিটবে জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। টিম ঘোষণার সময় সামির ফিটনেসের বিষয়টি উল্লেখও করে দেন অজিত আগরকাররা। বিসিসিআই সূত্রের খবর, সামির চোট নিয়ে নিশ্চিত হওয়ার পরই পদক্ষেপ করা হবে। প্রোটিয়া সফর গুরুত্বপূর্ণ হলেও ঝুঁকি নেওয়া হবে না। আশঙ্কা সত্যি হলে সামিকে বিশ্রাম দিয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পরবর্তী হোম সিরিজেই ফেরানো হবে।

অধিনায়ক রোহিতের প্রশংসায় ম্যাককুলাম

ভারতকে ‘বাউন্সার’ ছুড়লেন কালিস

জোহানেসবার্গ, ৬ ডিসেম্বর : দশ তারিখ সফরের প্রথম ম্যাচ।

দক্ষিণ আফ্রিকায় পেস–বাউন্সি উইকেটেই পরীক্ষা হতে চলেছে ভারতের। তার আগেই অবশ্য ভারতীয় দলের উদ্দেশ্যে জ্যাক কালিসের ‘বাউন্সার’। ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডারের দাবি, ভারত ভালো দল। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকাকে ঘরের মাঠে হারানো কঠিন।

সাম্প্রতিক পারফরমেন্সে ভারত এগিয়ে থাকলেও, হোম সিরিজে নিজের দেশকেই এগিয়ে রাখছেন ক্যালিস। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে বরাবরই কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে ভারত। অতীত রেকর্ডও সুখকর নয়। গত সফরে (২০২১–’২২) টেস্টে ২–১ এবং ওডিআইয়ে ৩–০ ব্যবধানে হেরেছিল ভারত। কালিসের দাবি মতে, ছবিটা বদলানো সহজ নয় টিম রাহুল দ্রাবিড়ের পক্ষে।

ভারত–দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘সন্দেহ নেই ভারত ভালো দল। কিন্তু বাস্তব হল আমাদের ঘরের মাঠে হারানো কঠিন। যেই জিতুক টেস্ট সিরিজ আকর্ষণীয় হবে। সেঞ্চুরিয়ান দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য পারফেক্ট মঞ্চ। ভারত সেখানে নিউল্যান্ডসে সুবিধা পাবে। কয়েকটা সেশনের পারফরমেন্স তফাত গড়ে দেবে।’

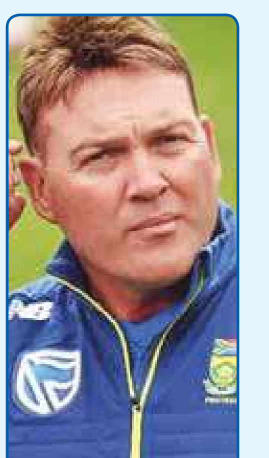

> সন্দেহ নেই ভারত ভালো দল। কিন্তু বাস্তব হল আমাদের ঘরের মাঠে হারানো কঠিন। যেই জিতুক টেস্ট সিরিজ আকর্ষণীয় হবে। সেঞ্চুরিয়ান দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য পারফেক্ট মঞ্চ। ভারত সেখানে নিউল্যান্ডসে সুবিধা পাবে। কয়েকটা সেশনের পারফরমেন্স তফাত গড়বে।
> –জ্যাক কালিস

টি২০ সিরিজ দিয়ে সফর শুরু করবে ভারত। তারপর ওডিআই এবং সব শেষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। বক্সিং ডে টেস্ট (২৬–৩০ ডিসেম্বর) সেঞ্চুরিয়ানে। নিউ ইয়ার টেস্ট হবে কেপটাউনের নিউল্যান্ডসে (৩–৭ জানুয়ারি)। এদিকে ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের হেডকোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম আবার রোহিত শর্মার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নতুন বছরে ৫ ম্যাচের লম্বা টেস্ট সিরিজ খেলতে দল নিয়ে ভারতে পা রাখবেন। মানছেন, ইংল্যান্ডের বাজবল ক্রিকেটের আসল পরীক্ষা হবে ভারতের মাটিতেই।

এদিন ম্যাককুলাম অবশ্য মাতলেন রোহিত–বিরাট কোহলিদের নিয়ে। বলেছেন, ‘রোহিতের নেতৃত্ব ভালো লাগে। একটা আগ্রাসী ব্যাপার রয়েছে। ঝুঁকি নিতে জানে। হাতে একঝাঁক প্রতিভাবান ক্রিকেটারও রয়েছে। যে রসদটাকে দারুণভাবে ব্যবহার করছে রোহিত। শুধু ভারতীয় দল নয়, আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জন্যও ও দুর্দান্ত অধিনায়ক।’

বিরাটকে নিয়েও উচ্ছ্বসিত। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরে থাকার সময় তরুণ বিরাটকে সামনে থেকে দেখেছেন। প্রথম দর্শনে আগামীর সুপারস্টার মনে হয়েছিল। স্বপ্নটাকে যেভাবে বাঁচিয়ে রেখে সফল করে তুলেছে বিরাট, তা প্রশংসনীয়। ম্যাককুলামের কথায়, কোটি কোটি ভক্তের প্রত্যাশার চাপ মাথায় নিয়ে বড় মঞ্চে পারফর্ম করে দেখিয়েছে। সমস্ত সাফল্য, প্রশংসা, পুরস্কার বিরাটের প্রাপ্য।

ওয়ার্নারের পাশে এবার অজি অলরাউন্ডার

ক্যানবেরা, ৬ ডিসেম্বর : উসমান খোয়াজা, জর্জ বেইলির পর এবার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। দেশের প্রাক্তন, বর্তমান তারকাদের একে একে পাশে পাচ্ছেন ডেভিড ওয়ার্নার।

পাঁচ বছর আগের স্যান্ডপেপার গেট কেলেঙ্কারির স্মৃতি উসকে ওয়ার্নারকে আক্রমণ করেছিলেন প্রাক্তন অজি পেসার মিচেল জনসন। যা নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট সমাজ গত কয়েকদিন ধরে সরগরম। ওয়ার্নারকে আক্রমণের কারণ মঙ্গলবার প্রকাশ্যেও এনেছেন জনসন। কিন্তু তারপরও তাঁর পক্ষে কথা বলার মতো লোক পাওয়া যাচ্ছে না। বরং খোয়াজা, বেইলির পর তারকা অজি অলরাউন্ডার ম্যাক্সওয়েল বুধবার ওয়ার্নারের সমর্থনে এগিয়ে এলেন।

ম্যাক্সওয়েল বলেছেন, ‘জনসন–ওয়ার্নার বিতর্কে আলটপকা মন্তব্য করে খবরের শিরোনাম হতে চাই না। তবে আমার চোখে ওয়ার্নার অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের একজন যথার্থ চ্যাম্পিয়ন। ওয়ার্নারকে প্রথম টেস্টে সুযোগ দেওয়া নিয়ে নির্বাচকদের মধ্যে স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে। পারথে ডেভিকে (ডেভিড ওয়ার্নার) দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। এবারের গ্রীষ্মে ওয়ার্নারের ব্যাটে বড় রান অপেক্ষা করছে।’

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন তারকা এবি ডিভিলিয়ার্স আবার চাইছেন নিজেদের মধ্যে ঝামেলা মিটিয়ে নিক জনসন ও ওয়ার্নার। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে ‘মিস্টার ৩৬০ ডিগ্রি’ এবি বলেছেন, ‘ব্যক্তিগত ঝামেলা গোটা পৃথিবীকে জানিয়ে কী লাভ? আমার মতে, ফোন করে নিজেদের সমস্যা মিটিয়ে নিলেই তো হয়ে যায়। হয়তো ড্রেসিংরুমের কোনও ক্ষত জনসনের মনে রয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারজন্য জনসমক্ষে মুখ খোলার কোনও প্রয়োজন নেই।’

জনসন ও ওয়ার্নার– দুইজনের বিরুদ্ধেই খেলেছেন ডিভিলিয়ার্স। সেই অভিজ্ঞতা থেকে প্রোটিয়া তারকার মনে হয়েছে, ক্রিকেটার হিসেবে ওয়ার্নার অত্যন্ত আগ্রাসী। জনসনের মানসিকতাও প্রায় একই ধরনের। সেটাই সমস্যার কারণ হতে পারে, মত ডিভিলিয়ার্সের। তিনি বলেছেন, ‘মাঠে বিপক্ষকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়ার মুডে থাকে না ওয়ার্নার। কিন্তু মাঠের বাইরে ও একেবারে শান্ত স্বভাবের মানুষ। আইপিএলে দিল্লি ডেয়ারডেভিলসে খেলার সময় ওয়ার্নারকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। জনসনও একই ধরনের। এটাই হয়তো সংঘাতের কারণ।’

প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে শতরানের পর শান মাসুদ। বুধবার ক্যানবেরায়।

ওয়ার্নারকে আক্রমণের জেরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ধারাভাষ্য দিতে পারবেন না জনসন। কিছুদিন আগে জনসন আসন্ন সিরিজে ধারাভাষ্য দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সম্প্রচারকারী চ্যানেলে ধারাভাষ্যকারদের যে তালিকা বুধবার প্রকাশ করা হয়েছে তাতে ৪২ বছরের জনসনের নাম নেই।

জনসন–ওয়ার্নারের ঝামেলা নিয়ে পাকিস্তান শিবিরের মাথাব্যথা নেই। বরং তারা প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে চারদিনের প্রস্তুতি ম্যাচের মাধ্যমে প্রথম টেস্টের ড্রেস রিহার্সালে ব্যস্ত। বুধবার প্রস্তুতি ম্যাচে শতরান করে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে রাখলেন পাকিস্তানের নতুন টেস্ট অধিনায়ক শান মাসুদ (অপরাজিত ১৫৬)। ইমাম–উল–হক (৮) ব্যর্থ হলেও আরেক ওপেনার আব্দুল্লাহ শফিক (৩৮) ব্যাটিং ঝালিয়ে রাখলেন। পারথের বাউন্সি পিচে প্যাট কামিন্সদের মুখোমুখি হওয়ার আগে রান পেলেন প্রাক্তন অধিনায়ক বাবর আজমও (৪০)। তবে ব্যাটিংয়ে নেমেই মাসুদের স্ট্রেট ড্রাইভ নন–স্ট্রাইকার এন্ডে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে ধরতে গিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ট্রোলড হলেন তিনি। উইকেটরক্ষক–ব্যাটার সরফরাজ আহমেদের (৪১) ফর্ম পাক শিবিরকে স্বস্তি জোগাবে। যার ফলে প্রথমদিনের শেষে পাকিস্তানের স্কোর ৩২৪/৬।

যতদিন হাঁটতে পারব, ততদিন আইপিএল খেলব : ম্যাক্সওয়েল

INDIAN PREMIER LEAGUE

সিডনি, ৬ ডিসেম্বর : কিছুদিন আগেই ভারতের মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপ জিতেছেন। অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ জয়ে বড় ভূমিকা ছিল তাঁর। এক পায়ে ব্যাট করে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিশতরানের নজিরও রয়েছে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের।

এহেন ম্যাক্সওয়েল আপাতত নিজের দেশে। অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া বিগ ব্যাশ লিগের জন্য তৈরি হচ্ছেন। কিন্তু এখনও তাঁর মন পড়ে রয়েছে ভারতে। আরও স্পষ্ট করে বললে, আইপিএলে। কারণ অজি অলরাউন্ডারের দাবি, আইপিএল দুনিয়ার সেরা ক্রিকেট লিগ। আর এই ক্রিকেট লিগ তাঁর কেরিয়ার বদলে দিয়েছে। অজি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অলরাউন্ডার ম্যাক্সওয়েল আজ তাই ঘোষণা করেছেন, তিনি যতদিন হাঁটতে পারবেন, ততদিন আইপিএলে খেলা চালিয়ে যাবেন। ম্যাক্সওয়েলের কথায়, ‘দুনিয়ার নানা প্রান্তে যতগুলো ক্রিকেট লিগ খেলেছি, তার মধ্যে আইপিএলই সেরা। আমার কেরিয়ারে আইপিএলের বিরাট অবদান রয়েছে। অনেক কিছু শিখেছি এই আইপিএল থেকে। তাছাড়া বিরাট কোহলি, এবি ডিভিলিয়ার্সদের মতো ক্রিকেটারদের সঙ্গে এক সাজঘরে কাটানোও বিশাল অভিজ্ঞতা। তাই আমি চাই, যতদিন হাঁটতে পারব ততদিন আইপিএল খেলব।’

২০২৪ সালের জুন মাসে আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে রয়েছে টি২০ বিশ্বকাপ। কুড়ির বিশ্বকাপের আগে ভারতে আইপিএল খেলার পরামর্শ ম্যাক্সওয়েল তাঁর সতীর্থদেরও দিচ্ছেন। বিগ ব্যাশে মেলবোর্ন স্টার্সের অধিনায়ক গ্লেন আজ বলেছেন, ‘আপাতত টি২০ ক্রিকেটের দিকেই মূল ফোকাস রয়েছে আমার। ঘরের মাঠে বিগ ব্যাশ যেমন খেলব। তেমনই আগামী বছর ভারতের মাটিতে আইপিএল খেলার প্রস্তুতিও চালিয়ে যাব। আর আইপিএলের পরই রয়েছে কুড়ির বিশ্বকাপ। অস্ট্রেলিয়া দলে আমার সব সতীর্থকে বলতে চাই প্রাক টি২০ বিশ্বকাপ ভারতের মাটিতে আইপিএল খেলার জন্য। যদি নিলামে সুযোগ আসে, তাহলে ভারতে অবশ্যই আইপিএল খেলো। অভিজ্ঞতা বাড়বে। যা ২০২৪ সালের টি২০ বিশ্বকাপের আসরেও কাজে লাগবে।’

ফিল্ডার-ব্যাটারদের ব্যর্থতায় হার ভারতের

ইংল্যান্ড–১৯৭/৬
ভারত–১৫৯/৬

রেণুকা সিং তিন উইকেট নিলেও প্রথম টি২০ জিততে ব্যর্থ ভারত। বুধবার।

মুম্বই, ৬ ডিসেম্বর : ভারতীয় সিনিয়ার মহিলা দলের হেড কোচ হিসেবে বুধবার নতুন ইনিংস শুরু করলেন অমল মুজুমদার। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচে নামার আগে মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে অমল জানিয়েছিলেন, মেয়েদের থেকে আগ্রাসী ক্রিকেট চাইছেন। ফিল্ডিং ও ফিটনেসের কোনও সমঝোতা করা চলবে না।

বুধবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে দেখা গেল, ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের ফিল্ডিং সেই বছর দুয়েক আগের অবস্থাতেই রয়েছে। ভারতীয় ফিল্ডারা এদিন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচে অন্তত গোটা তিনেক ক্যাচ ফেললেন। ড্যানিয়েল ওয়াট (৭৫), ন্যাট স্কিভার–ব্রান্টরা (৭৭) দুই হাতে সেই সুযোগের ফায়দা তুললেন। নিটফল, শুরুর ধাক্কা সামলে ইংল্যান্ড ১৯৭/৬ স্কোরে পৌঁছে যায়। যা ভারতীয় ব্যাটিং লাইনআপ টপকাতে পারেনি। ভারত প্রথম টি২০ হারল ৩৮ রানে।

অথচ টসে জিতে অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউরর ফিল্ডিং নেওয়ার পর শুরুটা দুর্দান্ত করেছিল ভারত। গত বছর মহিলাদের আইপিএলের দুই আবিষ্কার–শ্রেয়াঙ্কা পাতিল ও সাইকা ইশাকের অভিষেক হয় এদিন। চোট সারিয়ে ফেরা রেণুকা সিং (২৭/৩) প্রথম ওভারে চতুর্থ ও পঞ্চম বলে জোড়া উইকেট নিয়ে ওয়াংখেড়ের দর্শকদের মাতিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ২/২ হয়ে যাওয়ার পরই খেলা ধরে নেন ওয়াট (৭৫) ও স্কিভার–ব্রান্ট (৭৭)। তাদের ১৩৮ রানের পার্টনারশিপ হরমনপ্রীতদের সমস্ত উন্মাদনায় জল ঢেলে দেয়। রেণুকা সফল হলেও তাঁর ওপেনিং বোলিং পার্টনার পূজা বস্ত্রকারের (৪৪/০) দিনটা একেবারেই ভালো গেল না। ভুলে ভরা বোলিংয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলল জঘন্য ফিল্ডিং।

১৯৭–এর বিশাল স্কোর তাড়া করতে গেলে ওপেনিং জুটিকে বুনিয়াদ রাখতে হয়। কিন্তু দলের ২০ রানের মাথায় ফিরে যান তারকা ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা (৬)। তিন নম্বরে নেমে জেমিমা রডরিগেজও (৪) পুরোপুরি ব্যর্থ। শেফালি ভার্মার (৫২) সঙ্গে ৪১ রানের পার্টনারশিপে ভারতীয় ইনিংসকে হরমনপ্রীত (২৬) ট্র্যাকে ফেরানোর চেষ্টা অবশ্য করেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় অধিনায়ককে সোফি এক্লেস্টোন ফিরিয়ে দেন। শুরুটা ভালো করেছিলেন শিলিগুড়ি উইকেটকিপার–ব্যাটার রিচা ঘোষ। কিন্তু তিনি ২১ রানের বেশি এগোতে পারেননি। এক্লেস্টোনের (১৫/৩) বলে শেফালি ভার্মা ফিরতেই ভারতের জয়ের আশা শেষ হয়ে যায়। ভারত ৬ উইকেটে ১৫৯ রানে আটকে যায়।

বাগানের মান বাঁচালেন সাদিকু

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট–২
(সাদিকু–২)
ওড়িশা এফসি–২
(জাহৌ–২ পেনাল্টি ১)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : আইএসএলে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিজয়যাত্রা জগন্নাথদেবের রথের চাকায় আটকে যাওয়ার মুখে নায়ক হলেন আর্মান্দো সাদিকু। জয় না এলেও অপরাজিত থেকে গেল হুয়ান ফেরান্দো বাহিনী।

এদিন শেষমুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই জারি রাখার সুফল পেল মোহনবাগান। ৯৪ মিনিটে হেক্টর ইউসতের হেড করে নামিয়ে দেওয়া বলে সাদিকুর শট অমরিন্দার সিংকে টপকে গড়িয়ে গড়িয়ে গোলে যেতেই মাঠে উপস্থিত হাজার দশেক সমর্থক আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। নাহলে ফের একবার ওড়িশা এফসি–র বিরুদ্ধে মুখ কালো করে ফিরতে হত। সদ্যই ২–৫ গোলে হারের দগদগে ঘা–এ খানিকটা হলেও প্রলেপ লাগলো বলা যায়। এদিন ৫৭ মিনিটে জাহৌকে বসিয়ে দিয়েই জেতা ম্যাচটা ফেলে এলেন সের্জিও লোবেরা। মাঝমাঠে জাহৌ বসার এক মিনিটের মধ্যে প্রথম গোল খায় ওড়িশা।

এদিন হুগো বৌমৌস ওয়ার্ম আপের সময়ে চোট পাওয়ায় মাঝমাঠের শক্তি অর্ধেক হয়ে যায় ম্যাচ শুরুর আগেই। ফলে জেসন কামিংসকে প্রথম একাদশে নিয়ে আসায়, হাতে পরিবর্তও কমে যায় মোহনবাগানের। এমনিতেই এদিন রিজার্ভ বেঞ্চে সব কলকাতা লিগের ফুটবলারদের রাখেন ফেরান্দো। মনবীর সিং–দিমিত্রিস পেত্রাতোসরা এদিনও ছিলেন গ্যালারিতেই। হুগো না থাকায় মোহনবাগানের মাঝমাঠ বলে শুরু থেকেই আর কিছু ছিল না। তবু সাহাল আব্দুল সামাদ ও অনিরুদ্ধ থাপা কিছুটা চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু দুইজনেই চোট পেয়ে যাওয়ায় একটা সময়ে তাঁদের তুলে নিতে বাধ্য হন ফেরান্দো। যদিও তারপরেই দুইটি গোল এল মোহনবাগানের। এদিন রয় কৃষ্ণাকে শুরুতে বেঞ্চে রাখলেও তাঁকে ৬২ মিনিটে মাঠে নামাতে বাধ্য হলেন ওড়িশা কোচ। কারণ বাড়তি আত্মবিশ্বাস দেখাতে গিয়ে তার আগে তিনি নিজেই বিপদ ডেকে আনেন জাহৌকে বসিয়ে দিয়ে। যার জেরে ৫৮ মিনিটে কিয়ান নাসিরির মাইনাস থেকে ইউরোতে আলবেনিয়ার হয়ে গোল করা সাদিকু বাঁ পায়ে ফ্লিকে দর্শনীয় গোল করে বাঁচালেন মোহনবাগানকে।

জোড়া গোলের পর সেলিব্রেশন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের আর্মান্দো সাদিকুর। ছবি : ডি মণ্ডল

> দুই গোল করার চেয়ে দলের হার বেঁচেছে এটাই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের হাতে যদি আরও মিনিট পাঁচেক সময় থাকত, তাহলে ম্যাচ জিতেই ফিরতে পারতাম। শুরুর দিকে আমরা ওদের জায়গা দিয়েছিলাম। তাই সুযোগ কাজে লাগাতে পেরেছে ওড়িশা। আমি নিশ্চিত নই, তবে মনে হয়েছে পেনাল্টিটা ছিল না।
> –আর্মান্দো সাদিকু

মাত্র ১০ মিনিটে একটা সুযোগ ছিল মোহনবাগানের কাছে। কিন্তু কিয়ানের বাড়ানো বল বক্সের মধ্যে ফাঁকায় পেয়েও সাদিকু উপর দিয়ে মারেন। ৫২ মিনিটেও একইভাবে বারের উপর দিয়ে উড়িয়ে দেন তিনি। সাদিকু তবু সুযোগ নষ্ট করার পাশাপাশি দুইটি গোলও করেছেন। কিন্তু কামিংস তো সারা ম্যাচে নজরেই পড়লেন না। ২৩ মিনিটে আরও একটা সুযোগ তৈরি হতে হতেও হয়নি। সাদিকুর ব্যাক হিল থেকে সাহালের গ্রু ধরার জন্য কিয়ান সময়ে পৌঁছতে পারেননি। ৩৭ মিনিটে আশিস রাইয়ে তোলা বল নরিন্দার গেহলটের কাঁধে লাগলে মোহনবাগান পেনাল্টি দাবি করেছিল। রেফারি ক্রিস্টাল জন কর্ণপাত করেননি।

৩০ মিনিটে ওড়িশার প্রথম গোল। ইশাক রালতের ক্রস থেকে পুইতিয়া লালথাঙ্গার হেড হাতে লাগিয়ে ফেলেন শুভাশিস বসু। একজন ডিফেন্ডারের টেকনিকাল জ্ঞান থাকলে সে কখনই দুই হাত বার করে রাখবে না। অথচ শুভাশিস সেটাই করে পেনাল্টি পাইয়ে দিলেন ওড়িশাকে। জাহৌয়ের এসব ক্ষেত্রে ভুল হয় না গোল করতে। ১–০ এগিয়ে যাওয়া ওড়িশা এরপর আরও তেড়েফুঁড়ে খেলা শুরু করতেই সেসময় ম্যাচ থেকে হারিয়ে যায় মোহনবাগান। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে দিয়েগো মৌরিসিওর মাইনাসে টোকা মেরে জাহৌয়ের দ্বিতীয় গোল। ম্যাচের শেষদিকে কৃষ্ণার তোলা বল একা বিশাল কেইথকে পেয়েও তাঁর গায়ে মারেন প্রাঞ্জল ভূমিজ এবং ফিরতি বলও তিনি পোস্টে না মারলে সেসময়ই হয়তো নিজেদের জয় নিশ্চিত করে ফেলত ওড়িশা।

এদিনের লড়াইটা এত উচ্চস্তরের এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ের ছিল যে ম্যাচটা শেষ হতেই ফেরান্দোকে দেখা গেল কৃষ্ণার দিকে তেড়ে যেতে। লাল কার্ড দেখলেন মোহনবাগান কোচ ফেরান্দো। দুই পক্ষেরই মধ্যে এই মারামারির জেরে একাধিক কার্ড বার করতে দেখা গেল রেফারিকে। লাল কার্ড দেখলেন মৌরিসিও।

মোহনবাগান
বিশাল, ব্রেন্ডান, ইউসতে, শুভাশিস, আশিস, সাহাল (গ্লেন (টাংরি), অনিরুদ্ধ (নামতে), লিস্টন, কিয়ান (সুহেল), কামিংস ও সাদিকু।

চ্যাম্পিয়ন ভার্নাবাড়ি

সোনাপুর, ৬ ডিসেম্বর : মহেন্দ্রচন্দ্র দে চ্যালেঞ্জ ট্রফি মহিলা ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল ভার্নাবাড়ি। বুধবার মথুরা ক্যান্টিন মাঠে ফাইনালে তারা ট্রাইবেকারে ৩–২ গোলে জলদাপড়া ইউনাইটেডকে হারায়। এদিন প্রথম সেমিফাইনালে জলদাপড়া ২–১ গোলে চিলাপাতা বনজঙ্গলকে হারিয়েছিল। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ভার্নাবাড়ি ৩–২ গোলে পলাশবাড়ি একাদশকে হারিয়েছিল। প্রতিযোগিতার সেরা লতিকা খাড়িয়া। সেরা গোল গোলকিপার মনিশা খড়িয়া। সেরা স্টাইকার অন্নু ওরাওঁ। এদিন খেলার সূচনা করেন মোহনবাগান ক্লাবের ফুটবল সচিব স্বপন বন্দোপাধ্যায় ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান মৃদুল গোস্বামী প্রমুখ। বিজয়ী দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে।

প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট শুরু

কোচবিহার, ৬ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগ বুধবার শুরু হল। কোচবিহার স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচে কল্যাণ স্পোর্টিং ক্লাব ৬৮ রানে বিবেক সংঘকে হারিয়েছে। টসে জিতে কল্যাণ স্পোর্টিং ২৮.৫ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ১৩৭ রান তোলে। ম্যাচের সেরা পিন্টু রাউত ৪৫ রান করেন। শোভন কর্মকার ১৩ রানে ২ উইকেট পান। জবাবে বিবেক সংঘ ২৭.২ ওভারে ৬৯রানে গুটিয়ে যায়। দীপায়ন মণ্ডল ২১ রান করেন।

জয়ী ২০০৩

কোচবিহার, ৬ ডিসেম্বর : জেনকিন্স স্কুলের প্রাক্তনীদের জেনকিন্স প্রিমিয়ার লিগে (জেপিএল) ২০০৩ প্রাক্তনী ৫ উইকেটে ২০০৭ প্রাক্তনীকে হারিয়েছে। বুধবার টসে হেরে ২০০৭ প্রাক্তনী ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ৮২ রান তোলে। জেনকিন্স স্কুলের মাঠে বিজয় সরকার ২৪ রান করেন। ম্যাচের সেরা রতন দাস ২১ রানে ৩ উইকেট পান। জবাবে ২০০৩ প্রাক্তনী ৮.২ ওভারে ৫ উইকেটে ৮৩ রান তুলে নেয়। রতন ২৮ রান করেন।

অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেট

জলপাইগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর : সিএবি পরিচালিত অনূর্ধ্ব–১৫ ক্রিকেটের তিনটি জেলার জোন পর্যায়ের খেলা জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত হবে। ১৮–২০ ডিসেম্বর জেওয়াইএমএ ময়দানে এই খেলা হবে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব কুমার দত্ত জানিয়েছেন, অংশগ্রহণকারী দলগুলি হল– হাওড়া, বর্ধমান ও মালদা জেলা।

প্রথম দিনেই পড়ল ১৫ উইকেট

বলে হাত লাগিয়ে আউট মুশফিকুর

ঢাকা, ৬ ডিসেম্বর : বিচিত্রভাবে আউট হলেন মুশফিকুর রহিম। ১৪৬ বছরের টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে মাত্র দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে বলে হাত লাগিয়ে 'অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড' (ফিল্ডারদের বাধা দেওয়া) নিয়মে আউট হলেন এই ৩৬ বছর বয়সি ব্যাটার। তাঁর আগে ১৯৫১ সালে ইংল্যান্ডের লিওনার্ড হুটন এই লজ্জার তালিকায় নাম তোলেন।

এর আগে 'হ্যান্ডলিং দ্য বল' নামে আলাদা আইন ছিল। কিন্তু ২০১৭ সালে তাকে 'অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড'–এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে এখন কোনও ব্যাটার বলে হাত লাগিয়ে আউট হলে তা 'অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড'–এর আওতায় পড়ে। এর নিরিখে হ্যান্ডলিং দ্য বল–এর নিয়ম অনুযায়ী টেস্ট ক্রিকেটে আউট হওয়া ব্যাটারদের তালিকায় আটে আছেন মুশফিকুর। তালিকায় একমাত্র ভারতীয় হিসেবে আছেন মহিন্দর অমরনাথ।

টেস্টে হ্যান্ডলিং দ্য বলে আউট

ব্যাটার	দেশ	ম্যাচ	সাল
উইলিয়াম এনডিন	দক্ষিণ আফ্রিকা	ইংল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা	১৯৫১
অ্যান্ড্রু হিলডিচ	অস্ট্রেলিয়া	অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তান	১৯৭৯
মহসিন খান	পাকিস্তান	পাকিস্তান বনাম অস্ট্রেলিয়া	১৯৮২
ডেসমন্ড হেইনস	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ভারত	১৯৮৩
গ্রাহাম গুচ	ইংল্যান্ড	ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া	১৯৯৩
স্টিভ ওয়া	অস্ট্রেলিয়া	অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারত	২০০১
মাইকেল ভন	ইংল্যান্ড	ইংল্যান্ড বনাম ভারত	২০০১
মুশফিকুর রহিম	বাংলাদেশ	বাংলাদেশ বনাম নিউজিল্যান্ড	২০২৩

হাত দিয়ে বল থামানোর চেষ্টা করছেন বাংলাদেশের মুশফিকুর রহিম। বুধবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শের–ই–বাংলা স্টেডিয়ামে।

বুধবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শের–ই–বাংলা স্টেডিয়ামে চলা দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিন ৪০.৪ ওভারের ঘটনা। কাইল জেমিসনের বল ব্যাকফুটে অনায়াসে ডিফেন্ড করেন মুশফিকুর। তারপর পিচে পড়ে বল লাফিয়ে উঠলে আচমকা হাত দিয়ে সরিয়ে দেন তিনি। বল উইকেটে লাগার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। কিউয়ি ক্রিকেটাররা আউটের আবেদন করলে তৃতীয় আম্পায়ার মুশফিকুরকে আউট দেন। ২৯তম ওভারেও একইভাবে বল সরানোর চেষ্টা করেন তিনি।

ক্রিকেট আইনের ৩৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী আউটটি 'অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড'–এর আওতায় পড়ে। ৩৭.১.২ নম্বর ধারা অনুযায়ী, বল ডেলিভারি হওয়ার পর ব্যাট না ধরা হাতে ব্যাটার যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বল আটকানোর চেষ্টা করেন, তাহলে তা এই আউটের আওতায় পড়বে।

হাস্যকর মুহূর্তটি দেখে ম্যাচের ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় প্রাক্তন বাংলাদেশি অধিনায়ক তামিম ইকবাল বলেই ফেলেন, 'যে ক্রিকেটার ৮০তম টেস্ট খেলছে, তার জানা উচিত যে কোন কাজটা করা ঠিক, কোনটা নয়। নেটে ব্যাটাররা হাতে করে বোলারদের বল ফিরিয়ে দেয়। এটা অনেক সময় অভ্যাসে পরিণত হয়। তবে এটা কোনও অজুহাত হতে পারে না।' প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়ক মাইকেল ভন ২০০১ সালে ভারত সফরে এসে 'হ্যান্ডলিং দ্য বল'–এর শিকার হয়েছিলেন। মুশফিকুরকে কটাক্ষ করে এদিন সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'আমাদের ক্লাবে তোমায় স্বাগত। একমাত্র প্রকৃত ক্রিকেটাররাই এর অংশ।'

ঘটনাবহুল দিনে স্পিনাররা শাসন করলেন। বাংলাদেশ প্রথমে ব্যাট করে ১৭২ রানে অলআউট হওয়ার পর দিনের শেষে নিউজিল্যান্ডের স্কোর ৫ উইকেটে ৫৫ রান। ব্ল্যাক ক্যাপসের হয়ে ৩টি করে উইকেট নেন মিচেল স্যান্টনার ও গ্লেন ফিলিপ্স। ২টি উইকেট আজাজ প্যাটেল ও অন্যটি টিম সাউদির নেওয়া। এদিকে টাইগারদের হয়ে ৩ উইকেট মেহেদি হাসান মিরাজ ও ২টি তাইজুল ইসলামের ঝুলিতে।

৭ গোলের থ্রিলারে জয়ী আর্সেনাল

লুটন, ৬ ডিসেম্বর : ডেকলান রাইসের শেষ মুহূর্তের গোলে বড় স্বস্তি পেল আর্সেনাল। মঙ্গলবার অ্যাওয়ে ম্যাচে লুটন টাউনকে ৪–৩ গোলে হারিয়ে রুদ্ধশ্বাস জয় পেল তারা। এই জয়ে লিগ দখলের লড়াইয়ে ৫ পয়েন্টের লিড পেয়ে গেল মিকেল আর্তেতার দল। এদিন ২০ মিনিটে বুকায়ো সাকার অ্যাসিস্টে ম্যাচের প্রথম গোল আসে গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লির পায়ে। মিনিট পাঁচেক পর কর্ণার থেকে হেডারে ঘরের দলকে সমতায় ফেরান গ্যাব্রিয়েল ওশো। বিরতির আগে আর্সেনালকে ফের এগিয়ে দেন ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার গ্যাব্রিয়েল জেসুস। ৪৯ মিনিটে ফের একইভাবে সমতায় ফেরে লুটন। এবারের গোলদাতা এলিজা আদেবায়ো। গোলরক্ষক ডেভিড রায়া বল ধরার জন্যে বেশি এগিয়ে আসায় খালি স্পেসেবল জালে পাঠিয়ে দেন আদেবায়ো। ৫৭ মিনিটে আর্সেনালের ডিফেন্স কাটিয়ে বাঁ পায়ের শটে ঘরের দলকে লিড প্রদান করেন রস বার্কলে। যদিও সেই লিড দীর্ঘস্থায়ী হয়নি কাই হাভার্জের দৌলতে। ৬০ মিনিটে কাউন্টার অ্যাটাকে ডিফেন্স আগে থাকার সুযোগ কাজে লাগিয়ে আর্সেনালকে সমতায় ফেরান তিনি। দারুণ অ্যাসিস্টে নিজের উপস্থিত বুদ্ধির প্রমাণ দেন জেসুস। এরপর বেশকিছু সুযোগ তৈরি করলেও তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয় আর্সেনাল। ৭৭ মিনিটে সাকা সঠিক জায়গায় বল পাঠালেও তা লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ডের শটে গোলপোস্টের ওপরে চলে যায়। ৯০ মিনিটেও স্কোর ৩–৩ থাকায় পয়েন্ট ড্রপের চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়ে গিয়েছিল আর্তেতার। তবে ম্যাচের শেষলগ্নে মার্টিন ওডেগার্ডের শট থেকে হেডারে গোল করে প্রায় ড্র হওয়া ম্যাচ আর্সেনালকে জেতান রাইস। ৩ পয়েন্ট পেয়ে মোট ৩৬ পয়েন্টে লিগ জয়ের স্বপ্ন দেখছে গানার্সরা। এদিন ৪ গোল খেলেও নিজের রক্ষণে নজর কেড়েছেন লুটন গোলকিপার থমাস কামিন্সকি। ম্যাচ শেষে লুটনের লড়াই ও সমর্থকদের তৈরি করা পরিবেশের প্রশংসা করেন আর্তেতা। তিনি বলেছেন, 'লুটন এদিন সেট পিসে খুব ভালো খেলেছে। তাদের খেলা আমাদের জয়ের জন্য লড়াই করতে বাধ্য করে। সবশেষে এটি একটি সুন্দর জয় ছিল।'

আর্সেনালকে জেতানোর পর উল্লাস ডেকলান রাইসের। মঙ্গলবার রাতে।

TENDER NOTICE
Office of the Falakata II Gram Panchayat, P.O.-Raichenga, P.S.-Falakata, Dist.-Alipurduar
E-Tenders are hereby invited vide e-NIT No-08/23-24 Dated. 06/12/2023 for Diff. civil works under 5th SFC (TIED) & PBG (SFC) Fund from bonafide contractors. The last date of application 14/12/2023 all others details may visit the website- **http://wbtenders.gov.in** for further details.
Sd/- Prodhan
Falakata II Gram Panchayat

সুপার কাপে নেই মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : আই লিগে এই মুহূর্তে অপ্রতিরোধ্য মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ৭ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে তারা। আই লিগে ফোকাস ধরে রাখতেই জানুয়ারি মাসে ওড়িশায় হতে চলা সুপার কাপে না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মহমেডান ক্লাব। এই নিয়ে ক্লাবের সচিব ইস্তিয়াক আহমেদ রাজু জানান, 'আমাদের এখন একমাত্র লক্ষ্য আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে আইএসএল খেলা। সুপার কাপের জন্য দলের ফোকাস নষ্ট করা যাবে না। তাছাড়া চোট–আঘাতেরও সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। তাই বিনিয়োগকারীদের সম্মতি নিয়েই আমরা সুপার কাপে না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' বুধবার চার্চিল ব্রাদার্সকে ২–০ গোলে হারিয়ে আই লিগে তৃতীয় স্থান পোক্ত করল শিলং লাজং। অন্য ম্যাচে ইন্টার কাশীর সঙ্গে ২–২ গোলে ড্র করল রাজস্থান এফসি।

শ্রদ্ধাঞ্জলি
১৭ তম মৃত্যু বার্ষিকী
তিরোধান – ৭ই ডিসেম্বর ২০০৬
স্বর্গীয়া কানন বালা সাহা
স্বর্গীয়া কানন বালা সাহা স্মরণে শোকাহত পরিবারবর্গ
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি– ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১, ফোন : ০৩৩–২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি– ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার– ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার–৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা– ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২–২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in